উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১১ আশ্বিন ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 28 September 2024 Saturday 18 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 132

পুজোর আগেই জামিন পার্থর?

নয়ের পাতায়

স্কুলের 'উন্নতি'তে পড়ুয়াকে বলি

উত্তরপ্রদেশের হাথরসের স্কুলে কালাজাদুর বলি হল এক শিশু পড়ুয়া। এই ঘটনায় ওই বেসরকারি স্কুলের মালিক, প্রিন্সিপাল সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্কুলের 'উন্নতিকল্পে' দ্বিতীয় শ্রেণির ওই পড়ুয়াকে 'বলি' দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। স্কুলের হস্টেল থেকে ওই পড়ুয়াকে তুলে নিয়ে যান স্কুলের মালিক এবং তিন শিক্ষক সহ পাঁচজন।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

সুপার ফ্যান হাসপাতালে

গ্রিনপার্কের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিনেই। বাংলাদেশের সুপার ফ্যান 'টাইগার রবি'-কে গ্যালারিতেই মারধরের অভিযোগ উঠল। পিঠে, তলপেটে আঘাতের জেরে হাসপাতালে পর্যন্ত দৌড়োতে হয়। বৃষ্টি এবং ভিজে আউটফিল্ডের জন্য এদিন দেরিতে খেলা শুরু হয়।

বিস্তারিত ষোলোর পাতায়

কালিম্পংয়ের পাহাড়ে ধস খুব চেনা ছবি। শুক্রবার অবশ্য ছক ভেঙে ধস নামল দার্জিলিং পাহাড়ের একাধিক জায়গায়। বন্ধ হল মিরিক রোড (উপরে) ও ঘুম-সুখিয়াপোখরির রাস্তা (নীচে)। -সংবাদচিত্র

অবৈধ কারবারে আলাদিনের প্রদীপ

'উত্তর সুবিধা' পোর্টালে ধন্দ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : এ যেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হওয়ার দশা। এমভিআইয়ের তোলাবাজির নানা অভিযোগের মধ্যেই রাজ্য সরকারের 'উত্তর সুবিধা' পোর্টাল নিয়ে বাড়ছে রহস্য। উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে যেসব ট্রাক পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছে সেগুলি যাতে কোনওরকম বাধা ছাড়াই রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে পারে তার জন্যই উত্তর সুবিধা চালুর কথা বলেছে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। চলতি বছর ৯ মার্চ পরিবহণ দপ্তরের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পোর্টাল চালুর কথা বলা হয়। অথচ সেই পোর্টালের কথা জানেই না ট্রাক মালিকদের সংগঠনগুলি। কাগজে-কলমে চালু হলেও অনলাইনে পোর্টালের অস্তিত্বই খুঁজে পাচ্ছেন না ট্রাক মালিকরা।

ট্রাক মালিকরা না জানলেও অসম-বাংলা সীমান্তের দুটি চেকপোস্টে বিশেষ কাউন্টার বানিয়ে আলাদা রাস্তা তৈরি করে প্রতিদিন বহু ট্রাক ঢোকানো হচ্ছে বাংলায়। এমভিআই এবং পুলিশের বিশেষ দল সেই কাউন্টার চালাচ্ছে। কাউন্টারে যাঁরা থাকছেন তাঁদের দাবি, যেসব ট্রাক বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ঢুকছে সেগুলির উত্তর সুবিধায় রেজিস্ট্রেশন করা আছে। এতে রহস্য আরও বেড়েছে। তাহলে কি অত্যন্ত গোপনে পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা বিশেষ বিশেষ ট্রাক বা ট্রাক মালিকদের পোর্টাল ব্যবহারের সুবিধা দিচ্ছেন, এমন প্রশ্ন তুলেছেন ট্রাক মালিক সংগঠনের পদাধিকারীরা। নাকি লোক দেখাতে শুধুমাত্র কাগজে-কলমে পোর্টাল চালু করে বিশেষভাবে চিহ্নিত ট্রাক যাতে তল্লাশির মুখে না পড়ে, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ ও পরিবহণ দপ্তরের ছোট-বড় কোনও কর্তাই উত্তর সুবিধা নিয়ে কথা বলতে রাজি নন। কেউ উত্তর সুবিধার কথা শুনেই ফোন কেটে দিয়েছেন, কেউ বিনীতভাবে অনুরোধ করে ওই সংক্রান্ত প্রশ্ন এড়িয়েছেন। একটি সরকারি পোর্টাল নিয়ে প্রশাসনের কর্তাদের এই রাখঢাক নিয়েও নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

ফেডারেশন অফ ওয়েস্টবেঙ্গল ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সজল ঘোষের কথা, 'উত্তর সুবিধা নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। তবে বাস্তবে সেই পোর্টালের অস্তিত্ব নেই। সেই পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করার উপায় নেই। আমরা জানি না কোন ট্রাক কীভাবে সেই পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করছে। পুরোটাই একটা রহস্য। এর তদন্ত হওয়া উচিত।' নর্থবেঙ্গল ইন্টার স্টেট ট্রাক ওনার্স অ্যান্ড অপারেটর্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক কমলরাজ ছেত্রীর বক্তব্য, 'আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরগুলিতে সুবিধা পোর্টাল চালু আছে। তাতে যে কোনও ট্রাক মালিক রেজিস্ট্রেশন করাতে পারেন। সেটা সুবিধাজনক। কিন্তু উত্তর সুবিধা বলে কোনও অ্যাপ বা পোর্টাল নেই। সবটাই ধোঁয়াশা। তা সত্ত্বেও কারা সেই পোর্টালের সুবিধা পাচ্ছে সেটা তদন্ত করে দেখা দরকার।' অসম-বাংলা সীমান্ত দিয়ে সবথেকে বেশি ট্রাক চলাচল করে অন্ধ্রপ্রদেশের। নিউ আন্ধ্রা মোটর ট্রাকারস অ্যাসোসিয়েশন (নামতা)-এর কর্মকর্তারাও উত্তর সুবিধা পোর্টাল সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলেই জানিয়েছেন।

অসম-বাংলা সীমান্তের নাজিরান দেউতিখাতা এবং বারকোদালি দুটি চেকপোস্টে উত্তর সুবিধার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা রয়েছে। দুটি চেকপোস্টই কাগজে-কলমে কোচবিহার জেলার অন্তর্গত হলেও নাজিরান দেউতিখাতার চেকপোস্টটি আদতে আলিপুরদুয়ারের বারবিশা এলাকায় অবস্থিত।

এরপর পনেরোর পাতায়

ডান্ডা ট্যাক্স। প্রত্যেকটি ট্রাক থেকে আদায় করা হয় গড়ে ৬ হাজার টাকা। মাসে কমপক্ষে ২ কোটি টাকা ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছে সিন্ডিকেটে। চক্রের মাথা এক বিডিও। এমভিআইয়ের এই দুষ্টচক্রে ঢিল পড়ল উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে। আজ পঞ্চম কিস্তি।

অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের বলি ৪

সৌরভ দেব ও রামপ্রসাদ মোদক

জলপাইগুড়ি ও রাজগঞ্জ, ২৭ সেপ্টেম্বর : হুকিং করে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া হচ্ছিল। আর তাতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একই পরিবারের চারজনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের ভোরের আলো থানার অন্তর্গত টাকিমারি ধূপগুড়ি বস্তি এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতরা হলেন পরেশ দাস (৭০), দীপালি দাস (৬০), মিঠুন দাস (৩৫) এবং সুব্রত অধিকারী (২)।

পুলিশ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের তদন্তে উঠে এসেছে, হুকিং করে বিদ্যুৎ সংযোগ করতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ভোরের আলো থানার পুলিশ। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া সকলকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকরা সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ভোরের আলো থানার ওসি সন্দীপ দত্ত বলেন, 'বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে টাকিমারি এলাকায় একই পরিবারের এক শিশু সহ চারজন মারা গিয়েছেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' মর্মান্তিক এই ঘটনায় বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'খুবই দুঃখজনক একটি ঘটনা। আমার গভীর সমবেদনা জানাই।

এরপর পনেরোর পাতায়

মর্মান্তিক

- কৃষিজমিতে হাতির হানা রুখতে হুকিং করে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার চেষ্টা
- বৃষ্টির মধ্যে চাষের জমিতে বিদ্যুৎ সংযোগের চেষ্টা করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন পরিবারের কর্তা
- তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে ছেলে ও স্ত্রী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন
- স্ত্রীর সঙ্গে থাকা নাতিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়

সাদা চোখে সাদা কথায়

এ কেমন রঙ্গ বঙ্গে, লুট দিয়ে যায় চেনা

গৌতম সরকার

'এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই।' আক্ষরিক অর্থেই লুটের রাজত্ব! লুটের সিলমোহর দিয়েছে কমলাগাঁও-সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত। ইসলামপুর ব্লকের এই গ্রাম পঞ্চায়েতটিতে কাটমানি ফিরিয়েছেন প্রধান। মাত্র চারদিন আগে। দপ্তরে বসে ঘুষের টাকা ফেরত। এ কাহিনী পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির হিমশৈলের চূড়া মাত্র। কেননা, মাত্র সাড়ে তিন বর্গ কিলোমিটারের মাল পুরসভায় দুর্নীতি ১০০ কোটি টাকা ছাপিয়ে গিয়েছে। দুটি খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে একই দিনে।

উত্তরবঙ্গ নাকি উপেক্ষিত। অর্থাভাবে উন্নয়নে বঞ্চিত। অথচ এত বেআইনি টাকা উত্তরবঙ্গের হাওয়ায় ওড়ে! মাত্র সাড়ে ৩ বর্গ কিলোমিটার আয়তন, ২০১১-র শুমারি অনুযায়ী ২৫,২১৮ জনসংখ্যার মাল শহরে (জলপাইগুড়ি জেলায়) ১০০ কোটিরও বেশি টাকা হাপিস হয়ে গিয়েছে। যার সিংহভাগ সরকারি বরাদ্দের বা সরকারি সম্পত্তি। তাহলে উন্নয়ন হবে কী দিয়ে! প্রায় সাড়ে ৪৫ বর্গ কিমির কমলাগাঁও-সুজালিতে প্রধানের ফেরানো ২১ লক্ষ টাকা তো তুলনায় নস্যি।

কিন্তু কাটমানির অস্তিত্ব যে আছে, তার প্রমাণ দিল কমলাগাঁও-সুজালি। গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে লাইন দিয়ে ঘুষের টাকা ফেরানো, ভূভারতে কে কবে দেখেছে! ২১ লক্ষ টাকা যে প্রধান নুরি বেগমের ট্যাঁকেই ছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই প্রধানের স্বামী আবদুল হক মাত্র কিছুদিন আগে সালিশি সভার নামে এক বধূকে তালিবানি কায়দায় পিটিয়ে এখন জেলে। তৃণমূল দম্পতির ক্ষমতার উৎস যে অর্থ, তা এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

কিন্তু শুধু আশ্চর্য নয়, আশঙ্কার কথা কী জানেন,

এরপর পনেরোর পাতায়

আগামীকাল শিলিগুড়িতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : দক্ষিণ সামলে এবার উত্তরে নজর মুখ্যমন্ত্রীর। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত পাহাড় এবং সমতলের একাংশের অবস্থা জরিপ করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে রবিবার শিলিগুড়িতে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবান্ন সূত্রে খবর, রবিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে আসবেন। বর্তমান দুর্যোগ পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার সকালে তাঁর উপস্থিতিতে প্রশাসনিক বৈঠক হবে উত্তরকন্যায়। এই বৈঠকে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিত থাকার কথা। ডাকা হতে পারে জলপাইগুড়ির প্রশাসনিক কর্তাদেরও। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে যেতে পারেন বলেও একটি সূত্রে জানা গিয়েছে। যেমন মঙ্গলবার তাঁর জলপাইগুড়ি যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মঙ্গলবারই বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

টানা কয়েকদিন অসহনীয় গরমের পর গত মঙ্গলবার থেকে টানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে উত্তরবঙ্গে। টানা বর্ষণে কার্যত বিপর্যস্ত পাহাড়। বেহাল ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে উঠছে। প্রায় সময়ই বন্ধ থাকছে জাতীয় সড়কটি, যার জন্য সিকিমের পাশাপাশি কালিম্পংয়ের পর্যটন খাদের কিনারায়। এছাড়াও শুক্রবার দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের বিভিন্ন জায়গা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে মহালয়া থেকে নতুন দফায় প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে পুজোতেও। যা নিয়ে আতঙ্কও তৈরি হয়েছে পর্যটন সহ বিভিন্ন মহলে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাতে উৎসর মাটি না হয়, সে কারণেই মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর থেকেই পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত খোঁজ রাখছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। বৃহস্পতিবার তিনি পরিস্থিতি নিয়ে ভার্চুয়ালি বৈঠক করেন জেলা শাসক এবং পুলিশকর্তাদের সঙ্গে। কোথাও যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেই সংক্রান্ত নির্দেশও দেন।

দার্জিলিং জেলার এক আধিকারিক বলছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী রবিবার আসবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি। তিনি প্রশাসনিক বৈঠকও করবেন। এই বৈঠক মূলত দুর্যোগ মোকাবিলার।'

পাহাড়জুড়ে পুজো-পর্যটনে বড় 'ধস'

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে এবার পুজো-পর্যটন নিয়ে গাঢ় হচ্ছে আশঙ্কা। টানা তিনদিনের প্রবল বর্ষণে বিভিন্ন জায়গায় ধসের জেরে একাধিক জায়গায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন বিপর্যস্ত, তেমনই বিপর্যস্ত জনজীবন। সেবক থেকে কালিম্পংয়ের পথে তো বটেই, শুক্রবার ধস নেমেছে দার্জিলিং পাহাড়েরও একাধিক জায়গায়, যা কার্যত নজিরবিহীন।

একাধিক জনপদে ভিটে আলগা হতে থাকায় মাথা গোঁজার ঠাঁই রক্ষা করাটাই এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের। ফলে উৎসব বা উৎসবকে কেন্দ্র করে রুটিরোজের সংস্থানের দিকে নয়, পাহাড়িয়াদের এখন নজর আকাশে, বৃষ্টি কমার প্রতীক্ষায়। দুর্গাপুজোর মুখে প্রাকৃতিক এমন দুর্যোগে পাহাড়-পর্যটনের আকাশে ঘনঘটা দেখে ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রমাদ গুনছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। অতীতে প্রাক পুজোতে এমনভাবে বিপদের মুখোমুখি হতে হয়নি বলে বক্তব্য তাঁদের।

এরইমধ্যে শনিবার সমতলে বৃষ্টিধারার তীব্রতা এবং ব্যাপ্তি কমার ইঙ্গিত মিললেও পাহাড়ে যথারীতি আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার সতর্কতা, 'সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিং এবং কালিম্পং পাহাড়েও শনিবার প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনগুলিকে। তবে সমতল এলাকায় আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে।'

এমন পূর্বাভাসে সমতলে স্বস্তি ফিরলেও 'রক্তচক্ষু' পাহাড়ি পর্যটনে। প্রবল বর্ষণের আশঙ্কায় জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের পাশাপাশি দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে শুক্রবারের জন্য আগাম কমলা সতর্কতা জারি করেছিল আবহাওয়া দপ্তর। কিন্তু এদিনের সকাল স্পষ্ট করে দেয়, অনেক হিসেবনিকেশ পালটে যাবে। ফলে এই চারটি জেলার সঙ্গে লাল সতর্কতা জারি করা হয় কোচবিহারের জন্যও। কিন্তু মোকাবিলার প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই দুর্যোগে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকা। সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে প্রবল বর্ষণ হওয়ায় নতুন করে জলস্ফীতি ঘটে তিস্তায়। তার ছোবলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গা। সেলফিদাড়া, বিরিকদাড়া সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ধস নামে।

এরপর পনেরোর পাতায়

ধ্বংসলীলা

- তিস্তার গ্রাসে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত
- সেলফিদাড়া, বিরিকদাড়া সহ বেশকিছু জায়গায় ধস
- দুধিয়া-পানিঘাটা রাস্তা, মিরিক রোড এমনকি ঘুম-সুখিয়াপোখরি রাস্তাও ধসে ক্ষতিগ্রস্ত
- লোয়ার সিটিংয়ের ডায়েরিগাঁওতে ধস নেমে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি বাড়ি

প্রথা মেনে চক্ষুদানে অনেক দেরি। তবু বৃষ্টিতে কাজ এগিয়ে রাখছেন শিল্পী। মাটিগাড়ায়। ছবি : দিলীপ দে সরকার

ববি-অভিষেক ছায়াযুদ্ধ

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : তোলপাড় তৃণমূলে। তোলাবাজিতে বিদ্ধ কলকাতা পুরনিগমে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দপ্তরের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি)। থানায় অভিযোগ করলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরের এক কর্মী। শেক্সপিয়র থানায় করা অভিযোগ অনুযায়ী, অভিষেকের নাম করে কোটি কোটি টাকা তুলতেন ওই ওএসডি।

অভিষেকের দপ্তরের এই 'অতি সক্রিয়তা'য় রুষ্ট ফিরহাদ। তাঁর কথায় স্পষ্ট অসন্তোষ। কলকাতার মেয়রের বক্তব্য, 'এমন কোনও অভিযোগ থাকলে আমাকেই বলতে পারত। আমি বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করতাম।' অভিষেকের দপ্তরের কর্মীর অভিযোগ যে তিনি মানছেন না, তাও স্পষ্ট ফিরহাদের কথায়। তিনি বলেন, 'এমন একজন মানুষের নামে যদি অভিযোগ আসে, যার ভিত্তি নেই, তাঁকে কী করে সরাব আমি?'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, কলকাতার মেয়রের ওএসডি'র তোলাবাজির টাকায় তপসিয়ায় তৃণমূলের ভবন নির্মাণ হচ্ছে। তাঁর ভাষায়, 'পুরোনো বিল্ডিং ভেঙে ২০০ কোটি টাকায় তৃণমূলের নতুন ভবন নির্মাণ যিনি করছেন, তাঁকে পেমেন্ট করার দায়িত্ব কালীর।' থানায় দায়ের করা অভিযোগে জানানো হয়েছে, নিজেকে অভিষেকের কাছের লোক পরিচয় দিয়ে সরকারি আমলা থেকে ব্যবসায়ী, অনেকের কাছ থেকে টাকা তুলতেন কালীচরণ। তাঁকে প্রভাবশালী ধরে নিয়ে অনেকে নানা সুবিধা চাইতেন মেয়রের দপ্তরের ওএসডি'র কাছে। সেই সুযোগে অনেক সময় মিথ্যা আশ্বাস দিয়েও মোটা টাকা আদায় করতেন তিনি। অভিযোগটি থানায় জমা দিয়েছেন ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের দপ্তরের কর্মী অয়ন ঘোষদস্তিদার। সেই অভিযোগে আছে, এই তোলাবাজির সঙ্গে আরও কেউ জড়িত থাকতে পারে। তবে তাঁদের কারও সঙ্গে অভিষেকের সম্পর্ক নেই।

এ ব্যাপারে অভিষেক বা অভিযোগকারী অয়নের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। অভিযুক্ত ওএসডি কিছু বলতে চাননি। তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'যা বলার মেয়র সাহেব বলবেন।' ফিরহাদের বক্তব্য, 'এ রকম অভিযোগ আগে কখনও শুনিনি। দুর্নীতি আমি প্রশ্রয় দিই না।' শুভেন্দুর কথায়, 'এটা বাসি খবর। আমি অনেকদিন ধরে বলছি, কালীচরণ বড় ফান্ড ম্যানেজার। কলকাতায় তাঁর সাতটি ফ্ল্যাট রয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের থেকে বেশি সম্পত্তির মালিক কালীচরণ।'

তাঁকে না জানিয়ে অভিষেকের দপ্তর থানায় অভিযোগ করায় বেজায় রুষ্ট ফিরহাদ। তৃণমূলে অভিষেক-ফিরহাদের সম্পর্ক বরাবরই অম্লমধুর। ফিরহাদের একাধিক পদ অভিষেকের নাপসন্দ। অভিষেকের এক ব্যক্তি এক পদ নীতিতে আবার ঘোর আপত্তি ছিল কলকাতার মেয়রের। তাঁর হাত থেকে পরিবহণ মন্ত্রিত্ব চলে যাওয়ার পিছনে অভিষেকের ইঙ্গিত ছিল মনে করা হয়। তাঁর ওএসডি'র বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ এবং পালটা ফিরহাদের মন্তব্য সেই বিরোধের প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে।

মেয়রের ওএসডির নামে থানায় অভিযোগ

বাগান বন্ধের ভয়ে বোনাস-বিক্ষোভে 'না'

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : অবিরাম বর্ষণ চলছেই। তারই মধ্যে ছাতা মাথায় চা পাতা তুলতে ব্যস্ত একদল মহিলা শ্রমিক। বোনাস-বিক্ষোভে ডুয়ার্সের বাগানে যখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিনীতা ওরাওঁ, সালমা বেগমরা তখন সেই খবর হয়তো পৌঁছায়নি তরাইয়ের ত্রিহানা চা বাগানের এই প্রমিলাবাহিনীর কাছে। তাই হয়তো তাঁরা নির্বিকার। ভুল ভাঙল কাছে যেতেই।

-বোনাস নিয়ে তাহলে এবার আর আপনাদের কোনও সমস্যা নেই?

প্রশ্নটা শুনেই ঘাড় ঘুরিয়ে আড়চোখে তাকালেন রেশমা ওরাওঁ। অভিব্যক্তিই যেন বলে দিচ্ছিল, প্রশ্নখানা ঠিক মনঃপূত হয়নি। খানিক ধাতস্থ হয়ে বললেন, 'বাগান বন্ধের যন্ত্রণা যে কী, তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে আছি এই বেশি। বোনাস নিয়ে ঝামেলা করলে আবার তো বাগানের ঝাঁপ বন্ধ হবে। তখন খাওয়াবে কে?'

একনিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ভঙ্গিতেই ফুটে উঠল শত যন্ত্রণার কথা। সত্যিই তো, বাগান বন্ধ হলে খাবেন কী? লাখ টাকার প্রশ্ন বটে। পাশ থেকে আরেক শ্রমিক শোনালেন, বাগানটিতে এখন ১২০০ শ্রমিক রয়েছেন। গতবার ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে আন্দোলন করায় দুই-তিন মাস বাগান বন্ধ ছিল। অগত্যা কাজ হারিয়ে বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন অনেকে। শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রাখায় বাগানেও প্রচুর গাছ নষ্ট হয়েছিল।

এবার তরাই-ডুয়ার্সের বাগানে ১৬ শতাংশে বোনাস-রফা হলেও এই বাগানে মিলবে ১৪ শতাংশ। তাতেও 'আক্ষেপ নেই'। সকলেই একসুরে বললেন, 'আর যাতে বাগান বন্ধ না হয়, সেজন্য ১৪ শতাংশ বোনাসেই আমরা মুখ বন্ধ করে নিয়েছি।'

গতবার ছিল ১৯ শতাংশ। এবার সেটাই তিন শতাংশ কমে চূড়ান্ত হয়েছে ১৬ শতাংশে। কিন্তু তাতে নাখুশ ডুয়ার্সের অধিকাংশ বাগানের শ্রমিকরা। ধিকিধিকি করে জ্বলতে শুরু করেছিল বিক্ষোভের আগুন। এখন তা ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। তরাইয়ের নকশালবাড়ি ব্লকের বেলগাছি চা বাগানেও ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে গত মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখিয়েছেন শ্রমিকরা। শেষপর্যন্ত তাঁরাও হাল ছেড়েছেন। ১৬ শতাংশ বোনাস নিয়েই মুখে কুলুপ আঁটছেন। শ্রমিকদের যুক্তি, বোনাসের সময় একটু বিক্ষোভ হলেই বাগান বন্ধে

চড়া রোদে পুড়ে যাওয়া চা গাছে নতুন প্রাণের সঞ্চার করছে অসময়ের বৃষ্টি। বাগানটির এক শ্রমিক হেসেই বললেন, '১৬ শতাংশ বোনাসে খুশি নই, এটা ঠিক। কিন্তু আমাদের একটাই প্রার্থনা, বাগান যেন বন্ধ না হয়।' পাতা তুলতে ব্যস্ত ছিলেন বেলগাছি চা বাগানের শ্রমিক বারাইতি নাগেশিয়া। এগিয়ে এসে নিজেই বললেন, 'এবার ১৬ শতাংশ বোনাস নিয়ে বাগানের কোনও শ্রমিকই খুশি নন।

এরপর পনেরোর পাতায়

পাতা তুলতে ব্যস্ত একদল মহিলা শ্রমিক। তরাইয়ের একটি বাগানে।

KHOSLA ELECTRONICS
পুজোতে সবার মুখে হাসি
কারণ KHOSLA- তে অফার রাশি রাশি
" বহু বছর ধরে আমার ভরসার দোকান
KHOSLA ELECTRONICS "
CELEBRATE
THE BIGGEST INDIAN FESTIVAL with BIGGEST OFFERS
88% DISCOUNT
32% CASH BACK
40% EXCHANGE OFFER
2 EMI OFF
0 DOWN PAYMENT
₹ 888 EMI STARTS
FREE GIFTS
CAR
LED
BIKE
REF
WASHING MACHINE
MICRO WAVE OVEN
SOUND BAR
MOBILE
MIXI
COFFEE MUG
IRON
UTENSILS
& MANY MORE
iPhone 16
Hello, Apple Intelligence
iPhone16 128 GB ₹74,900* EMI ₹3,329
iPhone15 128 GB ₹49,900 EMI ₹2,913
iPhone13 128 GB ₹34,900* EMI ₹2,079
Inclusive of ₹4000* Instant cashback on credit cards of
Exchange bonus upto ₹6000*
DISCOUNT Upto 62%
SAMSUNG
S24 Ultra 256GB ₹1,09,900* EMI ₹4,870
A 15 6/128 GB ₹14,999* EMI ₹1,667
FREE Adapter/ Laptop Bag
vivo
V40 8/256 ₹36,999* EMI ₹3,084
Y 58 8/128 GB ₹18,499* EMI ₹1,849
oppo
Reno12 256 GB ₹29,999* EMI ₹2,199
A 3 6/ 128GB ₹14,499* EMI ₹1,334
AMD Athlon / 8 GB RAM/ 256 GB SSSD/ Win 11+OFC ₹25,999 EMI ₹2,166
i3 12th GEN / 8 GB RAM/ 512 GB SSSD/ Win 11+OFC/ BACKLIT KEYBOARD ₹37,990 EMI ₹3,158
i5 12th GEN / 8 GB RAM/ 512 GB SSSD/ Win 11+OFC ₹48,490 EMI ₹4,040
LG SONY SAMSUNG JBL
PARTY BOX ₹18,990 EMI ₹1,187
LG SAMSUNG SONY Panasonic KGA Haier LLOYD
3 YEARS WARRANTY
98 QLED 4K ₹7,37,490* EMI ₹19,990
85 UHD LED ₹2,62,490* EMI ₹6,990
75 UHD LED ₹89,990* EMI ₹3,990
65 UHD LED ₹64,990* EMI ₹2,990
55 UHD LED ₹ 36,490* EMI ₹1,999
43 SMART LED ₹17,990* EMI ₹1,541
32 SMART LED ₹10,490* EMI ₹916
FREE BLUETOOTH SPEAKER Worth ₹1,999
SAMSUNG LG Whirlpool Godrej Haier Panasonic BOSCH LLOYD IFB
564 L SBS ₹53,490* EMI ₹2,525
331 L FF ₹27,490* EMI ₹2,833
265 L BMR ₹23,490* EMI ₹2,499
260L FF ₹17,490* EMI ₹1,999
180 L SD ₹13,990* EMI ₹1,249
FREE TOUCH SCREEN INDUCTION COOKTOP Worth ₹6,120
KUTCHINA FABER GLEN KGA IFB Sunflame BOSCH
FABER
1200 Suc Cimney Get FREE 3 BB Glass Cooktop worth ₹6,990 ₹9,990* EMI ₹1,166
COMBO OFFER
550 Watt Mixi & 1000 Watt IRON & 2 pcs Non Stick Utensils Set ₹2,490
Panasonic
FESTIVALS COME HOME WITH Panasonic
1st OCT to 10th NOV 2024
SMART AC
TELEVISIONS
BUY AN OLED & BRING HOME A 43 (108cm) 4K GOOGLE TV FREE*
FIXED EMI OFFERS On Select Models
20% CASHBACK UP TO ₹15000* On Select Models
3 YEAR COMPREHENSIVE WARRANTY On 32 Inch and above LED Models
SPECIAL FINANCE SCHEME* 24/7, 15/5, 15/0 & 18/6
AIR CONDITIONERS
10% CASHBACK UP TO ₹4000*
1+9 YEAR WARRANTY On Split Inverter Compressor
1+4 YEAR WARRANTY On Split ACs PCB
STANDARD INSTALLATION CHARGES* ₹1200+GST
1+6 YEAR WARRANTY On Eco Tough ODU Casing
1+4 YEAR WARRANTY On Split Fixed Speed Compressor
WASHING MACHINES
15% CASHBACK UP TO ₹9000*
2+1 YEAR COMPREHENSIVE WARRANTY On Select WM Models
12 YEAR WARRANTY On Motor
FIXED EMI OFFERS Starting from ₹999*
SPECIAL FINANCE SCHEME* 15/0
REFRIGERATORS
15% CASHBACK UP TO ₹9000*
3 YEAR COMPREHENSIVE WARRANTY On Select Refrigerator Models
10 YEAR WARRANTY On Inverter Compressor
FIXED EMI OFFERS Starting from ₹1,999*
SPECIAL FINANCE SCHEME* 7/0, 8/0, 10/0, 12/4, 15/5 & 20/6
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount.
BUY 24x7 khoslaonline.com
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com
Scan to locate your nearest Khosla store
RAIGANJ MOHONBATI BAZAR, NETAJIPALLY opp. North Dinajpur District Court Ph : 91473 93600
ALIPURDUAR SHAMUKTALA ROAD opp Menaka Cinema Hall Ph : 98742 87232
SILIGURI SEVOKE ROAD, 2nd Miles, Near ITI More Ph: 98742 41685
BALURGHAT HILI MORE Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, PRANTH PALLY Rathbari Ph: 98742 49132

৫৬৭ কোটির প্রস্তাব ড্রেজিংয়ে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : সেবক থেকে ময়নাগুড়ির বাকালি পর্যন্ত তিস্তা নদীবক্ষে ড্রেজিংয়ের ডিপিআর সেচ দপ্তরে শুক্রবার পাঠাল দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগ। প্রায় ৩২ কিমি তিস্তা নদীজুড়ে এই ড্রেজিং করতে খরচ দেখানো হয়েছে ৫৬৭ কোটি টাকা। তিস্তা নদীবক্ষে জমে থাকা মাঝারি এবং মিহি বালির গুণগতমান পরীক্ষা করে নির্মাণকাজের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্য সেচ দপ্তরে ডিপিআর পৌঁছানোর পর রাজ্য সরকার কীভাবে ড্রেজিং করার সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই এখন দেখার।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানান, গতবছর অক্টোবরে সিকিমের লেক বিপর্যয়ের পর তিস্তায় রেকর্ড পরিমাণ বালি, নুড়ি এসে জমা হয়েছে। ফলে তিস্তা নদীগর্ভ ভরাট হয়ে গিয়েছে। নদীর জলধারণ ক্ষমতা নদীর জায়গা বিশেষে কমেছে। ফলে অল্প জলে অসংরক্ষিত এলাকার নীচু অংশে তিস্তার জল ঢুকছে। ওদলাবাড়ি, টটগাঁও, চ্যাংমারি, লালটংবস্তি, মিলনপল্লি, বীরেনবস্তি, পাহাড়পুর, বাসুসুবা, দোমোহনি, প্রেমগঞ্জ, বাকালির মতো জায়গাগুলিতে তিস্তা নদীবক্ষে বালি জমে উঁচু হয়ে গিয়েছে। তাই তিস্তার নদীবক্ষে কোথাও কোথাও ৪০০ মিটার চওড়া এবং আড়াই ফুট গভীরে গিয়েও বালি তুলতে হবে বলে জানালেন তিনি।

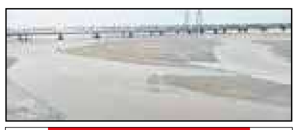

তিস্তার জন্য

- সেবক থেকে ময়নাগুড়ির ধর্মপুরের কাছে বাকালিতে তিস্তা পর্যন্ত ২০টি স্পটে ড্রেজিং করার কথা
- তিস্তা থেকে প্রায় ৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টন বালি উত্তোলন করা যাবে
- তিস্তার বালি পরীক্ষা করে এই মিহি এবং মাঝারি ধরনের বালি নির্মাণশিল্পে যে কোনও ভরাটের কাজে আসতে পারে

সেবক থেকে ময়নাগুড়ির ধর্মপুরের কাছে বাকালিতে তিস্তা পর্যন্ত ২০টি স্পটে এই ড্রেজিং করার কথা বলা হয়েছে। তিস্তা নদীবক্ষ থেকে প্রায় ২০ কোটি ২০ লক্ষ কিউবিক মিটার অর্থাৎ ৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টন বালি উত্তোলন করা যাবে।

কিন্তু ড্রেজিংয়ের জন্য এত টাকা আসবে কোথা থেকে? আর কোথায়ই বা ফেলা হবে সেই বিপুল পরিমাণ বালি। বালি উত্তোলনের পাশাপাশি সেই বালি বাণিজ্যিক কোনও এজেন্সিকে দিয়ে বিক্রি করা ছাড়া বিকল্প রাস্তা নেই। এক্ষেত্রে রাজ্য নিজেদের মাইনস অ্যান্ড মিনারেল দপ্তরের সাহায্য নিয়ে তাদের মাধ্যমে এজেন্সিকে দিয়ে তিস্তার বালি উত্তোলন করাতে পারে।

আপাতত তিস্তার বালি পরীক্ষা করে এই মিহি এবং মাঝারি ধরনের বালি নির্মাণশিল্পে যে কোনও ভরাটের কাজে আসতে পারে বলে জানা গিয়েছে। তবে রাজ্যের মাইনস অ্যান্ড মিনারেল দপ্তর বালির গুণগতমান খতিয়ে দেখে কোনও মতামত দিতে পারে বলে সেচ দপ্তর মনে করছে।

এই ড্রেজিংয়ের সময় শুধুমাত্র বালির পরিমাণ যেহেতু বেশি, তাই বালির হিসেব কষেছে সেচ দপ্তর। যদিও নদীবক্ষের অনেক জায়গায় বোল্ডার পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ড্রেজিং কারা কীভাবে করবে, সেটা রাজ্য জানাবে। এদিকে, তিস্তা নদীবক্ষের ৩২ কিমি এলাকার সংরক্ষিত বনাঞ্চল, সেতু এবং বসতি রয়েছে। ফলে বন দপ্তর, মাইনস অ্যান্ড মিনারেল দপ্তরের পাশাপাশি সেচ দপ্তর, পুলিশ এবং প্রশাসনের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে।

কৃষ্ণেন্দু জানালেন, সামনের শীতকালে যদি তিস্তায় বালি উত্তোলন করা হয়, তাহলে আগামী বছর বন্যার প্রকোপ অনেকটাই কমবে। তেমনই তিস্তার জলধারণ ক্ষমতাও বাড়বে।

অ্যালেনের ট্যালেনটেক্স ২৫

নিউজ ব্যুরো

২৭ সেপ্টেম্বর : পড়ুয়াদের তাদের অ্যাকাডেমিকে আরও ভালো ফল করতে উৎসাহিত করার জন্য অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট অক্টোবরে ট্যালেনটেক্স ২০২৫ আয়োজন করতে প্রস্তুত। ইতিমধ্যে বহু পড়ুয়া রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ২ অক্টোবর। এটি অ্যালেনের ট্যালেনটেক্সের ১১তম সংস্করণ। এটি অনলাইন ও অফলাইন দু'ভাবেই হবে। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা অফলাইনে পরীক্ষায় বসতে পারবে ১৩ অক্টোবর ও ২০ অক্টোবর। অনলাইন পরীক্ষা ৫ থেকে ২০ অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন স্লটে হবে। এটি পড়ুয়াদের নগদ পুরস্কারের পাশাপাশি অ্যালেনে কোচিংয়ের ফি'র ওপর ছাড়ের সুযোগ দিচ্ছে।

GOVERNMENT ITI PHANSIDEWA
Phansidewa, Darjeeling

We are Hiring!!
Applications are invited for Teaching and Non-Teaching posts on Regular Basis for Industrial Training Institute (ITI):
• Clerk • Accountant
• Theory and Practical Instructor - Fitter, Electrician, E-Mech, Welder

Qualification and Experience as per DGT/NCVT norms.
(www.ncvtmis.gov.in) & (www.dgt.gov.in)
Interview Details:
Govt ITI Phansidewa running under PTP.
Phansidewa, Darjeeling
Interview Date & Time: on 3rd October 2024, 10 AM to 3 PM
CONTACT : 9064213101

আইসিসি'র বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিউজ ব্যুরো

২৭ সেপ্টেম্বর : উদীয়মান উত্তরবঙ্গ। এই শীর্ষকেই ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স (আইসিসি)-এর নর্থবেঙ্গল চ্যাপ্টারের বার্ষিক অনুষ্ঠান শুক্রবার শিলিগুড়ির একটি হোটেলে আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার প্রমুখ।

আইসিসি নর্থবেঙ্গলের চেয়ারম্যান হিসেবে পিআরএম বেগরাজ গ্রুপের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর উমঙ্গ মিত্তালকে নিয়োগ করা হল। অন্যদিকে, ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিলেন এলএম ওয়্যারহাউসের ডিরেক্টর হর্ষ বার্লিয়া।

এদিনের অনুষ্ঠানে শশী পাঁজা বলেন, 'রাজ্যের বৃদ্ধির কৌশলে উত্তরবঙ্গের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আইসিসি'র সহযোগিতামূলক পদ্ধতির সাহায্যে জনগণের সুবিধার্থে এই অঞ্চলের সম্ভাবনাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি।'

হুমকি সংস্কৃতির প্রতিবাদ

অধ্যক্ষকে চিঠি অর্থোপেডিক অ্যাসোসিয়েশনের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে কর্মী মহলে হুমকি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সরব হল পশ্চিমবঙ্গ অর্থোপেডিক অ্যাসোসিয়েশন। শুক্রবার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহাকে চিঠি দিয়ে দ্রুত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন অর্থোপেডিক চিকিৎসকদের সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব। সেখানে রাজ্য সভাপতি অমিয়কুমার বেরা বলেছেন, 'আপনার অফিসে আপনার সামনেই এই ঘটনা ঘটেছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' কলেজ অধ্যক্ষর বক্তব্য, 'অভিযুক্তকে শোকজ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

আরজি কর কাণ্ডের পর থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ুয়াদের তরফে হুমকি সংস্কৃতির অভিযোগ তোলা হয়েছিল। সেই অভিযোগ নিয়ে টানা আন্দোলনের জেরে একাধিক কর্তাব্যক্তিকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। এরই মাঝে কলেজের প্রধান করণিক উৎপল সরকার শাসকদলের কর্মী সংগঠনের একাংশের বিরুদ্ধে হুমকি সংস্কৃতির অভিযোগ তুলে অধ্যক্ষের ঘরের বাইরে ধর্নায় বসেছিলেন। তার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের শাসকদলের সরকারি কর্মচারী সংগঠনের এক নেতার বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ তুলেছেন খোদ অর্থোপেডিক বিভাগের প্রধান ডাঃ পার্থসারথি সরকার।

অভিযোগ, গত মঙ্গলবার কলেজ অধ্যক্ষের অফিসে 'স্টেকহোল্ডার' কমিটির বৈঠক চলাকালীন শাসকদলের সরকারি কর্মচারী সংগঠনের এক নেতা সেখানে গিয়ে হুমকি দিয়েছেন। ওই কমিটিতে পার্থসারথি কেন থাকবেন, সেই প্রশ্ন তোলেন। খোদ অধ্যক্ষের সামনে এই ঘটনায় রীতিমতো হতচকিত হয়ে যান পার্থসারথি সরকার সহ কমিটির অন্য সদস্যরা।

ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং ওই কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে বুধবার বেশ কয়েকজন বিভাগীয় প্রধান অধ্যক্ষের অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা হুমকি দেওয়ায় অভিযুক্ত কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করার দাবি জানান।

তবে, যাঁকে ঘিরে এত অভিযোগ সেই অ্যান্টনি ডি রোজারিওর দাবি, 'আমি মিটিংয়ে ঢুকে কাউকে হুমকি দিইনি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কলেজ ও হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসক, নার্স থেকে সাধারণ কর্মীদের সুরক্ষার জন্য স্টেকহোল্ডার কমিটি তৈরির কথা বলা রয়েছে। কিন্তু কলেজে যে কমিটি হয়েছে, সেখানে মহিলা কর্মীদের প্রতিনিধি কম রাখা হয়েছে। আমি মঙ্গলবার বৈঠক শুরুর আগে অধ্যক্ষের কাছে মহিলা প্রতিনিধি রাখার কথা বলেছিলাম।' তাঁর দাবি, 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

সংগঠনের সদ্য প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলে শুক্রবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়ে দ্রুত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে রাজ্য অর্থোপেডিক অ্যাসোসিয়েশন। হুমকি সংস্কৃতি শেষ করতে এই ধরনের কর্মীদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে সংগঠনের সভাপতি অমিয়কুমার বেরা এবং সম্পাদক রাজীব রমন দাবি করেছেন।

কী ঘটনা

- উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে কর্মী মহলে হুমকি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি
- পশ্চিমবঙ্গ অর্থোপেডিক অ্যাসোসিয়েশন শুক্রবার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়েছেন
- অভিযুক্তকে শোকজ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে, বলছেন অধ্যক্ষ
- অভিযুক্তের দাবি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে

আইসিসি'র বার্ষিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। শুক্রবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

বিনিয়োগ কোথায়, প্রশ্ন থাকছেই

শিল্প গড়তে ম্যাপ উত্তরে, দাবি মন্ত্রীর

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : বেশ কয়েক বছর আগের কথা। শিলিগুড়ির বর্তমান মেয়র গৌতম দেব তখন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী। সেই সময় একটি নামী শিল্প সংস্থার কনক্লেভে হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব যখন নেওয়া হচ্ছিল তখন গৌতম বলেছিলেন, 'বিনিয়োগ প্রস্তাব তো নেওয়া হচ্ছে। এর আগেও যেসব প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল তার কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে?' গৌতমের প্রশ্নে সেই কনক্লেভের উদ্যোক্তারা কিছুটা অস্বস্তিতে পড়লেও অনেকেই আবার বলেছিলেন, 'উনি তো কিছু খারাপ বলেননি।'

শিল্প সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধীরা অভিযোগ জানিয়ে আসছে। বাস্তবে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের শিল্পস্থাপনে বিভিন্ন শিল্প সংস্থার পক্ষ থেকে কোটি কোটি টাকার শিল্প প্রস্তাব নেওয়া হলেও বাস্তবে তার ছিটেফোঁটাও হয়নি উত্তরবঙ্গে। বহু বছর আগে শিলিগুড়ির অদূরে ডাবগ্রাম শিল্পতালুক তৈরি হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপতিরা অবশ্য দাবি করছেন, ভারী শিল্প না হলেও চাউমিন, সার, বিস্কুটের মতো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়।

এরইমধ্যে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা শুক্রবার শিলিগুড়িতে ঘোষণা করলেন, ডালখোলা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকনমিক করিডরের জন্য জায়গা চিহ্নিত করার পাশাপাশি জাতীয় সড়কের ধারে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত জায়গায় শিল্প গড়ার জন্য ম্যাপ তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাই আগ্রহী ও ভূমিপুত্র শিল্পপতিদের উত্তরবঙ্গে নির্দ্বিধায় শিল্প গড়ার ডাক দিয়েছেন তিনি। এদিন শিলিগুড়িতে আইসিসি (ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স) নর্থবেঙ্গলের বার্ষিক দিবসের অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গে শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে বিরোধীদের কটাক্ষের জবাব দিতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা সমালোচনা করছেন, তাঁরা রাজনীতি করছেন। কিন্তু আমাদের একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে। যাঁদের দায়বদ্ধতা নেই, তাঁরা রাজনীতি করবেন।'

> যাঁরা সমালোচনা করছেন, তাঁরা রাজনীতি করছেন। কিন্তু আমাদের একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে। যাঁদের দায়বদ্ধতা নেই, তাঁরা রাজনীতি করবেন।
>
> **-শশী পাঁজা**
> *শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী*

নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ পালের কথায়, 'আমরা বেশ কয়েকটি নর্থবেঙ্গল কনক্লেভে যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে বিনিয়োগে প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে গিয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়িত হয়েছে কি? বারবার কুমিরছানার মতো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ককে দেখানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গে বড় শিল্পের মধ্যে সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে একটি সিমেন্ট কোম্পানি বিনিয়োগ করেছে। আমাদের সংগঠনের সদস্যরা কিন্তু উত্তরবঙ্গে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়েছেন।'

শিল্পমন্ত্রী অবশ্য দাবি করছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে শিল্প গড়ার লক্ষ্যে বহুবার এখানকার শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বিজনেস মিটে তাঁদের থেকে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।' তাঁর কথায়, 'আমাদের সরকার কিন্তু ব্যবসা করবে না। আমাদের সরকার শুধু সেই শিল্পকে তুলে ধরবে। উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ার একটা ভালো জায়গা।'

মন্ত্রী জানিয়েছেন, শিল্প গড়ার জন্য শিল্পপতিরা জায়গা চান। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার দীর্ঘ আলোচনা করেছে। এইসব এলাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়তে হলে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। শিল্পপতিরা খুব কম খরচে যাতে উৎপাদিত সামগ্রী অন্য রাজ্য কিংবা অন্য জেলাতে পাঠাতে পারেন তার জন্য রাস্তা, উড়ালপুল তৈরির ব্যাপারেও উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। তবে শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে বিরোধীদের নেতিবাচক প্রচারকে রাজনৈতিক খেলা হিসেবে মনে করছেন শশী। তাঁর বক্তব্য, 'মানুষের কর্মসংস্থান করতে হবে। আমরা এর জন্য দায়বদ্ধ।'

এদিনের অনুষ্ঠানে মেয়র গৌতম দেব ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর উত্তরবঙ্গজুড়ে যেসব উন্নয়ন হয়েছে তার ব্যাখ্যা দেন।

অনুষ্ঠানে সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও উপস্থিত ছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে আইসিসি (নর্থবেঙ্গল)-র নতুন চেয়ারম্যান পদে উমঙ্গ মিত্তাল ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে হর্ষ বার্লিয়া দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

হামলার আশঙ্কায় স্ত্রীকে ডিভোর্সে রাজি তরুণ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : প্রেমিকাকে আইনি বিয়ে করে সংসার বাঁধতে চেয়েছিলেন ডাবগ্রাম-২'এর দক্ষিণ শান্তিনগরের ২৮ বছরের এক তরুণ। আর তা করতে গিয়েই বিপাকে তিনি। হামলার আশঙ্কায় পরিবার নিয়ে বর্তমানে ঘরছাড়া। তরুণীর পরিবারের তরফে তাঁকে ফুসলিয়ে আইনি বিয়ের অভিযোগ তোলা হয়েছে। তরুণ জানিয়েছেন, স্ত্রী-কে ডিভোর্স দিতে রাজি তিনি। তবে ফুসলিয়ে বিয়ে অথবা প্রতারণার অপবাদ তিনি মাথায় নিতে নারাজ।

তরুণের কথায়, 'তরুণী আইনত আমার স্ত্রী। নিজের সম্মতিতে সে আমার সঙ্গে বেলাকোবায় বিয়ের রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়েছে। একাধিকবার সেখানে যাওয়া এবং শুনানির পর বিয়ের শংসাপত্র মিলেছে। ভুল বুঝিয়ে এটা কাউকে দিয়ে করানো যায় না।'

আইনি বিয়ের 'অপরাধে' তরুণের পরিবারের ওপর তরুণীর পরিবারের লোকজন ১৯ সেপ্টেম্বর হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। বর্তমানে তরুণ ও তাঁর পরিবার ঘরছাড়া। ২০ সেপ্টেম্বর থেকে শিলিগুড়িতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে রয়েছেন তাঁর মা ও দাদা। এই প্রসঙ্গে তরুণের দাদা বলেছেন, 'শুক্রবার ফেরার কথা থাকলেও এখনই বাড়ি ফিরছি না। প্রতিবেশীদের থেকে জানতে পেরেছি, দিনরাত এলাকায় এসে কিছু লোক আমাদের খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে। শনিবার মা-কে সঙ্গে নিয়ে অন্য ঠিকানায় গিয়ে উঠব।'

যদিও হামলার কথা অস্বীকার করেছে তরুণীর পরিবার।

সূত্রের খবর, তরুণীর পরিবার চাইছে, বিয়ের প্রক্রিয়া বাতিল করতে। যদিও আইনজীবীরা জানিয়েছেন, এমন কোনও নিয়ম নেই। সেক্ষেত্রে ডিভোর্সই একমাত্র উপায়। শিলিগুড়ির আইনজীবী আকুল টিকাদার বলছেন, 'এভাবে আইনি বিয়ে বাতিল করার কোনও নিয়ম নেই। তাছাড়া বেশ কয়েকবার নিজেরা উপস্থিত থেকে আইনি বিবাহ করতে হয়। সেখানে ভুল বুঝিয়ে বিয়ে করা হয়েছে এমন দাবি ধোপে টিকবে না।' তরুণের বক্তব্য, 'যদি স্ত্রী আমার সঙ্গে থাকতে না চায় সেক্ষেত্রে ডিভোর্সের পথে এগোনো যেতে পারে।'

স্থানীয় সূত্রের খবর, বেশ কয়েক বছর ধরে শান্তিনগরের ওই তরুণ ও তরুণীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। বাড়িতে না জানিয়ে দুজনে আইনি বিয়ে সেরেছিলেন। কিন্তু বাড়ি থেকে অন্যত্র বিয়ে ঠিক করার পরই বেঁকে বসেন তরুণী। তরুণ ও তরুণের কয়েকজন বন্ধুর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন। অন্যদিকে, ভালোবাসার মানুষকে আইনি বিয়ে করেও সংসার করতে না পারার আক্ষেপ রয়েছে তরুণের। কিন্তু যেভাবে পরিবার ও বন্ধুদের হেনস্তার মুখে পড়তে হয়েছে, সেকথা মাথায় রেখে স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে রাজি হয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'নিজের জন্য তো আর সকল প্রিয়জনকে বিপদে ফেলতে পারি না।' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জিত দাস বলছেন, 'ঘটনায় মেয়েটির পরিবার প্রভাব খাটিয়েছে। বিপদে পড়েই তরুণ হয়তো ডিভোর্সে রাজি হয়েছে।' অন্যদিকে পুলিশ সূত্রের খবর, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

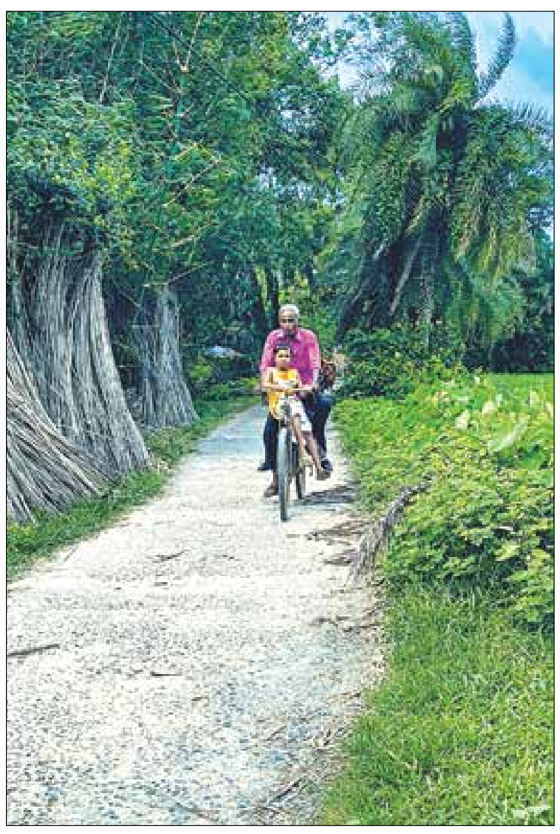

গ্রামের গল্প।। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালাপুরে রূপম ঘোষের ক্যামেরায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মেচিতে নিখোঁজ বৃদ্ধ

নকশালবাড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : মেচি নদীর জলের তোড়ে ভেসে গেলেন এক বৃদ্ধ (৬০)। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার ভারত-নেপাল সীমান্ত লাগোয়া বড় মণিরামজোতে। ওই বৃদ্ধর নাম বিদ্যানন্দ রায়। তিনি তোতারামজোতের বাসিন্দা। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর কোনও হদিস পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় গোয়ালা বিদ্যানন্দ এদিন ভোরে সাইকেলে চেপে নেপালের বামুনডাঙ্গির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। নেপাল থেকে দুধ এনে ভারতে বিক্রি করতেন তিনি। অন্যদিনের মতো এদিনও তিনি বড় মণিরামজোত হয়ে মেচি নদী পেরিয়ে বামুনডাঙ্গিতে দুধ আনতে যান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ফেরার পথে সাইকেল নিয়ে নদীতে নামতেই স্রোতে ভেসে যান বিদ্যানন্দ। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি নকশালবাড়ি থানায় জানান। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। যদিও সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃদ্ধের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

চোরাই বাইক বাজেয়াপ্ত

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর : চারটি চোরাই মোটরবাইক বাজেয়াপ্ত করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। শুক্রবার বিধাননগর এলাকা থেকে সেগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর বাইক চুরির অভিযোগে নীতেশ হেমব্রম নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাইকগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র এক মাসে মোট ৮টি বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে।

এদিন বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রে সাংবাদিক বৈঠক করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কার্সিয়াং) অভিষেক রায় বলেন, 'খড়িবাড়ি, বিধাননগর সহ বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকা মিলে এক মাসে প্রায় ২০টি চোরাই বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।' ২টি বাইকের চাবি মালিকের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। বাকিগুলির মালিকের খোঁজ করা হচ্ছে। বাইক চুরিচক্রে আর কেউ জড়িত কি না, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

বেকায়দাবস্তিতে ভাঙন

বাগডোগরা, ২৭ সেপ্টেম্বর : অবিরাম বৃষ্টির জেরে বালাসন ফুলেফেঁপে ওঠায় পাড়ভাঙন শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আলসিয়াবাজারের বেকায়দাবস্তির দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে পাহাড়ি নদীটি। আতঙ্কিত গ্রামবাসী দুষছেন প্রশাসনকে। তাঁদের কথায়, 'বারবার বাঁধ নির্মাণের আর্জি জানালেও আমল দেওয়া হয়নি। তাই এখন বসতি বিপদের মুখে।' ভারী বৃষ্টি এবং পাড়ভাঙন চলতে থাকলে পুরো গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ বলছেন, 'আমরা আলসিয়াবাজার, বেকায়দাবস্তি গ্রামকে বালাসনের ভাঙনের কবল থেকে বাঁচাতে বিডিও, এসডিও-র কাছে আবেদন করেছিলাম। তবুও কাজ হয়নি।'

বেকায়দাবস্তির বাসিন্দা শেফালি বর্মনের কথায়, 'বালাসনের জলের তোড় পাড় ভেঙে গোটা গ্রামকে গিলে ফেলতে চাইছে। গ্রামের মন্দির ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এখন বাড়িঘরের দিকে এগোচ্ছে। আমরা বুধবার থেকে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছি। নাওয়াখাওয়া প্রায় বন্ধ। কীভাবে বাড়িঘর বাঁচাব, বুঝতে পারছি না।'

মাটিগাড়া ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ দাসের অবশ্য দাবি, 'আলসিয়াবাজারে বালাসন নদীর ভাঙন দেখা গিয়েছে বলে আমাকে কেউ জানায়নি। জানালে ব্যবস্থা নেওয়া যেত। আমি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে বলে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলব।' তিনি সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন।

বালাসনের গ্রাসে বসতি। বেকায়দাবস্তিতে। শুক্রবার। -খোকন সাহা

বৃষ্টিতে জলমগ্ন ফাঁসিদেওয়ার একাধিক গ্রাম

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর : টানা বৃষ্টির জেরে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের একাধিক গ্রাম জলমগ্ন। বিধাননগরের কচুবাড়ি কার্যত জলের তলায়। ঘোষপুকুরের ধামভিটা, চটহাটের কয়েকটি গ্রাম এবং জালাসের রাঙ্গাপানি সংলগ্ন এলাকাতেও একই পরিস্থিতি। অন্যদিকে, পূর্ব মাদাতিতে বুড়ি বালাসনের জল চা বাগানে ঢুকে পড়েছে।

ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলেন, 'বিষয়টি সেচ দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানানো হচ্ছে।' এদিন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরাও এলাকায় গিয়েছিলেন। পাশাপাশি, লাগাতার বৃষ্টির কারণে বিধাননগর এবং ঘোষপুকুরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে তৈরি হয়েছে গর্ত। এর জেরে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। প্রশাসন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে।

উত্তরবঙ্গে আগ্রহ বাড়ছে গ্রামীণ ও পরিবেশবান্ধব পর্যটনে

সানি সরকার ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্রমশই বিপন্ন হতে চলেছে উত্তরের পর্যটন। এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার শপথের দিন যেন হয়ে উঠল বিশ্ব পর্যটন দিবস। কোথাও পর্যটনকে ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি উৎসব ভাবনার ওপর জোর দেওয়ার বার্তা দেওয়া হল, কোথাও আবার গ্রামীণ পর্যটনই ভবিষ্যৎ, স্পষ্ট হল। 'ট্যুরিজম ফর পিস' এবারের পর্যটন দিবসে থিম নির্ধারণ করেছে ইউনাইটেড নেশন ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন। বাদ গেল না শান্তির প্রসঙ্গও।

বর্তমানে পাহাড় শান্ত। কিন্তু বেহাল রাস্তা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে খাদের কিনারায় এখানকার পর্যটনশিল্প। এমন পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে নিয়মিত ইভেন্ট প্রয়োজন, বললেন দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ। এ কারণে জিটিএ'র সঙ্গে যৌথভাবে দার্জিলিং পুলিশের তরফে যে ডিসেম্বরে মেলো টি ফেস্টিভাল হচ্ছে, তাও তিনি উল্লেখ করেন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (এইচএইচটিডিএন) আয়োজিত বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে।

আবার অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম (অ্যাক্ট)-এর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে গ্রামীণ পর্যটনের কথা বলেন তিনবার গ্র্যামি পুরস্কার বিজয়ী সুরকার রিকি কেজ। গ্রামীণ পর্যটনে নজর রাখার পাশাপাশি স্থানীয়দের বাইরে রেখে যে পর্যটন প্রসার সম্ভব নয়, সেই বার্তা দিতে এদিন উৎসব পালনের জন্য গুলমার খৈরানি বস্তিকে বেছে নিয়েছিল ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন (এতোয়া)।

নাছোড় বৃষ্টির মধ্যে এদিন সকালে বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে মৈনাকে পৌঁছে শেষ হয় এইচএইচটিডিএনের প্রভাতফেরি। সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব। মেয়র সূচনা করেন এতোয়ার বাইক র‌্যালিরও, যা হাসমি চক থেকে শুরু হয়ে খৈরানি বস্তিতে শেষ হয়। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে অ্যাক্টের ২৩তম কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্যুরিজম ফেস্টিভালে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেজ। প্লাস্টিক বর্জন করে পরিবেশবান্ধব গ্রামীণ পর্যটনের দিকে নজর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। কীভাবে উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের পর্যটন আরও উন্নত করা সম্ভব, তা বোঝাতে গিয়ে তিনি সিকিমের নতুন ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন ইয়ানগ্যাংয়ের কথা তুলে ধরেন। এই সংক্রান্ত একটি পোস্টার তুলে ধরা হয়। অ্যাক্টের কনভেনার রাজ বসু বলছেন, 'রবিবার পর্যন্ত চলা উৎসবে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি সিকিম, নেপাল ও ভুটানের পর্যটনশিল্পের নানা দিক তুলে ধরা হবে।' এদিন ফ্যাশন শো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এইচএইচটিডিএনের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার ছাড়াও মেয়র, পর্যটন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর জ্যোতি ঘোষ, পর্যটনমন্ত্রকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জ্যোতির্ময় বিশ্বাস প্রমুখ। তাঁদের হাত দিয়েই এদিন পর্যটনের নানা ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করা বিভিন্নজনকে পুরস্কৃত করা হয়।

সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৪টি ক্যাটিগোরিতে পুরস্কৃত করা হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্যে শোনা গিয়েছে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ের কথা। গ্রামীণ পর্যটনকে পথ ধরে নিয়ে এদিন খৈরানি বস্তিকে বেছে নিয়েছিল এতোয়া। এখানকার কমিউনিটি হলে আয়োজিত উৎসবে এলাকার দুই প্রবীণ নাগরিককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বনবস্তিবাসীদের জন্য একটি চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। যা নিয়ে সন্তোষপ্রকাশ করেন পর্যটনমন্ত্রকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জ্যোতির্ময় বিশ্বাস। এতোয়ার সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'কমিউনিটিকে বাইরে রেখে কখনোই পর্যটন হতে পারে না। তার জন্য কমিউনিটি ট্যুরিজমে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

বিশ্ব পর্যটন দিবসে নিউ চামটা টি রিসর্টের অনুষ্ঠানে গৌতম দেব।

টুকরো খবর

মাদক সহ ধৃত ২

খড়িবাড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : ফের বড়সড়ো সাফল্য পেল খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে হাতবদলের আগেই ৫০৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুজন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। ধৃত লাখিনা বিবি ও জামালউদ্দিন শেখ সম্পর্কে শ্যালিকা-জামাইবাবু।

শুক্রবার ভোরে নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন উত্তর রামধনজোত এলাকায় এশিয়ান হাইওয়েতে সন্দেহভাজন দুজনকে আটক করে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই তাদের কাছ থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। এরপর তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা জেরায় স্বীকার করে, মুর্শিদাবাদ থেকে পানিট্যাঙ্কি এলাকায় এই মাদক বিক্রির জন্য আনা হয়েছিল। ধৃতদের শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ১

ইসলামপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর : লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। গুরুতর জখম আরও এক। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে ইসলামপুর থানার মাদারিপুর ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃতের নাম বাহানিয়া সিংহ (৪৫)। সে ইসলামপুর থানার রামগঞ্জের কেচকেচিপাড়া এলাকায় বাসিন্দা। কাজ করে বাড়ি ফেরার পথে মাদারিপুর এলাকায় পিছন দিক থেকে আসা একটি লরি বাইকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনায় আরও একজন গুরুতর জখম অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

ভবঘুরেকে উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : বৃষ্টিতে রাস্তায় পড়ে থাকা এক ভবঘুরেকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে ঘোষপুকুরের একটি শেলটার হোমে পাঠাল দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরাম। শুক্রবার মেডিকেল মোড় এলাকা থেকে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হোমে রাখা হয়েছে। পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় ওই ভবঘুরেকে উদ্ধার করা হয়। ভবঘুরের পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

পর্যটন দিবসে ডিজিটাল শো

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ সায়েন্স সেন্টারে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালন করা হল শুক্রবার। এদিন নতুন ডিজিটাল প্ল্যানেটেরিয়াম শো চালু করা হয়েছে সায়েন্স সেন্টারে। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ বিকাশচন্দ্র পাল।

গ্রেপ্তার চার

ইসলামপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর : বুধবার রাতে ইসলামপুর থানার দাড়িভিট এলাকায় একাধিক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার ওই ছিনতাই দলের চার পান্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকজনের মোবাইল ছিনতাই হয় বলে থানায় অভিযোগ জমা পড়ে। তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার রাতে গুঞ্জরিয়া এলাকা থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া মোবাইল সহ বেশ কিছু রুপোর গয়না উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার ধৃত চারজনকে ইসলামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

সিটুর সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ২৭তম শিলিগুড়ি ডিপো শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শিলিগুড়িতে। শুক্রবার শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি ডিপোতে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ-এর দার্জিলিং জেলা সভাপতি মোহন পান্ডা।

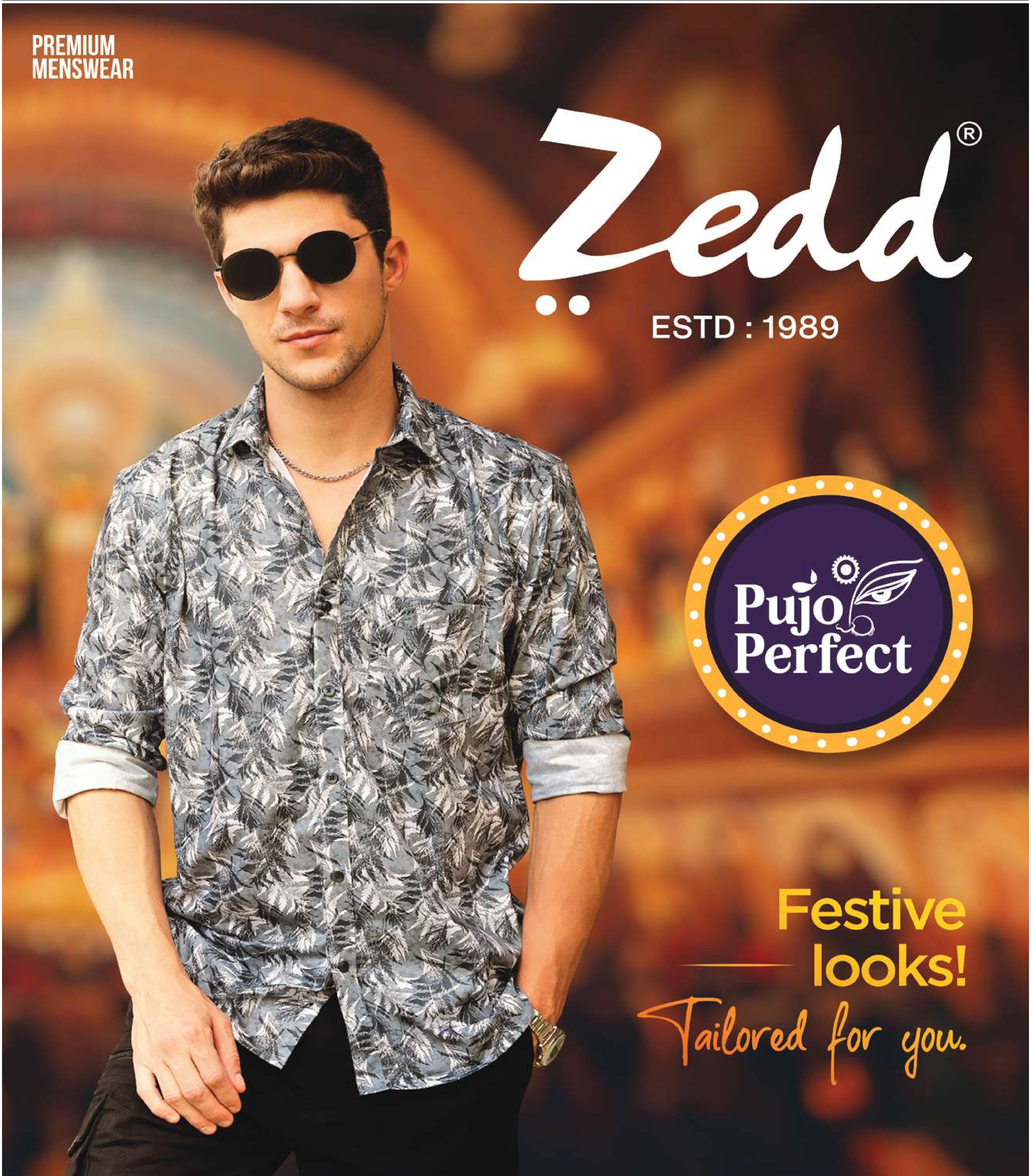

শার্ট | টি-শার্ট | জিন্স | ট্রাউজার | স্যুট | ব্লেজার | কুর্তা | এক্সেসরিজ

SINCE 1989 Zedd® STUDIO

4 STATES | 45 STORES
EXCLUSIVE BRAND SHOWROOM

AVAILABLE ON
MAJOR ONLINE MARKETPLACES
amazon | Myntra | Flipkart | AJIO

এক্সক্লুসিভ স্টোর

আলিপুরদুয়ার (মারোয়াড়ি পট্টি) • **আরামবাগ** (তালতলা বাজার) • **আসানসোল** (জালান মার্কেটের নিকটে) • **বগুলা** (পুরাতন পাড়া) • **বালেশ্বর** (মতিগঞ্জ বাজার) • **বালুরঘাট** (লেনিন সরণি) • **বাঁকুড়া** (সুভাষ রোড) • **বসিরহাট** (পুরাতন বাজার) • **বেহালা** (ট্রাম ডিপো এর নিকটে) • **বহরমপুর** (নেতাজি রোড) • **বেথুয়াডহরি** (বাস স্ট্যান্ড এর নিকটে) • **বঙ্গাইগাঁও** (স্টেশন রোড) • **বর্ধমান** (কালি বাজার) • **চাকদহ** (রঘুনাথ ভবনের নিকটে) • **চাঁচল** (গ্রামপঞ্চায়েতের বিপরীতে) • **চন্দননগর** (বাগ বাজার মোড়) • **চুঁচুড়া** (আখন বাজার) • **কোচবিহার** (রুপ নারায়ন রোড) • **কটক** (মাংলাবাগ) • **দমদম** (যশোদা বস্ত্রালয়) • **দুর্গাপুর** (বেনাচিটি, স্টেশনরোড, সিটি সেন্টার) • **গঙ্গারামপুর** (তপন রোড) • **গুয়াহাটি** (ফ্যান্সি বাজার) • **জলপাইগুড়ি** (দিনবাজার) • **জামশেদপুর** (সাকচি মার্কেট) • **কালনা** (স্টেডিয়ামের বিপরীতে) • **কাঁচড়াপাড়া** (স্টেশন রোড) • **কান্দি** (কৃষ্ণবাগান রোড) • **কাটোয়া** (গোয়েঙ্কা মোড়) • **কৃষ্ণনগর** (পোস্ট অফিসের নিকটে) • **মালদা** (নেতাজি মোড়) • **মেদিনিপুর** (ভুতড়া এম্পোরিয়াম) • **পান্ডুয়া** (কালনা মোড়) • **রায়গঞ্জ** (উকিলপাড়া) • **রামপুরহাট** (কামারপট্টি মোড়) • **রানাঘাট** (সুভাষ অ্যাভিনিউ) • **সাঁইথিয়া** (স্টেশন রোড বাজার) • **শিলিগুড়ি** (বিধান রোড) • **তমলুক** (পাঁশকুড়া বাস স্ট্যান্ডের নিকটে) • **তপন** (মোহন টকিজ সিনেমা হলের নিকটে)

+91 9062 575757 | info@zeddstudio.in | www.zeddstudio.in | /zeddstudio.in • FOR FRANCHISE ENQUIRY, CALL +918825176620

রাখি পরিয়ে পর্যটন দিবস পালন

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৭ সেপ্টেম্বর : কোথাও শান্তির বার্তা দিতে বিশেষ ধরনের রাখি পরিয়ে আবার কোথাও স্টেশনেই ধামসা-মাদলের তালে নেচে পালিত হয় বিশ্ব পর্যটন দিবস। তাতে পা মেলান পর্যটকরাও। শুক্রবার মাদারিহাটে দুটি সংগঠনের তরফে নানা অনুষ্ঠান করা হয়। ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মাদারিহাট রেলস্টেশনে আগত পর্যটকদের মিষ্টিমুখ করানো হয়। সেখানে স্টেশনে ধামসা-মাদল নিয়ে হান্টাপাড়ার মুন্ডারি গ্রুপ অনুষ্ঠান করে। তাতে বাড়তি পাওনা পর্যটকদের নাচ। কয়েকজন কাঞ্চনকন্যা ট্রেন থেকে নেমেই তাঁদের সঙ্গে পা মেলান। সংগঠনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহার কথায়, 'এবছর বিশ্ব পর্যটন দিবসের থিম শান্তি ও সবুজায়ন। সেজন্য পর্যটকদের হাতে বিভিন্ন ফুল, ফল ও গাছের বীজ দিয়ে তৈরি রাখি পরিয়ে দেওয়া হয়।'

জলদাপাড়া ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ম্যারাথন দৌড় ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। তারা এবছর প্রথম বিশ্ব পর্যটন দিবস পালন করছে।

পাশাপাশি এদিন জয়গাঁ ভুটানগেটের সামনে জয়গাঁ ট্রাভেলার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও নর্থ ইস্টার্ন হিমালয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুর অপারেটররা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শোভাযাত্রাও করা হয়। যদিও বৃষ্টির কারণে শোভাযাত্রাটি গোটা জয়গাঁ শহর পরিক্রমা করতে পারেনি। ভুটানগেটের সামনে আদিবাসী নৃত্য প্রদর্শন করেন শিল্পীরা।

এদিকে, পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত এমন ১৩ জনকে সংবর্ধনা দিল লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। মাটিয়ালি ব্লক প্রশাসন ও মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির তরফে মূর্তি ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সে পর্যটকদের নিয়ে অনুষ্ঠান করা হয়।

বন্ধন ব্যাংকের জীবনবিমায় নতুন দুই প্রকল্প

নিউজ ব্যুরো

২৭ সেপ্টেম্বর : বন্ধন লাইফ এবং বন্ধন ব্যাংক জীবনবিমার ক্ষেত্রে একটি স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপের সূচনা করল। এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে নতুন দুটো প্রকল্প এনেছে, প্রথমটি 'আইগ্যারান্টি বিশ্বাস', নিশ্চিত রিটার্ন পাওয়ার সেভিংস ইনসুরেন্স প্ল্যান। দ্বিতীয়টি 'আইইনভেস্ট ২', ইউনিট-লিংকড ইনসুরেন্স প্ল্যান। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে রাজ্যের যে কোনও বন্ধন ব্যাংকের শাখায় গেলে এই সুবিধা মিলবে। এর মধ্যে গ্রেটার কলকাতার শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের ২৫৯টি শাখাও রয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে 'শুভ সমৃদ্ধি' এবং অন্যান্য সেভিংস প্রকল্প শুরু হতে চলেছে। বন্ধন লাইফের এমডি এবং সিইও সতীশ্বর বি বললেন, 'এই পার্টনারশিপে আমরা খুশি। বন্ধন ব্যাংকের বিশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আইগ্যারান্টি বিশ্বাস এবং আইইনভেস্ট ২-কে পরিচয় করানো হয়েছে।'

বন্ধন ব্যাংকের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর ও চিফ বিজনেস অফিসার রাজিন্দরকুমার বব্বর বলেন, 'এই পরিষেবা চালু করার মধ্য দিয়ে আমরা আরও বেশি সংখ্যক গ্রাহকের কাছে পৌঁছে যেতে পারব। ব্যক্তি ও পরিবার তাঁদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করার সুযোগ পাবেন এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে।'

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী জিএসডি/পাণ্ডু ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে অক্টোবর/২০২৪-এর জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম সময়সূচি ধার্য করা হয়েছে:

ক্র. নং.	মাস/সাল	নিলামের নির্ধারিত সংখ্যা	নিলাম শুরুর তারিখ/সময়
১	অক্টোবর/২০২৪	জিএসডিপিএন৫২২এন২৩০৮৫	১৫-১০-২০২৪/১০:৩০:০০
২		জিএসডিপিএন৫২২এন২৩০৮৬	২৪-১০-২০২৪/১০:৩০:০০
৩		জিএসডিপিএন৫২২এন২৩০৮৭	২৯-১০-২০২৪/১০:৩০:০০

ই-নিলামে পঞ্জিয়ন, প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের (www.ireps.gov.in) মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিওয়াই. সিএমএম/পাণ্ডু

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank

ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পব)

টেলি : (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪ * ই-মেল : Z748@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮ (৬) এর প্রতি দেখুন অনুবিধি]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর প্রতি রুল ৮(৬) তৎসহ এর প্রতি অনুবিধি সহ পঠিত ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতার কাছে মর্টগেজ/চার্জ দেওয়া হয়েছে। যার গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল শিলিগুড়ি মেইন ব্রাঞ্চের বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে ১৩/১১/২০২৪ তারিখে যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে বকেয়া থাকা টাঃ১,০৭,০২,০৬৫.০০ (এক কোটি সাত লক্ষ দুই হাজার পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য ২০.০৯.২০২৪ তারিখে ১. মেঃ এডুকেশনাল বুক স্টোর্স (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী নরেন্দ্র রাই যিনি মিলন মন্দির রোডে, সুভাষপল্লিতে বসবাসরত শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৫, ২. নরেন্দ্র রাই সুখদেও রাইয়ের পুত্র (ঋণগ্রহীতা স্বত্বাধিকারী) পুষ্প প্রকাশনে অমল ঠাকুর সরণিতে বসবাসরত, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি (এম কর্প) দার্জিলিং, পব-৭৩৪০০৪ এবং সাধারিক ভিলা সি-০৮০৮ উত্তরায়ণ টাউনশিপ মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০১০ এবং ৩ সুখদেও রাই, মহাবীর রাইয়ের পুত্র (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা) বঙ্কিম সরণি বাইলেন, ৪ দেশবন্ধুপাড়া, মহাশক্তি কালীবাড়ির কাছে শিলিগুড়ি (এম কর্প) জলপাইগুড়ি, পব-৭৩৪০০৪ থেকে বিক্রয় করা হবে।

নিম্নবর্ণিত পণনাকৃত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ার্থ আনা হয়েছে :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	০.০৭২৫ একর বা ৪ কাঠা ৬ ছটাক আয়তনের জমি এক এবং অবিভাজ্য অংশে (এখানে উল্লেখ করতে হবে যে ০.০৭২৫ একর এর মধ্যে থেকে ০.০৬৮৫ একর মিউটেটেড করা হয়েছে) সংশ্লিষ্ট এবং প্লট নং ৬০৫৫ ও ৬০৫৬ এর সঙ্গে যুক্ত, খতিয়ান নং ৩৬০১ ও ৩৬১৩, জেএলনং ১১০ (৮৮) তৌজি নং ৩ (Ja) হোল্ডিং নং ১৬৫/৩৫৩ ওয়ার্ড নং ২৯ এস এম সি-র অধীন মৌজা শিলিগুড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত, পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, থানা+ মহকুমা+এডিএসআরও -শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং অধিগৃহীত হয়েছে দ্রষ্টব্য দলিল নং I ৪২৫০ তাং ১১.১০.১৯৯৬ বুক নং ১ ভলুম নং ৭০'এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৫ থেকে ৩৫৬ এর মধ্যে রেকর্ডভুক্ত শ্রী সুখদেও রাইয়ের নামে উত্তর - ৬' চওড়া রাস্তা এবং তারপর শ্রী বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের বাড়ি ও জমি, দক্ষিণে শ্রী অজিত সরকার ও শ্রী অমিত সরকারের জমি ও বাড়ি। পূর্ব- শ্রী শ্যামল ঘোষ ও শ্রীমতী জয়ন্তী ঘোষের জমি ও বাড়ি, পশ্চিম ড্রেন সহ ২০ ফিট চওড়া এসএমসি রোড।
সম্পত্তির উপর ঝামেলা	জানা নেই
সংরক্ষিত মূল্য	টাঃ ১, ২০, ১৭, ৪১৬ (এক কোটি কুড়ি লক্ষ সতেরো হাজার চারশত এবং ষোলো টাকা মাত্র)
ইএমডি পরিমাণ	টাঃ ১২,০১,৭৪২ (বারো লক্ষ এক হাজার সাতশত এবং বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ৫০,০০০,০০ (টাকা পঞ্চাশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৩/১১/২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তির আইডি নম্বর	IDIB 30014849911

দরদাতাদের অনলাইন দরে অংশগ্রহণ করার জন্য আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লি এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২২০২২০ এতে ফোন করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য ইমেল করুন support.ebkray@psballiance.com।

সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এবং এই পোর্টাল সংক্রান্ত ব্যাখ্যার জন্য অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt. Ltd'এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন

দরদাতাদের সম্পত্তির খোঁজ করার জন্য প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হবে।

তারিখ : ২৬.০৯.২০২৪

স্থান : শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	প্রপার্টি অবস্থান	প্রপার্টির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র ঠাকুর, নোডাল অফিসার, মোবাইল নং- ৭০০৭৯৮৩৭৪৩
২) সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫

केनरा बैंक Canara Bank

A Govt. of India Undertaking

সিন্ডিকেট Syndicate

আঞ্চলিক কার্যালয়: শিলিগুড়ি

হোম ল্যান্ড বিজনেস সেন্টার, তৃতীয় তল, থার্ড মাইল সেবক রোড, পোস্ট- সালুগারা, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৪ ০০৮

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি তারিখ: ৩০.১০.২০২৪

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে, এখানে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকন্সট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী ২০০২ অনুযায়ী দখল নেওয়া হয়েছে এবং নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী অনলাইনে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে: নিম্নে উল্লেখ করা সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দর আহ্বান করা হচ্ছে :

ক্র. নং	ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) বাকির পরিমাণ (সাথে বাকি সুদ) খ) ধারা ১৩(২) অনুযায়ী দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ধারা ১৩(৪) অনুযায়ী দখলের বিজ্ঞপ্তি তারিখ	সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) শাখা এবং আঞ্চলিক অফিসের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের ব্যক্তি ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, শিলিগুড়ি এসএমই শাখা ইনফিনিটি স্কোয়ার, দ্বিতীয় তল, ২ মাইল, সেবক রোড, লেক টাউন পোস্ট, পিন- ৭৩৪৪০১। খ) মেসার্স ভবানী ট্রেডার্স, [illegible]	ক) ৩৬,৩৯,২৮৫.১৩ টাকা (সাথে ০১.০৯.২০২১ থেকে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ এবং খরচসমূহ) খ) ১৪.০৯.২০২১ গ) ০৮.০৩.২০২২	জমির সমস্ত অংশের পরিমাপ প্রায় ৩.৫ শতক, এল আর প্লট নং- ৫৪৬ এবং জমির পরিমাপ প্রায় ৩.৬ শতক যার এলআর প্লট নং ৫৪৭, আরএস প্লট নং ১৩৬- এর সাথে সম্পর্কিত, মোট জমির পরিমাপ ৭.১ শতক অথবা ৪ কাঠা ৫ ছটাক ভবন সহ [illegible]	ক) ২৫.৫৩ লক্ষ টাকা খ) ২.৫৫ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: শিলিগুড়ি [illegible]
২.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, শিলিগুড়ি মেন শাখা [illegible] খ) মিসেস করুণা চৌধুরী [illegible]	ক) ১১,২২,৮৬০.৮৬ টাকা [illegible] খ) ১৭.০৮.২০২২ গ) ০৩.১২.২০২২	[illegible]	ক) ৩.৩২ লক্ষ টাকা খ) ০.৩৩ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা [illegible]
৩.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, জলপাইগুড়ি দিনা বাজার শাখা [illegible] খ) মেসার্স মোবাইল গ্যালারি, স্বত্বাধিকারী: মিনা রায় [illegible]	ক) ২৫,১০,৩৯৭.৪৪ টাকা [illegible] খ) ২৭.০৬.২০২৪ গ) ২০.০৯.২০২৪	[illegible]	ক) ২৪.০০ লক্ষ টাকা খ) ২.৪০ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা [illegible]

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ৩০.১০.২০২৪ সকাল ১১:৩০ থেকে দুপুর ১:৩০ পর্যন্ত। ইএমডি গ্রহণ করার শেষ তারিখ: ২৮.১০.২০২৪, বিকেল ৫:০০ পর্যন্ত

—ঃ নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ—

[illegible]

৯. স্ট্যাম্প ডিউটি রেজিস্ট্রেশন চার্জ স্থায়ী বাকি / রেট / কর রেজিস্ট্রেশন ফি / অন্যান্য খরচ / সরকারি বাকি / কোনও ব্যক্তির কাছে বাকি ইত্যাদি সমস্ত খরচগুলি শুধুমাত্র সফল দরদাতা / ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

১০. উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাদের জন্যও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি যাতে তাঁরা সম্পত্তির নিলাম এবং বিক্রি রোধ করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের উপরে দেওয়া তারিখ এবং সময়ের আগে বাকি থাকা টাকা সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিতে হবে।

১১. ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উপরে উল্লিখিত বাকি এবং এখনও পর্যন্ত সুদ ই-নিলামের তারিখের আগে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য, অন্যথায় তাঁদের সম্পত্তি বাকি মেটানোর জন্য নিলাম/ বিক্রি হবে।

১২. ব্যাঙ্কের যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব বা দর গ্রহণ/ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা রয়েছে।

১৩. বাকি সমস্ত তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ www.canarabank.com।

তারিখ: ২৭.০৯.২০২৪/ স্থান: শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক/ কানাড়া ব্যাঙ্ক

স্বপ্ন যদি হয় সাংবাদিকতা হাতেখড়ির সুযোগ দিচ্ছে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

যদি বাংলায় সাবলীলভাবে লিখতে পারেন, রাজ্য থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কী ঘটছে তার খোঁজখবর রাখেন এবং সমাজের জন্য কিছু করে দেখাতে চান, তাহলে হয়তো আপনারই অপেক্ষায় রয়েছি আমরা।

পদের নাম : শিক্ষানবিশ সাংবাদিক

ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক। বয়স অনূর্ধ্ব ৩০। কাজের সময় বিকেল ৪টা - রাত ১২টা। কর্মস্থল শিলিগুড়ি।

- হাতেকলমে কাজ শেখার সুযোগ
- শিক্ষানবিশ পর্বে ভালো স্টাইপেন্ড
- শিলিগুড়ির বাইরের প্রার্থীদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা

রবিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল এগারোটায় আবেদনপত্র সহ সরাসরি চলে আসুন শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ সংবাদের বাগরাকোট অফিসে।

আজ টিভিতে

গুড মর্নিং আকাশে লতা মঙ্গেশকরের জন্মদিনের বিশেষ পর্বে থাকছেন **মধুরা ভট্টাচার্য**। সকাল ৭টায় **আকাশ আটে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ বাঘা যতীন, বিকেল ৪.২০ কী করে তোকে বলব, সন্ধ্যা ৭.৩০ জিও পাগলা, রাত ১০.৪৫ গুরু

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মৌচাক, দুপুর ২.০০ অঞ্জলি, বিকেল ৪.৩০ অগ্নিপথ, রাত ৮.০০ বাহাদুর, রাত ১১.০০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সাথী, দুপুর ১.০০ যুদ্ধ, বিকেল ৪.০০ চ্যালেঞ্জ, সন্ধ্যা ৭.০০ ফাইটার, রাত ১০.০০ কুরুক্ষেত্র

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কলঙ্কিনী বধূ, সন্ধ্যা ৭.৩০ তুফান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ চক্রান্ত

চ্যালেঞ্জ বিকেল ৪টায় কালার্স বাংলা সিনেমায়

মৌচাক দুপুর ১২টায় জি বাংলা সিনেমায়

হম দিল দে চুকে সনম দুপুর ২.৫৩ মিনিটে কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউডে

বাঘা যতীন দুপুর ১.৩০ মিনিটে জলসা মুভিজে

E-tenders are invited for :
1. Physiotherapy Equipment towards activity head Geriatric Care at DH Procurement of Equipment for NPHCE, Kalimpong district Hospital, CMOH Office, Kalimpong. (2nd Call) (Tender ID : 2024_HFW_757438_1) (Last Date : 21.10.2024) within 05:00 PM.

For details visit : **www.wbtenders.gov.in**

The CMOH Office, Kalimpong, Email : **cmohkalimpong1@gmail.com**

Sd/-
CMOH & member Secretary, DH & FW Samity, Kalimpong

LEASE NOTICE

Cooch Behar Debuttor Trust Board invite application for lease of stalls on rental basis for 10 years situated adjacent to Bairagi Dighi. The last date of application is 28-10-24 upto 3 P.M. For details of application see https://coochbehar.gov.in and for application form contact Debuttor Office at Madan Mohan Temple, Cooch Behar.

Secretary
Debuttor Trust Board

জ্যোতিষ

বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্যোতিষ আচার্য্য কল্যাণ শাস্ত্রী, (গোল্ড মেডেলিস্ট) প্রতি ইং ২২-৩১ হিলকার্ট রোড শিলিগুড়ি, ১-৫ মালবাজার রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্সে বসছেন। Ph-7719371978.

কিডনি চাই

A+ ব্লাড গ্রুপ, বয়স 40-এর মধ্যে। পুরুষ/মহিলা অতি সত্বর - যোগাযোগ করুন। Ph. no. 8167877394. (C/112768)

বিক্রয়

সারদাপল্লি, শিবমন্দির মোট 1615 sq.ft. (1140 sq.ft.+475 sq.ft.)-এর তিন তলার দুইটি Flat শীঘ্রই বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ ঃ 9436478914. (C/112776)

অ্যাফিডেভিট

আমি Santosh Harijan S/o. Bachan Harijan, Vill- West Falakata আমার মেয়ের (নাম - Sulekha Harijan) জন্ম শংসাপত্রে ভুল থাকায় গত 26.9.24 তারিখে Coochbehar E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Sulekha Das এবং Sulekha Harijan একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলো। (B/S)

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর/ইএনজিজি./৩৮ অফ ২০২৪; তারিখ : ১৯-০৯-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : [illegible]

উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ১৬-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে সিগন্যালিং - এর কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ই এন-২০২৪-কে-১৫, তারিখ : ২৪-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। [illegible]

উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ১৬-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার মণ্ডলে সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. এন-২০২৪-কে-১৭ তারিখঃ ২৪-০৯-২০২৪। [illegible]

উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ১৬-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/০৯_২০২৪/কে/৭৮৫, তারিখ: ২৫-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ০৯_২০২৪, কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে ১-০৩ বছর সময়ের জন্য যাত্রা শুরু থেকে গন্তব্য পর্যন্ত এবং ঘুরে আসা পর্যন্ত ভিভি সেটের একটি এসকর্টিং ও অপারেশন সহ পাওয়ার কারে ডিজেল ইঞ্জিন এবং এর অল্টারনেটর-এর নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের [illegible]

টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ১৬-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা থাকবে ১৬-১০-২০২৪ তারিখে ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ১৬-১০-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি), কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯১৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

বান্দ্রা টার্মিনাস (মুম্বাই) ও মালদা টাউনের মধ্যে স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন দুর্গাপুজো, দীপাবলী ও ছট উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৯০২৭/০৯০২৮ বান্দ্রা টার্মিনাস (মুম্বাই)-মালদা টাউন-বান্দ্রা টার্মিনাস (মুম্বাই) স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, চলাচলের দিন, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী চলবে:—

বান্দ্রা (টি)-মালদা টাউন			০৯০২৭ ০৯০২৮	মালদা টাউন-বান্দ্রা (টি)		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
বুধ	-	১১.০০	↓ বান্দ্রা (টি)	১৮.১৫	-	সোম
বৃহস্পতি	১৪.০৫	১৪.১৫	কানপুর সেন্ট্রাল	১৭.৫০	১৮.০০	রবি
শুক্র	১১.৩২	১১.৩৭	জামালপুর	০০.১৫	০০.২০	
	১২.৩৫	১২.৪৫	ভাগলপুর	২২.৩০	২২.৪০	শনি
	১৩.৫৫	১৪.০০	সাহেবগঞ্জ	১৯.৪০	১৯.৪৫	
	১৬.৩০	-	মালদা টাউন ↑	-	১৭.৩০	

ট্রেনটি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে বরিভলি, বাপি, সুরাট, ভারুচ, ভদোদরা জংশন, গোধরা, রতলম জংশন, কোটা জংশন, সোওয়াই মাধোপুর, গঙ্গাপুর সিটি, বয়ানা জংশন, আগ্রা ফোর্ট, টুন্ডলা, ইটাওয়া, ঐশবাগ, বরাবাঁকি জংশন, গোণ্ডা জংশন, বস্তী, গোরখপুর, নরকটিয়াগঞ্জ, বাপুধাম মোতিহারী, মুজফফরপুর, সমস্তিপুর জংশন, বারাউনি জংশন, কিউল, অভয়পুর, সুলতানগঞ্জ, কহলগাঁও, বারহারওয়া ও নিউ ফরাক্কা স্টেশনেও থামবে। চলাচলের তারিখ ও দিন : ০৯০২৭ বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে : ২, ৯, ১৬, ২৩, ৩০.১০.২০২৪, ৬, ১৩, ২০ ও ২৭.১১.২০২৪ তারিখ (বুধবার) = ৯ ট্রিপ এবং ০৯০২৮ মালদা টাউন থেকে : ৫, ১২, ১৯, ২৬.১০.২০২৪, ২, ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০.১১.২০২৪ তারিখ (শনিবার) = ৯ ট্রিপ। গঠন: এসি ৩-টিয়ার - ২, স্লিপার - ১২, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) - ৪, এসএলআরডি - ২ = ২০ কোচ। ক্যাটাগরি : মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও মূল্যবান দ্রব্য চুরি যেতে পারে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখে রাখুন। বিতর্কে জড়াবেন না। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে মতান্তর অস্বস্তি দেবে। দীর্ঘদিনের কোনও সমস্যা কাটবে। ভাইয়ের কৃতিত্বে গর্ব। মিথুন : কোনও কারণে মানসিক ক্ষোভ। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। বাবার পরামর্শে সমস্যা কাটবে। কর্কট : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। পাওনা আদায়ে স্বস্তি। মায়ের শরীর নিয়ে ভোগান্তি। সিংহ : দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হবে আজ। বাবার সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। প্রেমের সমস্যা কাটবে। কন্যা : হঠাৎ কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তি। তুলা : প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় ভুল বুঝে অশান্তি। আপনার ভুল স্বীকার করে নিন। বৃশ্চিক : সামান্য কারণে প্রিয়জনের সঙ্গে বিবাদ। নিজের সাহসী সিদ্ধান্তে সমস্যাকে কাটাতে পারবেন। ধনু : ব্যবসায়ীদের শুভ। বাড়ির কোনও সদস্যের শরীরের জন্য অর্থব্যয়। চিকিৎসায় সুফল মিলবে। মকর : বাতজ বেদনায় কষ্ট। বিদেশে বাসরত প্রিয়জনের সুসংবাদে স্বস্তি। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। কুম্ভ : কোনও কারণে সংসারে অশান্তি। সন্ধের পর বাড়িতে আনন্দ। মীন : কোনও নতুন সম্পর্কে জড়াতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীরা মাথাচাড়া দেবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১১ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ৬ আশ্বিন, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১১ আহিন, সংবৎ ১১ আশ্বিন বদি, ২৪ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৩০, অঃ ৫।২৬। শনিবার, একাদশী অপরাহ্ন ৪।৫৫। অশ্লেষানক্ষত্র অহোরাত্র। সিদ্ধযোগ রাত্রি ৩।২৯। বালবকরণ অপরাহ্ন ৪।৫৫ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৫।২৪ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, অপরাহ্ন ৪।৫৫ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, অপরাহ্ন ৪।৫৫ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৭।১০ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।২৭ মধ্যে ও ৩।৫৭ গতে ৫।২৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫৭ মধ্যে ও ৪।০ গতে ৫।৩১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৩ মধ্যে ৭।৯ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ২।৫০ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।২৬ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৭ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুজোর সেরা সাজ
STYLE BAAZAR
পুজোয় এবার আমিই শোস্টপার
পুজোর ফ্যাশন ₹199 থেকে শুরু
ডবল বেডশীট মাত্র ₹99
₹2499 শপিং করলে ডবল বেডশীট (MRP ₹999) পাবেন মাত্র 99 টাকায়
ডিনার সেট মাত্র ₹199
₹4999 শপিং করলে ডিনার সেট (MRP ₹1499) পাবেন মাত্র 199 টাকায়
ডবল বেডশীট ও ডিনার সেট মাত্র ₹199
₹7999 শপিং করলে ডবল বেডশীট এবং ডিনার সেট (MRP ₹999 & ₹1499) পাবেন মাত্র 199 টাকায়
হার্ড ট্রলি মাত্র ₹99
₹14999 শপিং করলে হার্ড ট্রলি (MRP ₹11000) পাবেন মাত্র 99 টাকায়
Helpline: 7044419090
মেন্সওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার
Brands Available
FOR MEN
FOR LADIES
FOR KIDS
FOR HOME
5% EXTRA CASHBACK
SBI card
#Min. Trxn.: ₹2,000; Max. Cashback: ₹500 per card account.
Validity: 01 Sep - 12 Oct 2024. T&C Apply.
Scan the QR Code for STYLISH PUJO COLLECTION
শুভ উদ্বোধন: মেট্রো সিনেমা হল ও রামরাজাতলা, 29 সেপ্টেম্বর। ঠাকুরপুকুর, 2 অক্টোবর। আমরা এখন : জলপাইগুড়ি, গাজোল ও হাতিবাগান
উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। চাঁচল। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধূপগুড়ী। পাকুয়াহাট। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা। রতুয়া। রায়গঞ্জ দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা। আরামবাগ
ইলামবাজার। উলুবেড়িয়া। এগরা। কলকাতা (অ্যাক্রিস মল • গড়িয়াহাট • মেটিয়াবুরুজ • বাগুইআটি VIP রোড • জেমস লং সরনী)। করিমপুর। কাঁচরাপাড়া। কাঁথি। কাটোয়া। কৃষ্ণনগর। কাকদ্বীপ
চুঁচুড়া। চাকদহ। ডানকুনি। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বাঁকুড়। বনগাঁও। বারুইপুর। বোলপুর। বসিরহাট। বহরমপুর। বাগনান। মালঞ্চ। মেমারী। রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট
শ্রীরামপুর। সালকিয়া। সিউড়ী। সোদপুর। সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। হাওড়া ময়দান। হাবড়া

পদ্মার মহার্ঘ ইলিশে আগ্রহ কম শিলিগুড়ির

বয়কটের ডাক ব্যবসায়ীদের একাংশের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : ওপার বাংলা থেকে পাইকারি বাজারে ইলিশ এল বটে, কিন্তু শিলিগুড়ির খুচরো বাজারে তার দেখা মিলল না। 'মহার্ঘ' রুপোলি শস্য কিনতে আগ্রহ দেখালেন না খুচরো বিক্রেতারাই। 'এত দামে কে কিনবে?', সবার মনেই এক আশঙ্কা। তাই ঝরঝর বাদল দিনে খিচুড়ির সঙ্গে পদ্মার ইলিশভাজা আর পাতে পড়ল না শিলিগুড়িবাসীর।

শুক্রবার শহরের কোনও বাজার ঘুরেই পদ্মার 'তাজা ইলিশ' খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে, তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশের ইলিশ নিয়ে শহরবাসীর তেমন উৎসাহও চোখে পড়েনি। বরং দিঘা, শংকরপুর এবং মুম্বইয়ের ইলিশেই শহর মজে রয়েছে। অনেকেই বলছেন, কলকাতার বাজারে এদিন পদ্মার ইলিশ কেজি প্রতি ২,০০০ টাকার বেশি দরে বিক্রি হয়েছে। এখানে তো আরও বেশি দাম হবে। দাম কমলে দেখা যাবে।

শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে বাংলাদেশের ইলিশ।

> বৃহস্পতিবার যে ইলিশ ঢুকেছে, সেগুলিতে বরফের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে লবণ দেওয়া ছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশেই এই মাছ অন্তত পাঁচ-ছয়দিন আগে তোলা হয়েছে। এই মাছ ফ্রিজারে রাখলেও ভালো থাকবে না। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশের ইলিশ নিয়ে শহরবাসীর তেমন উৎসাহও চোখে পড়েনি।

এদিন হায়দরপাড়া বাজারে গিয়ে আবার কয়েকজন ব্যবসায়ীর মুখে বাংলাদেশের ইলিশ বয়কটের ডাক শোনা গিয়েছে। দু'-একজন উঁচু গলায় বলছিলেন, 'এবার আর বাংলাদেশের ইলিশ আমরা আনবই না।' তাঁদের কথা শুনে আবার বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন কয়েকজন বিক্রেতা। অর্থাৎ তাঁরা যে বয়কটের প্রসঙ্গে সহমত নন, তা স্পষ্ট।

শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারের ফিশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বাপি চৌধুরীর বক্তব্য, 'বাংলাদেশের ইলিশের দাম শুনেই খুচরো ব্যবসায়ীরা পিছিয়ে যাচ্ছেন। একেই তো টানা বৃষ্টিতে বাজারে মানুষের আনাগোনা কম, তার উপরে দাম অনেকটাই বেশি পড়ছে।'

রাজ্যের মৎস্য ব্যবসায়ীদের একটি সূত্রের খবর, এবার বাংলাদেশ থেকে তাজা ইলিশ আসার সম্ভাবনা নেই। বৃহস্পতিবার যে ইলিশ ঢুকেছে, সেগুলিতে বরফের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে লবণ দেওয়া ছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশেই এই মাছ অন্তত পাঁচ-ছয়দিন আগে তোলা হয়েছে। এই মাছ ফ্রিজারে রাখলেও ভালো থাকবে না। সেইজন্য ব্যবসায়ীরাও এবার বাংলাদেশের মাছ নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।

বৃহস্পতিবার সীমান্ত পেরিয়ে ওপার বাংলা থেকে প্রায় ৪০ টন রুপোলি ইলিশ এরাজ্যে ঢুকেছে। তার মধ্যে শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে শুক্রবার সকালে এক টন অর্থাৎ ১০ কুইন্টাল ইলিশ পৌঁছেছে। ইলিশের ওজন ৭৫০ গ্রাম থেকে শুরু করে ১২০০ গ্রাম পর্যন্ত। পাইকারি বাজারে এদিন এক কেজির বেশি ওজনের ইলিশের দাম ছিল ১৮০০ টাকা, এক কেজির কম ওজনের ইলিশ ১৬০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, এদিন সাড়ে চার কুইন্টালের মতো ইলিশ বিক্রি হয়েছে। গেটবাজার, বাগডোগরা, মাটিগাড়ায় ইলিশ গিয়েছে। শিলিগুড়ি শহরের ব্যবসায়ীরা তেমন কেনেননি।

ফলে চম্পাসারি সুপার মার্কেট থেকে শুরু করে হায়দরপাড়া বাজার, বিধান মার্কেট, সুভাষপল্লি-রথখোলা বাজারে ঘুরেও বাংলাদেশের ইলিশের দেখা মেলেনি। হায়দরপাড়ার মাছ ব্যবসায়ী সঞ্জয় বর্মন বললেন, 'আমরা ৯০০-১০০০ টাকা কেজিতে দিঘার ইলিশ বিক্রি করছি। বাংলাদেশের ইলিশের পাইকারি যা দাম তাতে বাজারে এনে ২২০০-২৩০০ টাকা কেজি হিসাবে বিক্রি করতে হবে। ক'জন কিনবে বলুন তো? তাই আমরা বাংলাদেশের ইলিশ আনছি না।'

চম্পাসারি সুপার মার্কেটের ব্যবসায়ী সুশান্ত মণ্ডলের কথায়, 'আমাদের বাজারে এত দামি মাছ বিক্রি করা কঠিন। টানা বৃষ্টিতে বাজারে লোক কম। এখানে দিঘা, মুম্বইয়ের কিছু ইলিশ বিক্রি হচ্ছে।'

তিন স্কুলে প্রায় একই কায়দায় চুরি

চেকবুক, বিল্ডিং প্ল্যান খোয়া গেল বয়েজ হাইস্কুলে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : উধাও হয়ে গিয়েছে বিল্ডিং এস্টিমেট প্ল্যান। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বেশ কিছু টেন্ডার এবং কোটেশন। এমনকি মিলছে না অ্যাকাউন্ট রেজিস্টারও। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে চুরির ঘটনায় এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসতে শুরু করেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ যদিও এব্যাপারে সংবাদমাধ্যমে কিছু বলতে চাইছে না। তবে শিলিগুড়ি থানায় তাদের দায়ের করা অভিযোগপত্রে ওইসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্তের বক্তব্য, 'চুরির ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করছে। তাই কিছু বলা ঠিক হবে না।' 'উধাও'-এর তালিকার প্রসঙ্গ তুলতেই প্রধান শিক্ষক বললেন, '১০৬ বছরের স্কুলে সমস্ত ফাইল পরীক্ষা করার পর বলা যাবে- কোনটা হারিয়েছে, কোনটা হারায়নি। যে জিনিসগুলোর উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো পরে আমরা পেয়েও যেতে পারি।'

বৃহস্পতিবার বৃষ্টিভেজা সকাল শুরু হতেই একের পর এক স্কুলে চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে থাকে। সেই তালিকা থাকা শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের অভিযোগপত্র দেখলে চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড়। কী কী চুরি গিয়েছে, তা নিয়ে অবশ্য প্রথম থেকেই রাখঢাক করার চেষ্টা করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। যদিও শেষপর্যন্ত উধাও হয়ে যাওয়া সামগ্রীর ব্যাপারে জানাজানি হতেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

বয়েজ হাইস্কুলের তরফে শিলিগুড়ি থানায় দায়ের করা অভিযোগপত্রে স্পষ্টভাবে লেখা, চুরির ঘটনা টের পাওয়ার পর থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস উধাও। মিলছে না বিল্ডিং এস্টিমেট প্ল্যান, কিছু টেন্ডার এবং কোটেশন। পাশাপাশি স্কুল রিকগনিশন মেমো, পোস্ট স্যাংশন মেমো ছাড়াও চেকবুক, বিভিন্ন বিল উধাও হয়ে গিয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ খুঁজে পাচ্ছে না অ্যাকাউন্ট রেজিস্টারও।

বৃহস্পতিবার সকালে এসে স্কুল কর্তৃপক্ষ দেখে, প্রধান শিক্ষকের কক্ষ ছাড়াও পাশের অফিসরুমের দরজা ভেঙে সেখানে থাকা আলমারি খোলা হয়েছে। ওইদিন সকালে যে তিনটি স্কুলে চুরির ঘটনা ঘটেছে, সবক্ষেত্রেই একধরনের ছবি নজরে পড়ে। আলমারি কিংবা লকার খুলেছে কেউ বা কারা। ছড়ানো ছিটানো কাগজপত্র, ফাইল। শহরে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি একটা গ্যাং-ই শিলিগুড়ি বয়েজ, শিলিগুড়ি বয়েজ প্রাইমারি ও নেতাজি গার্লস হাইস্কুলে চুরির নেপথ্যে? তাদের উদ্দেশ্যটাই বা কী?

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে কিছু কাগজপত্র চুরি গিয়েছে। স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্কও চুরি হয়েছে। সবটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

কী 'উধাও'

- বিল্ডিং এস্টিমেট প্ল্যান
- বেশ কিছু টেন্ডার ও কোটেশন
- অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার
- স্কুল রিকগনিশন মেমো
- পোস্ট স্যাংশন মেমো
- চেকবুক, একাধিক বিল

লুকোচুরি

- স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই রাখঢাক করতে চাইছে
- শিলিগুড়ি থানায় দায়ের অভিযোগপত্রে 'উধাও'য়ের তালিকা লম্বা
- প্রধান শিক্ষকের দাবি, পরীক্ষা না করলে কী চুরি গিয়েছে, তা বলা মুশকিল
- চুরি হয়েছে স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্কও

অরুণ, পৃথ্বীশের নাম নিয়ে জল্পনা

নকশালবাড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : পদ এক, দাবিদার অনেক। নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পদ নিয়ে জলঘোলা চলছেই। ভোটের ফল প্রকাশের পাঁচদিন পেরিয়ে গেলেও নকশালবাড়িতে ব্যবসায়ী সমিতির নতুন কমিটি গঠন করতে পারেনি তৃণমূল কংগ্রেস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নকশালবাড়িতে ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পদে নয়জনের নাম উঠে আসছে। তাঁরা প্রায় সকলেই পদে বসতে ভীষণ তৎপর। রীতিমতো দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন।

গত রবিবার নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির ভোটের ফল বেরোলে দেখা যায়, তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্যানেলের ১৯ জন সদস্য রেকর্ড ভোটে জয়লাভ করেন। বিরোধী প্যানেলের মাত্র ছয়জন জয়ী হন। সবমিলিয়ে ২৫ জয়ী সদস্যকে নিয়ে আগামী তিন বছরের জন্য নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির নতুন কমিটি গঠন করা হবে। এঁদের মধ্যে সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হবে একজনকে। এই পদে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, তৃণমূলের নকশালবাড়ির ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ

ব্যবসায়ী সমিতির কমিটি গঠন আটকে

রায়, নেতা নরেন্দ্র প্রসাদ, তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অজয় ওরাওঁ এবং সানি ঘোষ, শাসকদলের নকশালবাড়ি অঞ্চল সভাপতি বিদ্যুৎ দাস, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বিরাজ সরকার, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ ও মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষের নাম নিয়ে জল্পনা চলছে।

যদিও সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ নিজে পদে বসতে চাইছেন না। বরং অন্য নেতাকে দায়িত্বে এনে তিন বছরের জন্য ব্যবসায়ী সমিতির কমিটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। কারণ, এই কমিটির মেয়াদ শেষ হতে না হতেই মহকুমা পরিষদ এবং বিধানসভা নির্বাচন। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করে, সেসময় ব্যবসায়ী মহলে দলের নেতাদের প্রভাব থাকলে ভোটে জয়ের রাস্তা সহজ হবে।

সম্ভাব্য সভাপতির তালিকায় অরুণ ঘোষের পরেই রয়েছে দলের ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায়ের নাম। এছাড়া নরেন্দ্র প্রসাদকে নিয়ে আলোচনা হলেও আরএসএসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওই নেতার উপস্থিতি দেখে জোড়াফুল শিবিরের অন্দরে মতভেদ স্পষ্ট। মনে করা হচ্ছে, ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পদে পৃথ্বীশকে বসিয়ে পর্দার পেছনে থাকবেন অরুণ। সমস্ত কিছু পরিচালনাও করবেন তিনি। যদিও এ প্রসঙ্গে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি বলেছেন, 'পদের দাবিদার অনেকে। আমরা রবিবারের মধ্যে কমিটি গঠন করে সভাপতির নাম ঘোষণা করব।'

দূরে আবছা ট্রেন। রেলপথ ধরে ছাতা মাথায় হাঁটছেন একজন। শুক্রবার মহাবীরস্থানে। ছবি : অরিন্দম চন্দ

তৃতীয় বোনাস বৈঠকও নিষ্ফলা, ফের রবিবার

২০ শতাংশ চেয়ে 'এক' সব ঝান্ডা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : রাজনৈতিক মতভেদ দূরে সরিয়ে ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে এককাট্টা হল পাহাড়। তবে মালিকপক্ষ দাবিমতো বোনাস দিতে রাজি না হওয়ায় শুক্রবার তৃতীয় ত্রিপাক্ষিক বৈঠকেও মিলল না সমাধানসূত্র। ফের রবিবার বৈঠক ডেকেছে শ্রম দপ্তর। এদিকে, পুজোর আগে হাতে মাত্র কয়েকটা দিন। এখনও পাহাড়ের চা বাগানের বোনাস রফা না হওয়ায় শ্রমিক মহলে তীব্র অসন্তোষ দেখা গিয়েছে।

পাহাড়ের ৮৭টি বাগানের শ্রমিকদের পুজো বোনাস নিয়ে ২ সেপ্টেম্বর দার্জিলিংয়ে মালিক এবং শ্রমিকপক্ষের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। সেখানে সমাধানসূত্র না মেলায় ২০ সেপ্টেম্বর ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকে শ্রম দপ্তর। শিলিগুড়ির দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে আলোচনায় বসেন সকলে। সেখানে মালিকপক্ষ ১০ শতাংশ হারে বোনাস দিতে রাজি হয়েছিল। যদিও শ্রমিক সংগঠনগুলি ২০ শতাংশ হারের দাবিতে অনড় থাকে। দীর্ঘ আলোচনার পরেও এই দু'পক্ষ নিজেদের অবস্থান না বদলানোয় ভেস্তে যায় বৈঠকটি।

২৪ সেপ্টেম্বর ফের বৈঠক বসে। সেখানে মালিকপক্ষ ১২ শতাংশ পর্যন্ত দিতে রাজি ছিল। ফলে সেটাও ফলপ্রসূ হয়নি। শুক্রবার শ্রমিক ভবনে বসে তৃতীয় ত্রিপাক্ষিক বৈঠক। মালিক এবং শ্রমিকদের নিয়ে শ্রম দপ্তর যখন ভেতরে আলোচনা করছে, বাইরে তখন বৃষ্টি। সেই পরিস্থিতিতেও পাহাড়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের ভিড় থিকথিক করছিল। নীরজ জিম্বা থেকে অজয় এডওয়ার্ড, এসপি শর্মা থেকে দার্জিলিং পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান রীতেশ পোর্টেল সহ একাধিক হেভিওয়েটকে এদিন শ্রমিক ভবনের বাইরে দেখা গিয়েছে।

বৃষ্টি মাথায় শ্রমিক ভবনের গেটে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম), হামরো পার্টি, জিএনএলএফ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক সংগঠনের ঝান্ডা হাতে নেতা-কর্মী-সমর্থকরা স্লোগান তুলছিলেন মুহুর্মুহু। সেখানে দাঁড়িয়ে 'এদিনও জট কাটল না। মালিকরা আগের দিনের ১২ শতাংশ থেকে এক শতাংশ বেড়ে এদিন ১৩ শতাংশে উঠেছেন। কিন্তু আমাদের সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের একটাই দাবি, ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিতে হবে।' বলছিলেন, 'গত বছর ১৯ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হয়েছিল, এবার তো পাহাড়ের চায়ের পরিস্থিতি এতটা খারাপ হয়নি যে, গতবারের তুলনায় কম বোনাস নিতে হবে। রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও বোনাস নিয়ে আমরা সব রাজনৈতিক দল এককাট্টা।'

শ্রমিক ভবনে বোনাস বৈঠক চলাকালীন বাইরে বিক্ষোভ। শুক্রবার।

অনীত থাপার বিজিপিএমের মুখপাত্র এসপি শর্মা বলেছেন, 'পুজো এসে গেল। তবুও মালিকপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের জেরে বোনাস নিষ্পত্তি হল না। রবিবার পুনরায় বৈঠক হবে বলে জানানো হয়েছে। কবে রফা হবে, কবে শ্রমিকরা বোনাস হাতে পাবেন, কবে পুজোর বাজার করবেন? আরও আগেই বোনাস চুক্তি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।'

দার্জিলিংয়ের প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান হামরো পার্টির রীতেশ পোর্টেল দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত শ্রমিক ভবনে ছিলেন। তাঁর কথায়,

সিটুর দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক এবং হিল তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন লেবার ইউনিয়নের সম্পাদক জেবি তামাংয়ের ব্যাখ্যায়, 'মালিকরা ১৩ শতাংশের বেশি হারে বোনাস দিতে পারবেন না বলেছে। আমরাও ২০ শতাংশের কম নেব না বলে জানিয়ে দিয়েছি। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা বৈঠক চলার পর ভেস্তে গিয়েছে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, রবিবার বোনাস নিষ্পত্তি করতে হবে, নয়তো আরও বড় আন্দোলন হবে।

শ্মশানে লোহার কাঠামো চুরি

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : গত কয়েক মাসে ফুলবাড়িতে একাধিক চুরির অভিযোগ উঠেছে। এবার শ্মশান থেকে লোহার কাঠামো খুলে নিয়ে গেল চোরের দল। ঘটনাটি ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীজোতের পুঁটিমারির।

পুঁটিমারি ক্যানালের কয়েকশো মিটার দূর দিয়ে বয়ে গিয়েছে গুন্ডাখাওয়া নদী। লক্ষ্মীজোত এলাকায় সেই নদীর পাড়ে শ্মশানটি। আগে এখানেই মৃতদেহ দাহ করতে আসতেন আশপাশের বাসিন্দারা। সাহুডাঙ্গি বৈতরণি শ্মশানঘাট নির্মাণের পর অবশ্য এর ব্যবহার কমে গিয়েছিল। তবে নানা কারণে প্রায় এক বছর ধরে 'বৈতরণি' বন্ধ থাকায় ফের ব্যবহার বেড়েছে।

এই শ্মশানের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি দীর্ঘদিনের। সেইমতো বছর তিনেক আগে উদ্যোগ নেয় শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। মৃতদেহ দাহ করার জন্য লোহার কাঠামো তৈরি করা হয় এসজেডিএ'র আর্থিক বরাদ্দে। যদিও প্রাচীর, শ্মশান এবং সেখানে যাতায়াতের রাস্তায় পথবাতির দাবি অপূর্ণই থেকে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে কেউ বা কারা শ্মশান থেকে ওই কাঠামো খুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। সকালে কিছু অংশ নদীতে পড়েও থাকতে দেখা যায়। এলাকাবাসী মতিন রায় বলছেন, 'বাসিন্দাদের দাবি মেনে আমি প্রায় দেড় বিঘা জমি শ্মশান তৈরির জন্য দান করেছিলাম। সরকারিভাবে পরিকাঠামো উন্নয়ন করা গেলে ভালো হত। শুক্রবার সকালে চুরির বিষয়টি টের পাই। পুলিশকে জানাব।' এই এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কিশোর রায়। তাঁর বক্তব্য, 'মাঝেমধ্যে এখানে ছোটখাটো চুরির ঘটনা ঘটছে। টহলদারি বাড়াতে বলব।'

সংঘর্ষে জখম

খড়িবাড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : খড়িবাড়ির হাতিডুবা এলাকায় আমবাড়ি-নকশালবাড়ি রাজ্য সড়কে টোটো ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে টোটোচালক ও একজন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহত কৃষ্ণদয়াল সিংহ এবং বৃষ্টি বর্মন দুজনেই বুড়াগঞ্জের চরনাজোতের বাসিন্দা। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে রাঙ্গালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বাগডোগরার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের। পিকআপ ভ্যানচালককে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

অনুদান বিলি

নকশালবাড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত ৩৮টি ক্লাবকে দুর্গাপুজোর সরকারি অনুদানের চেক বিতরণ করা হল। নকশালবাড়ি থানা চত্বরে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ ওই চেকগুলি বিভিন্ন পুজো কমিটির হাতে তুলে দেন।

থমকে প্যান্ডেল বানানো

চোপড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর : টানা বৃষ্টিতে মাঠে জল জমার কারণে কাজ থমকে পড়েছে সদর চোপড়ায় একাধিক পুজো প্যান্ডেলে। নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায়, সামান্য বৃষ্টিতেই চোপড়া থানার সামনের মাঠে জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই মাঠে চোপড়া থানাপাড়া সর্বজনীন পুজো কমিটির বিগ বাজেটের প্যান্ডেলের কাজ চলছে। টানা বৃষ্টিতে মাঠে জল দাঁড়িয়ে থাকায় ব্যাহত হচ্ছে প্যান্ডেল তৈরির কাজ।

পুজো পরিচালন কমিটির সম্পাদক কৌশিক পাল বলেন, 'মাঠে জল জমার কারণে দু'দিন ধরে শিল্পীরা বসে রয়েছেন। নিকাশি সংক্রান্ত ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন থেকে কোনওরকম উদ্যোগ না নেওয়ায় খুব সমস্যা হচ্ছে। প্রয়োজনে আমাদেরই পাম্পসেট লাগিয়ে জল বের করার ব্যবস্থা করতে হবে।' চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমানের বক্তব্য, 'টানা বৃষ্টিতে একাধিক পুজো কমিটি সমস্যায়। আবহাওয়ার পরিবর্তন না হলে জমা জল বের করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলা হাইস্কুলে কয়েকজন স্কুল ছাত্রীর সঙ্গে খারাপ আচরণের অভিযোগ ওঠে দুই সাফাইকর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনার পর ওই দিনই পঞ্চম শ্রেণির এক পড়ুয়ার পরিবার ও স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেদিন বিকেলে ফুলবাড়ির বাসিন্দা খইরুল ইসলাম ও মহম্মদ তাহিজুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

কেনাকাটায় মহিলাদের নিরাপত্তায় নজর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি শহরের শপিং মলগুলিতে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে একাধিকবার নানান প্রশ্ন উঠেছে। এরই মধ্যে পুজোর বাজারে শপিং মলগুলিতে ইতিমধ্যেই ভিড় জমতে শুরু করছে। পুজোর মরশুমে মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টি যে পুলিশ-প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে, সেটা নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না।

তাই পুজোর আগে শপিং মলগুলির নিরাপত্তায় বিশেষ নজর রাখতে চাইছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পশ্চিম) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'ভিড় জায়গাগুলোতে পুলিশ মোতায়েন থাকছে। মহিলাদের নিরাপত্তায় পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান, উইনার্স টিমও প্রস্তুত রয়েছে।'

পুজোর কেনাকাটার মরশুমে শপিং মলের নিরাপত্তা নিয়ে বাড়তি সচেতন শহরের শপিং মলগুলির কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে মাটিগাড়ার একটি শপিং মলের দায়িত্বে থাকা যোগেশ প্রধানের বক্তব্য, 'আমাদের মহিলা নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। এছাড়া কোনও ধরনের সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হবে।'

আরজি কর ঘটনার পর থেকে আন্দোলন চলার সময়েও শহরের শপিং মলে একাধিক শ্লীলতাহানির ঘটনা সামনে এসেছে। যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময় পুলিশ প্রশাসনকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পুজোর সময় মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষভাবে সজাগ থাকতে চাইছে প্রশাসন।

সেবক রোডের একটি শপিং মলের জেনারেল ম্যানেজার হিমাংকর সেন শর্মার কথায়, 'আমাদের শপিং মলে সিসিটিভির ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া মহিলা নিরাপত্তারক্ষীও রয়েছেন। তাই সেরকম কোনও সমস্যা হবে না।'

তবে শুধু শপিং মলগুলিই নয়, বাজারগুলিতেও প্রচুর ভিড় হওয়ায় নিরাপত্তা নিয়ে নজর রাখতে চাইছে বাজার কমিটিগুলিও। বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য অসিত দে বললেন, 'বাজারে আসা ক্রেতাদের যদি কোনও ধরনের সমস্যা হয়, তাহলে আমরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য মাইকিংয়ের মাধ্যমে অনুরোধ করছি। তাছাড়া পুলিশ প্রশাসন তো রয়েইছে।'

একই বক্তব্য বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরির। তাঁর কথায়, 'এখন আমাদের অধিকাংশ বাজারেই সিসিটিভি রয়েছে। তাছাড়া মাইকিং করে বলা হয়েছে, কোনও ধরনের সমস্যায় পড়লে ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে।' সবমিলিয়ে, পুজোর শপিংকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে নজর রাখতে চাইছে পুলিশ-প্রশাসন থেকে বাজার কমিটি ও শপিং মলগুলি।

সজাগ সবাই

- ভিড় জায়গাগুলোতে মোতায়েন থাকছে পুলিশ
- মহিলাদের নিরাপত্তায় প্রস্তুত পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান, উইনার্স টিম
- আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় নিরাপত্তায় নজর দিতে চাইছে বাজার কমিটিগুলি
- শপিং মলের নিরাপত্তা নিয়ে বাড়তি সচেতন শহরের মলগুলির কর্তৃপক্ষ

রংদার রোববার

শরত-আলোর কমলবনে

শরৎ এলেই বাঙালির সবচেয়ে আনন্দ। আকাশ এবং মেঘ বলে দেয়, শরৎ এসেছে অতিথি হয়ে। এবারের প্রচ্ছদে শরৎ নিয়ে তিনটি লেখা। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ এবং কলকাতার শরতের ছবি ঠিক কেমন, তারই খোঁজ তিনটি লেখায়।

প্রচ্ছদ কাহিনী : তাপস সিংহ, অনিন্দিতা গুপ্ত রায় ও রেহান কৌশিক

গল্প : বিতস্তা ঘোষাল ও সুমন মল্লিক

কবিতা : মানসী কবিরাজ, নীলাদ্রি দেব, সুনন্দ অধিকারী, মহুয়া রুদ্র, বিদ্যুৎ রাজগুরু, প্রশান্ত দেবনাথ ও অসীমকুমার দাস

পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

হাথরসের স্কুলে শিশুবলি

লখনউ, ২৭ সেপ্টেম্বর : উত্তরপ্রদেশের হাথরসের একটি স্কুলে কালো জাদুর বলি হল এক শিশু পড়ুয়া। মৃত শিশুর নাম কৃতার্থ (১১)। এই ঘটনায় ওই বেসরকারি স্কুলের মালিক, প্রিন্সিপাল সহ মোট ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

স্কুলের 'উন্নতিকল্পে' দ্বিতীয় শ্রেণির ওই পড়ুয়াকে 'বলি' দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ২৩ সেপ্টেম্বর স্কুলের হস্টেল থেকে ওই পড়ুয়াকে তুলে নিয়ে যান স্কুলেরই মালিক এবং তিন শিক্ষক সহ পাঁচজন। শিশুটি চিৎকার করতেই তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। শুধু তা-ই নয়, ওই পড়ুয়াকে খুন করার আগে তন্ত্রসাধনাও করা হয়। স্কুলের মালিকের বাবা তন্ত্রসাধনা করেন। তাঁর নির্দেশে স্কুলের উন্নতির জন্য গোপনে নরবলির আয়োজন করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুজোর মরশুমে ৬০০০ ট্রেন

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর : সামনেই দুর্গাপুজো, নবরাত্রি, দশেরা, দেওয়ালি, কালীপুজো...। উৎসবের মরশুমে বাড়তি যাত্রীর চাপ সামাল দিতে দেশজুড়ে প্রায় ৬ হাজার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রেল। গত বছর এই সময় ৪,৪২৯টি স্পেশাল ট্রেন চলেছিল। এবার সংখ্যাটা বেড়ে হচ্ছে ৫,৯৭৫। পাশাপাশি দূরপাল্লার ট্রেনগুলির কোচের সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। উৎসবের সময় যেসব ট্রেনের টিকিটের চাহিদা বেশি থাকে সেগুলিতে মোট ১০৮টি অসংরক্ষিত কামরা যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ভারতের পক্ষে ব্যাট ব্রিটেনের

নিউ ইয়র্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রসংঘের ভারতের স্থায়ী সদস্য পাওয়ার জন্য আওয়াজ তুলেছে আমেরিকা ও ফ্রান্সের। এবার ভারতের হয়ে ব্যাট ধরল ব্রিটেন।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণসভার ৭৯তম অধিবেশনে বৃহস্পতিবার বক্তব্য রাখার সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার বলেন, 'নিরাপত্তা পরিষদকে কাজ করার জন্য আরও বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক হতে হবে। পরিষদ যেন রাজনীতির জালে পঙ্গু হয়ে না যায়।' স্টার্মারের কথা, 'আমরা নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন আরও বেশি সংখ্যায় দেখতে চাই। ভারত, জাপান, জার্মানি, ব্রাজিলকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করা হোক। প্রতিনিধিরা আসুন আফ্রিকা মহাদেশ থেকেও।'

রাহুলের প্রশংসায় সইফ

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর : রাহুল গান্ধির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত বলিউড অভিনেতা সইফ আলি খান। একটি সাক্ষাৎকারে সইফ বলেছেন, রাহুল 'সৎ' ও 'সাহসী' রাজনীতিক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও রাহুল গান্ধির নামোল্লেখ করে তাঁদের মধ্যে কে সবথেকে সাহসী রাজনীতিক যিনি ভারতকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারেন, প্রশ্নটি রাখা হয়। সইফ একবাক্যে বলেন, 'আমি মনে করি তিনজনই সাহসী রাজনীতিবিদ। কিন্তু রাহুল গান্ধী যা করেছেন তা প্রশংসনীয়। একটা সময় রাহুলের বক্তব্য, কাজকর্মকে মানুষ ধর্তব্যের মধ্যে নিত না। কিন্তু পরিশ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে তিনি সেই জায়গা থেকে নিজের উত্তরণ ঘটিয়েছেন।'

পর্ন তারকার জাল পাসপোর্ট

মুম্বই, ২৭ সেপ্টেম্বর : জাল ভারতীয় পাসপোর্ট নিয়ে বহাল তবিয়তে মুম্বইয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন বাংলাদেশের পর্ন তারকা রিয়া ওরফে আরোহি বারদে। মুম্বই থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে উলহাসনগর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে মহারাষ্ট্রের হিল লাইন থানার পুলিশ।

সূত্রের খবর, একটি পাসপোর্ট জালিয়াতি তদন্তের সূত্র ধরে আদতে বাংলাদেশের নাগরিক রিয়া ও তাঁর ৪ সঙ্গীর খোঁজ পায় পুলিশ। দিন কয়েকের নজরদারির পর তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬-এর ১৪ (এ) ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। জাল পাসপোর্ট চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও ৪ জনের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

ইডি দপ্তরে হাজিরা

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : র‍্যাশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় তৎপর হল ইডি। শুক্রবার খাদ্যভবনের তিন আধিকারিককে নথি নিয়ে ইডি দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশ মোতাবেক ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন তাঁরা।

আর মাত্র কয়েকদিন পরেই মহালয়া। কুমোরটুলিতে হাজারো ব্যস্ততা। দুর্গামূর্তি তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। *ছবি-আবির চৌধুরী*

মহালয়ার দিন ধর্মতলায় মহামিছিল

নাগরিক কনভেনশনে লড়াই জারির ডাক

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : বুধবার মহালয়ার দিনই তিলোত্তমার বিচার চেয়ে মহামিছিলের ডাক দিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। দুপুরে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ওই মিছিলের পর হবে মহাসমাবেশ। তার আগে ২৯ সেপ্টেম্বর পাড়ায় পাড়ায় প্রতিবাদ কর্মসূচি 'পাড়ায় থাকছি একসাথে, উৎসবে নয় প্রতিবাদে'-র ডাক দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার এসএসকেএম হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে জুনিয়ার ডাক্তারদের ডাকা নাগরিক কনভেনশনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সমাবেশে রাজ্যের বিশিষ্ট ডাক্তার, সমাজসেবী, লেখক, শিল্পী, অভিনেতা প্রমুখ নির্যাতিতার সুবিচার না পাওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন। একইসঙ্গে আরজি কর হাসপাতাল চত্বরে নির্যাতিতার প্রতীকী মূর্তি রাখার প্রস্তাব রাখা হয় কনভেনশনে।

ঘটনার ৫০ তম দিনে সুবিচার নিয়ে নাগরিকসমাজের মতামত জানতেই এই কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। জুনিয়ার ডাক্তারদের হাসপাতালের স্তম্ভ বলে উল্লেখ করে এসএসকেএমের ডিরেক্টর মণিময় মুখোপাধ্যায় দাবি করেন, এই ঘটনার সঙ্গে যাঁরা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে যুক্ত তাঁদের সকলকে চিহ্নিত করা হোক। ডাক্তার তীর্থঙ্কর গুহঠাকুরতা বলেন, 'শিক্ষকদের বকুনি খেয়ে বড় হয়েছি। এখন শুনছি টাকা দিয়ে পাশ করা যায়।' হাসপাতালে 'থ্রেট কালচার'কে গুরুতর বিষয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। ডাক্তার দীপ্তেন্দ্র সরকার বলেন, 'আরজি করের ঘটনায় যুক্তদের নিয়ে আমাদের সন্দেহ মিথ্যা ছিল না। যাঁদের নিয়ে সন্দেহ ছিল, তাঁদেরই সিবিআই ডেকেছে।' তিনি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সিবিআইয়ের দেওয়া মুখবন্ধ খাম দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। ওই খামে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের নিয়ে যদি উনি কিছু বলতেন, তাহলে রাজ্যের ১০ কোটি মানুষের বিচলিত হওয়ার কারণ কিছুটা কমত।' সমাজকর্মী মীরাতুন নাহারের বক্তব্য, 'যে ব্যক্তি রাজ্যের সর্বত্র ধ্বংসের বীজ বপন করেছেন, তাঁর নাম কৃষ্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

৩০ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে তিলোত্তমার মামলার শুনানি। তার আগের দিন পাড়ায় পাড়ায় প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। ওই আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে শামিল হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। এছাড়া ২ অক্টোবর মহালয়ার পুণ্যতিথিতে মাতৃপক্ষে নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে মহামিছিলের ডাক দিয়েছেন তাঁরা। দুপুর ১টায় ওই মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হবে। শেষ হবে ধর্মতলায় এক মহাসমাবেশে। তার আগের দিন বিকাল ৪টেয় কলেজ স্কোয়ার থেকে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত মিছিলের ডাক দিয়েছে ৫০টি গণ সংগঠন। গভীর রাত পর্যন্ত ওই মিছিল হবে বলে জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে পুজোর সময়ও আরজি করের নির্যাতিতার বিচার চেয়ে আন্দোলিত হবে মহানগর।

আইএএস আধিকারিকের স্ত্রীকে ধর্ষণে অভিযুক্তর জামিন খারিজ

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : আইএএস অফিসারের স্ত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় রায় ঘোষণা করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার অভিযুক্তের জামিন খারিজ করে অবিলম্বে তাঁকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। শুধু তাই নয়, তদন্তকারী অফিসার সহ একাধিক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। মামলার তদন্তভার কলকাতা পুলিশের এক ডেপুটি কমিশনারকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী অন্তরীক্ষ বসু, ময়ূখ মুখোপাধ্যায় ও সায়ন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পুলিশ অভিযোগকারিণীর মূল অভিযোগের অংশটি আড়াল করে অপরাধীকে গোপন করার চেষ্টা

করেছে। পুলিশকে সতর্ক করেছে আদালত।'

কলকাতার লেক থানার ১০০ মিটারের মধ্যে জুলাই মাসে এক আইএএস আধিকারিকের স্ত্রীকে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ধর্ষণ করা হয়। কর্মসূত্রে ওই আইএএস আধিকারিক মুম্বইতে রয়েছেন। অভিযোগ, নির্যাতিতা এক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কাজ করেন। ১৪ জুলাই কাজ থেকে ফেরার সময় অভিযুক্ত তাঁকে মদ্যপ অবস্থায় শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। কোনওক্রমে তিনি আবাসনে পৌঁছোন। ১৫ জুলাই ভোর ৬টায় নির্যাতিতার ফ্ল্যাটে চড়াও হয়ে তাঁর শাশুড়িকে ধাক্কা দিয়ে অভিযুক্ত ঘরে ঢোকেন। ওই সময় নির্যাতিতা ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁকে বিবস্ত্র করে মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে ধর্ষণ করা হয়। পুলিশকে জানালে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। লেক থানায় প্রথমে এফআইআর দায়ের করা হয়। কিন্তু সেই এফআইআরে ধর্ষণের মূল অভিযোগ বাদ রেখে শুধু শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনা হয়। লঘু ধারা দেওয়া হয়। এমনকি মহিলাজনিত মামলা হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ পুলিশ কর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে নির্যাতিতা আদালতের দ্বারস্থ হলে কড়েয়া থানায় মামলা হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ করেনি। এই মামলায় লেক থানার ওসি, তদন্তকারী অফিসার সহ একাধিক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

কাজল-কেরিম সংঘাতে চিন্তা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : গোরু পাচার মামলায় ২ বছর ১ মাস পর জামিন পেয়ে বীরভূম ফিরেছেন অনুব্রত মণ্ডল। কেষ্ট বোলপুরের নীচুপট্টির বাড়িতে ফিরতেই তাঁর অনুগামীরা ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। পরিস্থিতি এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে, নানুরে কেষ্ট ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কেরিম খান ও বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের বিবাদ চরমে দাঁড়িয়েছে। দু-জনেই দু-জনকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। দু'পক্ষই শুক্রবার তাঁদের অভিযোগ দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বকসি ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন। ফলে আগামী দিনে বীরভূমের রাজনৈতিক সমীকরণ কী দাঁড়াবে, তা নিয়েই চিন্তিত দলের শীর্ষনেতৃত্ব।

কাজল শেখ বলেন, 'অনুব্রত মণ্ডলকে ভালোবাসি। আমি কোনও গোষ্ঠী করি না। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার চেষ্টা করলে কিস্তি মাত করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে।' পালটা কেরিম বলেন, 'অনুব্রত মণ্ডল জেলে থাকার সময় অনেকেই বাঘ হয়ে গিয়েছিল।

বীরভূমের গোষ্ঠী সমীকরণে বিবাদ

কিন্তু তাঁরা যে আসলে বিড়াল তা আবার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। আমার সঙ্গে পাঙ্গা নিতে এলে মানুষ তার জবাব দেবে।' রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই মুহূর্তে বীরভূমে তৃণমূলের রাজনৈতিক অবস্থা আড়াআড়িভাবে বিভক্ত। এই পরিস্থিতিতে বীরভূমের কোর কমিটি আদৌ রাখা হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহেই কলকাতায় এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেষ্টর বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে অভিষেকেরও থাকার কথা। ওই বৈঠকের পরই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে দল। অনুব্রত অবশ্য বলেছেন, 'এই জেলাকে আমি চিনি। আমাদের দলের সব কর্মীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। সকলকে নিয়েই আমি আগামী দিনে চলব।'

পুজোর পরই দলে শুদ্ধিকরণ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : ২১ জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলেন দলের নেতা ও কর্মীদের পারফরমেন্স দেখেই তাঁদের পদে রাখা হবে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে যে নেতারা তাঁদের এলাকায় ভালো ফল করতে পারেননি, তাঁদের সরিয়ে দিতে মাত্র তিনমাস সময় চেয়েছিলেন অভিষেক। কিন্তু তারপর দু-মাস কেটে গেলেও এখনও কোনও পদক্ষেপ না হওয়ায় অনেকের ধারণা হয়েছিল, দলে 'শুদ্ধিকরণ' হয়তো অধরাই থেকে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেকের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে বলেও রাজনৈতিক মহলে চর্চা হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে বুধবার মুখোমুখি বৈঠকে বসেছিলেন মমতা ও অভিষেক। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, পুজোর পরই দলে শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

সরকারি আমলাদের অনেকের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট ছিলেন অভিষেক। দলনেত্রীর কাছে তাও তিনি জানিয়েছিলেন। মমতা-অভিষেকের বৈঠকের পরই

বন্যা পরিস্থিতিতে পিছোল রদবদল

প্রশাসনিক রদবদল শুরু হয়েছে। এই রদবদল আরও কিছুদিন চলবে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। দলকে দুর্নীতিমুক্ত করতে না পারলে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোট পার করা দলের পক্ষে খুব সহজ হবে না বলেই অভিষেকের ধারণা। দলে দুর্নীতির অভিযোগ আছে এমন পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষপাতী অভিষেক দলনেত্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন, শুদ্ধিকরণ কর্মসূচি চালু করে দলের সর্বস্তরের পদাধিকারী, নেতা, বিধায়ক, সাংসদ ও মন্ত্রীদেরও এই কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে। সবকিছু খতিয়ে দেখে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তাঁদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে দলকেই। পুজোর আগেই দলে রদবদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

পুজোর আগেই জামিন পার্থর?

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : কলকাতা হাইকোর্টে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সিবিআইয়ের তরফে জামিনের বিরোধিতায় লিখিত যুক্তি দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেওয়া যায়নি। শুক্রবার পার্থ, শান্তিপ্রসাদ সিনহা সহ ৭ জনের জামিন মামলার শুনানি ছিল। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআইকে ১ অক্টোবরের মধ্যে তাদের সওয়ালের বক্তব্য লিখিত আকারে মামলায় সংযুক্ত সমস্ত পক্ষকে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সিবিআইয়ের এই নোট নিয়ে আবেদনকারীদের কোনও বক্তব্য থাকলে তা তাঁরা ৩ অক্টোবর জানাতে পারবেন। পার্থর আইনজীবীর দাবি, অনুব্রত মণ্ডল, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়ার জামিনের ক্ষেত্রেও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা রয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে জামিন দেওয়া যায়। বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায় অনুব্রত মণ্ডলের নাম না নিয়ে বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট থেকে বীরভূমের যিনি জামিন পেয়েছেন তিনি তো আবার দলে যোগ দিয়েছেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও কি তাই হবে?' তাঁর আইনজীবী উত্তর দেন, 'পার্থ এখন আর দলে নেই। অনুব্রতর সঙ্গে পার্থর তুলনা হয় না। অনুব্রত বিধায়ক নন। অনুব্রত গোটা বীরভূম নিয়ন্ত্রণ করেন।'

সন্দীপের বেলেঘাটার বাড়িতে নোটিশ

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : আরজি করে ধর্ষণ ও খুন এবং আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়ির একটি অংশের বেআইনি নির্মাণ বলে কলকাতা পুরসভার নোটিশ পাঠালো। ৩০ সেপ্টেম্বর ৮৩ বদর রায় লেনে পুরসভার প্রতিনিধিরা এসে খতিয়ে দেখবেন। সন্দীপ ঘোষের প্রতিবেশীরাই পুরসভায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিল। বেলেঘাটায় চারতলা বাড়ির বাউন্ডারি দেওয়ালটি অপরের জমির ওপর রয়েছে বলে অভিযোগ। প্রতিবেশীদের দাবি, এমনভাবে তাঁর বাড়ির পাঁচিল তোলা হয়েছে আর সামনের গাড়ি ওঠানামার র‍্যাম্প বানানো হয়েছে তাতে সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। এর জন্য অন্যদের বাড়ির সামনের জল পাস হতে পারে না। কখনই প্রতিবেশীসুলভ মানসিকতা দেখাননি সন্দীপ।

২৬ সেপ্টেম্বর প্রতিবেশীদের অভিযোগের ভিত্তিতে পাঠানো নোটিশে বলা হয়েছে, পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার জীবন দাস এবং কিরণ মণ্ডল ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে তাঁর বাড়ি যাবেন। কোনও অংশ বেআইনিভাবে তৈরি হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা হবে। জানা গিয়েছে, এই নির্মাণ নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ২০২১ সালে তাঁর বিবাদও বেধেছিল। তাঁর দুর্ব্যবহারে অবাক হয়েছিলেন সকলেই। এই আবহে আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের মামলার তদন্তে মর্গের বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সন্দীপের নির্দেশে প্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই মর্গ থেকে প্রশিক্ষণের জন্য দেহ আনা হত। এসব নিয়ে মুখ খোলার জন্য প্রাক্তন ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান চিকিৎসক সোমনাথ দাসকে বদলি করা হয়েছিল। ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক অপূর্ব বিশ্বাসের ভূমিকা নিয়েও সংশয়ে রয়েছেন তদন্তকারীরা। কারণ, ঘটনার দিন অপূর্ব বার বার সন্দীপের কাছে গিয়েছিলেন বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। এই পরিস্থিতিতে সিবিআইয়ের হাতে আরও দুটি মোবাইল এসেছে। শুক্রবার শিয়ালদা আদালত থেকে মোবাইল দুটি ফরেন্সিকে পাঠানোর জন্য অনুমতি নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল তথ্য প্রমাণের ওপর ভর করে মূল ঘটনাস্থলের খোঁজ করছেন সিবিআই। কারণ, সেমিনার রুম না অন্য কোথাও ঘটনা ঘটেছিল তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সেই সূত্রে হাসপাতালের ক্যাজুয়ালটি ব্লকে একটি স্থানে নজর রয়েছে তদন্তকারীদের। বেশ কিছু ফরেন্সিক রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা। কয়েকজন সন্দেহভাজনের মোবাইল টাওয়ার ডাম্পিং রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছেন তদন্তকারীরা। ৩০ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানি রয়েছে।

আজও আঁধারে ডাক্তারি ছাত্রের রহস্যমৃত্যু

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ২৭ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার পর থেকে বারেবারে উঠেছে থ্রেট কালচারের অভিযোগ। দিন যত গড়াচ্ছে ততই প্রকাশ্যে আসছে বঙ্গের স্বাস্থ্য শিক্ষায় প্রভাব ফেলা থ্রেট কালচারের নানা বিভীষিকাময় কাহিনী। ঠিক এমন আবহেই সামনে এসেছে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর মেধাবী ছাত্র মোবারক হোসেনের মৃত্যুরহস্য। যে রহস্য তিন বছর ধরে অন্ধকারেই ঢাকা পড়ে রয়েছে। ছেলে মোবারকের মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠতে না পারা বাবা শেখ হাজিফুল ইসলাম আজও মনে করেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে খারাপই কিছু হয়েছিল। রহস্য উদ্ঘাটনে চিকিৎসক সংগঠন মোবারকের পরিবারকে আইনি সহায়তা দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে।

মোবারক বর্ধমান মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। ২০২১ সালের অগাস্ট মাসে ওই মেডিকেল কলেজের হস্টেলের তিনতলা থেকে নীচে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। মোবারকের মৃত্যুর বিচার চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিল তাঁর পরিবার। কিন্তু পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মোবারকের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলেই চালানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ পরিবারের।

মোবারকের বাবা শুক্রবার বলেন, 'ছেলের সঙ্গে কী ঘটনা ঘটেছে জানি না। তবে ছেলেকে খুন করা হয়েছে

বর্ধমান

বলেই আমি মনে করি। আমার পরিবারও তাই মনে করে। একটা সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে যাওয়া ছেলে খুন হল, তবুও আজ পর্যন্ত কোনও তদন্ত হয়নি। এমনকি ঘটনা ঘটার পরেও বর্ধমান মেডিকেল কলেজের তরফে আমাদের খবর পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। আমরা আত্মীয়স্বজন এবং ছেলের বন্ধুদের থেকে খবর পেরেছিলাম।' এই অবস্থায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে ওই মৃত ছাত্রের পরিবার।

তবে মোবারকের বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছে চিকিৎসক সংগঠন। এই ঘটনারও তদন্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডেপুটি সিএমওএইচ ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী। তিনি বলেন, 'ওই পরিবার যদি বিচার চায় আমরা আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। এই ঘটনার সঙ্গে কারা যুক্ত, কোনও সিন্ডিকেটরাজ কাজ করেছে কি না- সব স্পষ্ট হওয়া উচিত।'

স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ঠাঁই মহুয়ারও

রাহুল প্রতিরক্ষায়, কঙ্গনা আইটি-তে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর : সংসদের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে থেকে গেলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সপ্তদশ লোকসভার সদস্য থাকার সময়ও ওই কমিটিতে ছিলেন তিনি। বিজেপি সাংসদ রাধামোহন সিং ওই কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন। অন্যদিকে প্রথমবারের সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াতকে যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য করা হয়েছে। ওই কমিটিতে ঠাঁই পেয়েছেন তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র। যাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে গতবার লোকসভার সাংসদ পদ খোয়াতে হয়েছিল কৃষ্ণনগরের সাংসদকে, সেই বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেকে ওই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। ২০২২ সালে ফেসবুকের উসকানিমূলক ভাষণ সংক্রান্ত নীতি ঘিরে বিরোধের জেরে নিশিকান্ত দুবে বনাম কংগ্রেসের শশী থারুরের সংঘাত তীব্র হয়েছিল। যার জেরে থারুরকে সরিয়ে দুবেকে ওই পদে আনা হয়। এবারও তাঁকেই রেখে দেওয়া হয়েছে। কমিটিতে রয়েছেন সপা সাংসদ জয়া বচ্চন, শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ প্রিয়াংকা চতুর্বেদীও। বৃহস্পতিবার সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলি ঘোষণা করা হয়। গ্রামোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েতিরাজ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য হয়েছেন প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে কংগ্রেস সাংসদ সপ্তগিরি শংকর উলাকাকে। অপরদিকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে রয়েছেন তৃণমূলের শর্মিলা সরকার। শিক্ষা, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিষয়ক কমিটির সদস্য রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কর্মীবর্গ এবং আইন ও বিচারবিভাগীয় কমিটিতে অরূপ চক্রবর্তী, বিদেশ বিষয়ক কমিটিতে রাজ্যসভার উপদল নেতা সাগরিকা ঘোষ, আবাসন ও নগরোন্নয়ন কমিটিতে সায়নী ঘোষ স্থান পেয়েছেন। পার্থ ভৌমিককে রাখা হয়েছে শ্রম ও বস্ত্র সংসদীয় কমিটিতে, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়নে মিতালি বাগ। জলসম্পদ বিষয়ক কমিটিতে তৃণমূলের প্রতিনিধি বাপি হালদার। সংসদীয় কমিটিতে স্থান পাওয়ার পর শর্মিলা সরকার বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত। এবার সংসদীয় কমিটিতে স্থান পাওয়ায় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি তুলে

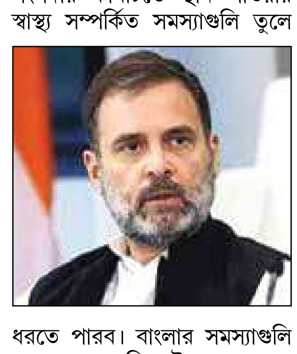

ধরতে পারব। বাংলার সমস্যাগুলি সেখানে জোর দিয়ে উল্লেখ করব।"

সোনিয়া গান্ধি সাতবারের সাংসদ হলেও তাঁকে অবশ্য কোনও কমিটিতে রাখা হয়নি।

শশী থারুরকে দেওয়া হয়েছে বিদেশ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান পদ। অপরদিকে দিগ্বিজয় সিং পেয়েছেন শিক্ষা, নারী, শিশু, তরুণ এবং ক্রীড়া কমিটির শীর্ষপদ। কৃষি, প্রাণীসম্পদ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কমিটির মাথায় রাখা হয়েছে চরণজিৎ সিং চান্নিকে। প্রতিরক্ষার পাশাপাশি অর্থ, স্বরাষ্ট্র, কয়লা, খনি এবং ইস্পাত সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান পদ পেয়েছে বিজেপি।

পিএম আবাসে 'বঞ্চিত' বাংলা

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর : টানা দু-বছর কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ প্রকল্পে বরাদ্দ পায়নি পশ্চিমবঙ্গ। চলতি বছরও সেই ধারা বজায় থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সূত্রের খবর, ২০২৪-'২৫-এ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় এই রাজ্যের জন্য কোনও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থাৎ, সরকারি সাহায্যে কত বাড়ি তৈরি হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। ঘটনায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের শাসকদলের দাবি, রাজনৈতিক কারণে আবাস যোজনায় বৈষম্য করা হচ্ছে।

কেন্দ্র ও বিজেপির পালটা অভিযোগ, সরকারি গৃহ নির্মাণের

কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েনে উদ্বেগ

টাকা নয়ছয় হয়েছে। গত বাজেটে পিএম আবাসের মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে দেশজুড়ে ২ কোটি বাড়ি তৈরির কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এর মধ্যে ২০২৪-'২৫-এ ১৬টি রাজ্যের ৩২ লক্ষ গৃহহীন পরিবারের জন্য পিএম আবাসের মাধ্যমে বাড়ি তৈরি করা হবে। তালিকায় নাম নেই পশ্চিমবঙ্গের। এরাজ্যে আবাস যোজনায় বরাদ্দ বন্ধকে কেন্দ্র করে তৃণমূল-বিজেপি তর্জা চললেও উদ্বিগ্ন সমাজকর্মীদের একাংশ।

সমাজকর্মী নিখিল দে-র মতে, এটি বৈষম্যের স্পষ্ট উদাহরণ। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রের মধ্যে রাজনৈতিক লড়াইয়ের কারণে বাংলার মানুষ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। অনিয়ম হলে সরকারকে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু জনগণকে বঞ্চিত করা অনুচিত। ন্যাশনাল ক্যাম্পেন ফর পিপলস রাইটস ফর ইনফরমেশনের সহআহ্বায়ক অঞ্জলি ভরদ্বাজ বলেন, 'সময় বেঁধে অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখতে হবে। অনিয়মের কথা বলে কাউকে সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা উচিত নয়।'

গঙ্গাজল, গোমূত্রে কংগ্রেস মুক্তি

জয়পুর, ২৭ সেপ্টেম্বর : কংগ্রেস ছেড়ে সদ্য দলে যোগ দেওয়া কাউন্সিলারদের 'শুদ্ধিকরণ' করলেন রাজস্থানের বিজেপি বিধায়ক বালামুকুন্দ আচার্য। কংগ্রেস ত্যাগী কাউন্সিলারদের ওপর গোমূত্র এবং গঙ্গা জল ছড়িয়ে ও খাইয়ে দেন হাওয়ামহলের বিধায়ক আচার্য। ঘটনাস্থল জয়পুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হেরিটেজ (জেএমসিএইচ)। সম্প্রতি দুর্নীতির অভিযোগে পুরসভার মেয়র মুনেশ গুজ্জর অপসারিত হন। তাঁর পরিবর্তে মেয়র হয়েছেন কুসুম যাদব। তাঁকে সমর্থন করেছেন কংগ্রেসের ৭ এবং একজন নির্দল বিধায়ক। দিনকয়েক আগে তাঁরা বিজেপিতে যোগ দেন।

বুধবার কুসুম যাদব মেয়র পদের দায়িত্ব নেওয়ার আগে বিজেপি বিধায়ক আচার্য কংগ্রেস

জয়পুরে 'সক্রিয়' বিজেপি বিধায়ক

ত্যাগীদের শুদ্ধিকরণ করেন। শুধু বিজেপিতে শামিল হওয়া কাউন্সিলারদের ওপর নয়, পুরসভার বিভিন্ন অংশেও গঙ্গাজল এবং গোমূত্র ছড়িয়ে শুদ্ধিকরণ করেছেন বিধায়ক। পুরকর্তারাও নাকি গঙ্গাজল, গোমূত্র স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হননি। সরকারি আধিকারিকরা পুরসভায় বিধায়কের গঙ্গাজল ও গোমূত্র ছড়ানো নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি না হলেও ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া একাধিক কাউন্সিলার। বিজেপির টিকিটে প্রথমবারের বিধায়ক তথা হাথোজ ধাম মন্দিরের মহান্ত আচার্য নিজেও গোমূত্র পান ও ছড়ানোর কথা জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'আমরা গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ করেছি এবং সমস্ত অপবিত্রতা দূর করেছি। বৈদিক মন্ত্রের মাধ্যমে প্রার্থনার পর নতুন মেয়র দায়িত্ব নিয়েছেন। এখন পুরসভার পরিবেশ শুদ্ধ থাকবে।' প্রাক্তন কংগ্রেস কাউন্সিলারদের গোমূত্র পান প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'ওঁদের গঙ্গাজল ও গোমূত্র খাওয়ানো হয়েছে। কানে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়েছে। এখন ওঁরা সম্পূর্ণ সনাতনী।' পুরকর্তাদেরও শুদ্ধ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। দলত্যাগীদের একজন উত্তম শর্মা বলেন, 'কাউন্সিলাররা দুর্নীতিগ্রস্ত নয় যে আমাদের শুদ্ধ করা দরকার। পুরসভার গোটা চত্বরই দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল।'

শনিবার, ১১ আশ্বিন ১৪৩১, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৩২ সংখ্যা

গড়করি জল্পনার নেপথ্যে

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির দাবি, প্রধানমন্ত্রী হতে চাইলে বিরোধী শিবির তাঁকে সমর্থন করবে বলে প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তিনি পদের জন্য লালায়িত নন জানিয়ে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে নিজেই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন। এর আগেও প্রধানমন্ত্রী পদের দৌড় থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন বলে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে হয়েছিল গড়করিকে। নরেন্দ্র মোদিকে বিজেপি অবিসংবাদিত নেতা বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ঘনিষ্ঠ গড়করি সেই প্রথা ভাঙতে নারাজ।

যদিও মোদির নেতৃত্বে গত লোকসভা নির্বাচনে দল ৪০০ আসন পাবে বলে বিজেপির আশা পূরণ হয়নি। দেশের ভোটাররা বিজেপিকে ২৪০-এ আটকে দিয়েছিল। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সহ 'ইন্ডিয়া' জোটের প্রায় সমস্ত নেতা প্রথম থেকে দাবি করছেন, মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের আয়ু মেরেকেটে এক-দেড় বছর। তারপর নতুন সরকার ক্ষমতায় আসবে।

গড়করিকে ভবিষ্যতের সেই ধরনের সরকারের প্রধান হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কি না, জানা নেই। কিন্তু বারবার একজন নেতার পদের জন্য লালায়িত নই বলে সাফাই দেওয়া থেকে স্পষ্ট, মুখে যিনি যাই বলুন, মোদি ম্যাজিকে আস্থা কিছুটা টলে গিয়েছে সংঘ পরিবারের অন্দরে। হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচনি প্রচারে রাহুল বারবার বলছেন, নরেন্দ্র মোদির ৪ জুনের আগের আত্মবিশ্বাস এখন পুরোপুরি উধাও। ৫৬ ইঞ্চির ছাতির দর্পচূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

বাস্তবে বিজেপি এবং মোদিকে এখন প্রতি বিষয়ে সতর্ক পদক্ষেপ করতে দেখা যাচ্ছে। নীতীশ কুমারের জেডিইউ, চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপির মতো শরিক দলের মেজাজ বুঝে পা ফেলতে হচ্ছে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ১৩ বছর এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১০ বছর, অর্থাৎ মোট ২৩ বছর কখনও এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়নি মোদিকে। একচ্ছত্র সরকার চালিয়ে তিনি অভ্যস্ত। মন কষাকষি, অহং বোধকে দূরে রেখে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার মানসিকতার প্রয়োজন কখনও মোদির হয়নি।

সেই মানসিকতা আছে বলে মোদির বিকল্প হিসেবে বারবার নীতিন গড়করির নাম ভেসে উঠেছে। বিরোধীরাও কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রীর কাজের প্রশংসা করেছেন। তাঁর নাম সামনে এনে বিজেপির অন্দরের মতবিরোধ বেশি করে উসকে দেওয়ার সুযোগ নিতে মরিয়া 'ইন্ডিয়া' জোট। কৌশলটা আসলে গড়করিকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করা নয়, ছকটা আসলে বিজেপির ভেতর আনুগত্য, আস্থা, ভরসার জায়গাটা টলিয়ে দেওয়া।

গড়করির নাম বারবার ভাসিয়ে দিয়ে গড়কড়ির সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ার মধ্যে গেরুয়া শিবিরের অন্দরের চেহারাটা অন্তত বেআব্রু করে দিতে পেরেছে বিরোধী শিবির।

বিজেপিতে মোদির সর্বময় কর্তৃত্বে যে একটু একটু করে চিড় ধরতে শুরু করেছে, তার ইঙ্গিত ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের কথাতেও তার ইঙ্গিত মিলেছে অনেকবার।

বিজেপিতে মোদি একাই একশো গোছের তত্ত্বে মোদি-শা জমানার সিলমোহরে বরাবরই ঘোর আপত্তি ছিল সংঘ পরিবারে। কেননা, অটলবিহারী বাজপেয়ী-লালকৃষ্ণ আদবানিরা যে রাজনীতির প্রচলন করেছিলেন বিজেপিতে, মোদি-শা'র আমলে তার ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছিল। সে কারণে দলের অন্দরের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ একটু একটু করে হতে শুরু করেছে।

গড়করিকে ঘিরে ক্রমবর্ধমান চর্চা তারই ইঙ্গিত বহন করছে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদির দক্ষতা বা ব্যর্থতার বিচারের ভার দেশের আমজনতার। কিন্তু বিজেপির নেতা-কর্মীদের একাংশের কাছে মোদির বিকল্প হিসেবে গড়করিকে যে তুলে ধরার চেষ্টা যে আছে, তা আর খারিজ করা যাচ্ছে না। শৃঙ্খলার নামে দলে অতিরিক্ত বাঁধন ছিঁড়ে যেতে পারে। গড়করিকে ঘিরে জল্পনার মেঘ সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

অমৃতধারা

ভাগ্যং ফলিত সর্বত্রং। ভাগ্যানুসারে জীবের গতাগতি হয় বলিয়াই ত্রিলোকের সুখ-দুঃখ দ্বারা ত্রিদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তার জন্য হর্ষ মর্ষ না করিয়া ভোগ ত্যাগের জন্য ধৈর্যের বরণ কারিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করিতে হয়। অতএব সর্ব অবস্থায় সত্যের অধীনে থাকিতে চেষ্টা করিবেন। সিন্নি দিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করে। সিন্নিকে ভাগ করা বলে। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না এই যে দ্বন্দ্ব বিভাগ, অভিমানের অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার ভাগ ত্যাগ করিলে সিন্নি দিয়া সত্যের পূজা হয়।

-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

বঙ্গ রাজনীতির মানচিত্রে বিলুপ্তই ভূতনি

ঘাটাল-পাঁশকুড়া ঘিরে কলকাতায় হইচই, ৫০ দিন জলমগ্ন ভূতনি নিয়ে কোনও পার্টির তাপ-উত্তাপ নেই। সব দলের নেতা উধাও।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

গ্রামের একটা রাস্তা গিয়েছে উত্তর দিকে। সেদিকে কিছু দূরে যাওয়ার পরে দেখা গেল, সেটা মিশে গিয়েছে অতলান্ত জলরাশিতে। যাওয়ার উপায় নেই আর।

দ্বিতীয় রাস্তা গিয়েছে দক্ষিণে। সেখানে কিছুটা এগোনোর পর আবিষ্কার, রাস্তাটা বিশাল করে কাটা। ডানদিকে গঙ্গার জল এগোচ্ছে বাঁদিকে মহানন্দার দিকে। মানুষ এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যাচ্ছে বহু ঘুরে, নৌকোয়।

তৃতীয় রাস্তাটাই প্রধান পথ। ভূতনি ব্রিজ শেষ হওয়ার পর পুলিশের ভ্যান দাঁড়িয়ে। পাহারা চলছে। একটু এগিয়ে রাজ্য সড়ক নেমে গিয়েছে জলের ভিতরে। ওদিকে আর যাবে না। গাড়ি বাঁদিকে ঘুরিয়ে নামতে হয়।

সবগুলো গ্রামই জলে ডুবে। লোকে ঘর ছেড়ে বেরোতে চাইছেন না। জলবন্দি হয়েই পড়ে। কেন? যা শুনলাম, তা শুনে চমকে উঠতে হয়। টিনের ছোট ডিঙি নিয়ে দুর্জনেরা চুরি করতে নেমেছে। কেউ না থাকলে, জলে ডোবা বাড়ি থেকেই লুটপাট সারা। কে বাড়ি ছেড়ে যাবে? অন্তত একজন, দুজন ছাদের ওপরে থাকছেন।

আমরা কলকাতায় থাকলে ঘাটাল, খানাকুল, পাঁশকুড়া, উলুবেড়িয়ার কথা শুনব। কাগজে পড়ব। মালদার ভূতনির কথা শুনব না। ঘাটাল-পাঁশকুড়ার দিকে মুখ্যমন্ত্রী বা বিরোধী দলের নেতা যাবেন। আরজি করের ডাক্তাররাও যাবেন অভয়া ক্লিনিকের জন্য। বালুরঘাটের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিলিগুড়িতে গিয়ে ঘাটাল নিয়ে উচ্চস্বরে প্রচুর কটাক্ষ করবেন। তাঁরও মনে পড়বে না বাড়ির কাছের ভূতনির কথা। মালদা শহর থেকে গাড়িতে যেতে দেড় ঘণ্টা লাগে সেখানে। বন্ধুগণ, এখানে মমতা-শুভেন্দু-অভিষেক-সুকান্ত-সেলিম-অধীররা সব বন্ধু বন্ধু। মিল সবেতেই। মালদা মেডিকেল কলেজের আদর্শবাদী বিদ্রোহী পড়ুয়াদেরও ভূতনিকে মনে পড়বে না।

ভূতনি গেলে কলকাতার কাগজে প্রচার জুটবে না। বাংলার মানচিত্রে ভূতনি রয়েছে। তবে বঙ্গ রাজনীতির মানচিত্রে তা মুছে ফেলা হয়েছে সব পার্টি মিলে। যেন কিছু নেই, কেউ নেই ওখানে। ফুলহর নেই। গঙ্গা নেই।

আসুন, শরতের রোদে আমরা নেতাদের কথা ভুলে বরং ভূতনির বাঁধের ওপর হাঁটাহাঁটি করি। বাঁধের ওপর পরপর ত্রিপলের ঘর। পাশেই গোরু-মোষের দল। উঁকি মারছে পোশাক। কোথাও ঝুলছে মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ। গোলাপি রং। ওই টুকরো দৃশ্যটি কোনওদিন ভুলব না। লোকে ঘর পাহারা দিতে জলের মধ্যে বাড়িতে রয়েছেন। আরও বৃষ্টি হলে আবার উঠে আসবেন এখানে। বাঁধের এদিকে মহানন্দা। ওদিকে গঙ্গার জল বাড়িময়।

কলকাতায় রাত আন্দোলনের সময় অনেক মহিলা আওয়াজ তুলেছেন, এবার পুজো নয়। ভূতনির বাঁধে দেখা পেলাম বহু রমণীর, যাঁরা সরু রাস্তায় মৃত পাটের দড়ি পরিষ্কারে ব্যস্ত। এক বৃদ্ধা অচেনা লোকের মুখে দুর্গা প্রতিমার কথা শুনে জোরে জোরে উচ্চারণ করলেন, 'যত বন্যা হোক, যত আমাদের ঘর চলে যাক। পুজো করতেই হবে। পুজো বন্ধ হবে না। বচ্ছরকার উৎসব বন্ধ হবে না।'

বন্ধ হচ্ছেও না। বাঁধের পথে রাস্তায় বাগদিপাড়ায় নীল ত্রিপল দিয়ে ঢাকা দুর্গামূর্তি। রং পড়েনি এখনও। ঢাকা রয়েছে নীল ত্রিপলে। ছবি তুলব বলতে দ্বিধা হচ্ছিল। চারপাশে জল। মন্দিরে জল ঢুকে গিয়েছে। সেখানে এমন অনুরোধ করা কি ঠিক? প্রসঙ্গ পাড়তেই অবশ্য চারদিক থেকে লোক ছুটে আসে। কেউ ত্রিপল তুলতে থাকে, কেউ বেড়া খুলতে থাকে। শেষপর্যন্ত যে ছবি মেলে, তা তাঁদেরই কৃতিত্ব।

বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় চারদিকে জলের ভিতরে চোখে পড়ে সোনালি, মেটে রঙের ফসলের খেত। ওগুলো আসলে কী? এগোনো ফাঁকে রাস্তা ছোট হচ্ছে, দু'দিকে জল। মাঝখানে নারী-পুরুষ মিলে পাটকাঠি থেকে পাট ছাড়ানোর কাজে ব্যস্ত। নারীর দলই বেশি। এক-একজন পেটের দায়ে দূরের গ্রাম থেকে এসেছেন ডিঙি করে। কোনদিকে গ্রাম? জানতে চাইলে হাত তুলে যেদিকে দেখাচ্ছেন, সেদিকে শুধু জল আর জল তো! আলোচনা চলছিল ওখানে, আটানব্বই সালের পর এমন বন্যা দেখেননি কেউ। কোনও মেয়ে-বৌয়ের এত জল দেখার অভিজ্ঞতাও এই প্রথম।

অতীতে উত্তরবঙ্গজুড়ে সর্বত্র দেখা যেত পাটখেত। এখন সে জায়গা নিয়েছে ভুট্টা এবং মাখনা। ভূতনির চরে অবশ্য পাটই বেশি। ওই সোনালি, মেটে রঙের ফসলগুলো আসলে পাট। অতিরিক্ত জলে সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে খেতেই। তবু মানুষের আশার শেষ নেই। পচে যাওয়া পাট থেকে কিছু অন্তত পাওয়ার শেষ চেষ্টা।

উত্তর চণ্ডীপুরে একটা দহ রয়েছে। দূর থেকে দেখি, সেখানে ফুলহর-গঙ্গা মিলেমিশে জলস্রোত ভয়ংকর। সেটা পেরিয়ে লোক যেভাবে টিনের ছোট ডিঙিতে যাচ্ছে, তা অবিশ্বাস্য। বড় বড় নৌকোকে কার্যত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জল। পথে যেতে যেতে একটা জায়গায় গাড়ি আটকায়। সামনে ট্র্যাক্টর রাখা। একদিকে গোরুর দল। গাড়ি যাবে না।

হাঁকাহাঁকি করতে দূরের বাড়ি থেকে একজন চিৎকার করে বললেন, দাঁড়ান আসছি। বললেন তো আসছি, অথচ তিনি আসবেন কী করে? চারদিকে তো জল। সামান্য বাদে দেখলাম, অদ্ভুত দৃশ্য। জলমগ্ন গ্রামের ভিতর থেকে খালি গা, লুঙ্গি পরা একটি লোক আসছেন টিনের ছোট ডিঙি চালিয়ে। সেখানে মাত্র দুজন বসতে পারে। খালি গা লুঙ্গি দিব্যি মসৃণ গতিতে এলেন ডিঙি চালিয়ে। এসে ট্র্যাক্টরটিকে একটু সরিয়ে আবার ডিঙি চালিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন। মনে হল, যেন কোনও সিনেমা দেখছি।

গ্রামীণ পথ যেখানে গঙ্গা-মহানন্দার জলে অদৃশ্য, তার সামান্য আগে কিছু টোটো যাচ্ছে উত্তরদিকে। দক্ষিণে যাচ্ছে কাটা বাঁধ পর্যন্ত। সেখান থেকে নৌকো করে তরকারি, খাবারদাবার যাচ্ছে জলে ভেসে যাওয়া গ্রামে। ওখানেই শুনলাম, ভূতনিতে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছে প্রচুর। করলার দাম সাত-আট গুণ, আলু তিন গুণ, রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি চরমে। যেদিন ওখানে যাই, একটা পার্টিরও নেতাদের দেখিনি। ফিরে আসার পরে, গত চার-পাঁচ দিনেও এত জল বাড়ে, মূল ব্রিজ থেকে নামা যাচ্ছিল না আর। ইসকনের রাধাকৃষ্ণ মন্দির তখনই বুকসমান জলে। ভাবছিলাম, অত কষ্ট করে তৈরি দুর্গা প্রতিমাগুলোর কী হবে? ২৯টি পুজো হয় সেখানে।

মানিকচকের গঙ্গাঘাট নারায়ণপুরে শহর থেকে ৬-৭ কিলোমিটার দূরে। গঙ্গা এমনভাবে চারপাশটা ধ্বংস করে দিয়েছে, ওপারে মাসকয়েক বাংলারই নারায়ণপুর চর যেতে পারছেন না কেউ। নারায়ণপুর চর একটা দ্বীপ। সেখান থেকে আর একবার গঙ্গা পেরোলে ঝাড়খণ্ডের রাজমহল পাহাড়। মানুষের এত দুর্দশায় তাপ-উত্তাপ নেই কোনও পার্টির নেতাদের। মানিকচক থেকে জলপথে রাজমহল যেতে লাগে এক ঘণ্টা, সড়কপথে অন্তত সাড়ে ছয় ঘণ্টা। ওখানে গঙ্গায় গোটা চারেক দ্বীপ রয়েছে, যার কিছুটা বাংলায়, কিছুটা ঝাড়খণ্ডে। ওখানে যে মানুষ কেমন রয়েছে জলরাশির মাঝে, তার খবর কেউ রাখে না।

মালদার এই এলাকার মানুষের দুর্ভাগ্য হল, প্রতিবার তাঁদের এমন যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। কেন্দ্রের মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার শুধু বালুরঘাটের মন্ত্রী হয়ে রইলেন, রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহ হয়ে রইলেন শুধু দিনহাটার। মালদার মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন? তিনি তো বিক্ষোভের ভয়েই ভূতনির দিকে যাননি। তাঁর বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির বহু অভিযোগ। মমতা কী করবেন? মালদার তৃণমূলে একজনও গ্রহণযোগ্য নির্ভরতার মুখ নেই, যাঁদের মন্ত্রী করা যায়। কাউকে না পেয়ে অগত্যা সাবিনা। এবং ভূতনির কথা জেলার আমজনতার মনে পড়ে শুধু দুধের দাম বাড়লে। ভূতনি মালদার দুধভাণ্ডার। কাছের শহর মথুরাপুরে এখনও দু'টাকা, তিন টাকায় রসগোল্লা মেলে। দুধ-ছানা সব ভূতনির।

মালদা জেলায় দিদির ভাইবোনেরা এতটাই অযোগ্য, নিজেদের সরকারের ২০১৯ সালের ফুলহরের ওপর ১.৮ কিলোমিটার লম্বা ব্রিজ উদ্বোধনের কৃতিত্ব নিতে পারেননি।। ১৩১ কোটি টাকার এই সেতু না হলে কীভাবে এখানে আসতাম, ভাবি। লক্ষ মানুষকে সম্পূর্ণ বন্দি থাকতে হত বাড়িতে। মহানন্দা এমনিতে হয়তো ৫০০ মিটার চওড়া থাকে। এ সময় দু'কূল ভাসানো অবাক করা রূপ তার। কাশফুলের বন শুধু জেগে থাকে ফুলহরে। আর কিছু না, আর কিছু না। ডাঙার দিকে দুটো-তিনটে জায়গায় নৌকো নিয়ে অত্যাশ্চর্য সংসার পেতেছে জনাতিনেক জেলে। জাল দিয়ে ঘেরা, বাঁশের উঁচু মাচা। যদি মৎস্যশিকার হয় কিছু!

মমতার আমলেই ভূতনির ভিতরেও পাকা রাস্তা হয়েছে, নইলে যাওয়া যেত না গাড়ি নিয়ে। তবু সেখানে ভোটে তৃণমূল হারে কেন? ১) বিধায়কের জামাইয়ের কাজে লোকে তিতিবিরক্ত। মানিকচকে পার্টিতে কাজ করার লোক নেই। ২) ভূতনিতে হিন্দু ভোটারই তিন-চতুর্থাংশ। পুজো-কীর্তন লেগেই থাকে। বিজেপিতে অটল আস্থা। তৃণমূলের সংগঠন নেই। ৩) মালদার মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন যে বন্যাত্রাণে ভূতনি-মানিকচকে ৪৭ কোটি টাকার কাজের কথা বলেছেন, তা নিয়ে লোকের হাজার প্রশ্ন। এত টাকা গেল কোথায়? কী হল সেই টাকা দিয়ে? মালদার এক বিশেষ কনট্রাক্টর কেন বারবার ভূতনির রাস্তা সারানোর কাজ পান, যা টেকে না বেশিদিন।

সেই বৃদ্ধার মুখটি আজও বারবার চোখের সামনে হাজির হয়। অকস্মাৎ, কোনও কারণ ছাড়াই। ভাঙা রাস্তায় পচা পাট থেকে সামান্য কিছু উদ্বৃত্ত ছাড়ানোর সময় যিনি সগর্বে বলেছিলেন, 'যত বন্যা হোক, যত আমাদের ঘর চলে যাক--পুজো করতেই হবে। পুজো বন্ধ হবে না। বচ্ছরকার উৎসব বন্ধ হবে না।'

হবে পুজো দুর্গতিনাশিনীর? বলো ভূতনি, তুমিই বলো!

আজ

১৯০৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন শহিদ ভগৎ সিং।

১৯২৯

সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি মনে করি, রাহুল গান্ধি যা করেছেন, তা দাগ কাটার মতো। একটা সময় উনি যা বলতেন বা করতেন, লোকে সেটাকে অসম্মান করত। চমৎকারভাবে উনি সেই জায়গাটা বদলে ফেলেছেন। কঠোর পরিশ্রম করে।

- সইফ আলি খান

ভাইরাল/১

বাচ্চা-বৃদ্ধ সবার পছন্দ ডিজনিল্যান্ড। সেখানে দুই মেয়েকে নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন এক মহিলা। নিজে টিকিট কাটলেও মেয়েদের টিকিট না কেটে পার্কে ঢুকে যান। ধরাও পড়েন। পুলিশ তাঁকে নিয়ে যায়। মা-কে জড়িয়ে ধরে মেয়েরা কান্নাকাটি করতে থাকে। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

ভাং খেয়ে কুপোকাত এক বিদেশি। ভারতে বেড়াতে এসেছিলেন ব্রিটেনের স্যাম পেপার। রাস্তার দোকান থেকে ভাং-লস্যি খেয়েছিলেন। তারপরেই অসুস্থ। রক্তবমি করে ভর্তি হন হাসপাতালে। সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারের ভারতভ্রমণের ভিডিওটি ভাইরাল।

উত্তরের পাঁচালি

স্বমহিমায় উজ্জ্বল

উত্তরবঙ্গের বড় বাজারগুলির মধ্যে অন্যতম কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজার। রাজ আমলের এই বাজারের পাশে সিলভার জুবিলি রোডে বেশ উঁচু একটি জলাধার রয়েছে। আজকালকার দিনে পানীয় জল সরবরাহের জন্য যেমন জলাধার তৈরি করা হয় সেগুলির তুলনায় অনেকটাই আলাদা। রাজ আমলে তৈরি ৮৫ ফুট উচ্চতার এই জলাধার অনায়াসে নজর কাড়ে। ১৯২৫ সালে বাংলার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের তৎকালীন এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জি ব্র্যান্সবি উইলিয়ামস কোচবিহার শহর পরিদর্শন করেছিলেন। ১৪ হাজার বাসিন্দার কাছে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে তিনি একটি নকশা তৈরি করেন। উইলিয়ামস সাহেব সেই পরিকল্পনা মহারাজার কাছে তুলে ধরেন। সেই মতো ১৯২৮-'২৯ সালে ৬০ হাজার গ্যালন জলধারণসম্পন্ন আটকোনা ডিজাইনের জলাধারটি তৈরি করা হয়। এরপর বহুদিন সেটি জল পরিষেবা দিয়েছে। বর্তমানে এখান থেকে অবশ্য জল সরবরাহ করা হয় না। বহু বছর ধরে এই জলাধারটি অযত্নে পড়ে ছিল। রং ফ্যাকাশে হয়ে দেওয়ালে গাছ জন্মায়। শহরকে হেরিটেজ হিসেবে গড়ে তোলার কাজের অঙ্গ হিসেবে এটিকে অবশ্য সংস্কার করা হয়েছে। শহরের দাবি, যে দক্ষ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই জলাধারটি তৈরি করা হয়েছিল তাকে আরও বেশি করে সবার সামনে তুলে উত্তরবঙ্গের নিজস্বতাকে আরও বেশি করে প্রচার করা হোক।

নীরবে।। কোচবিহারে রাজ আমলে তৈরি জলাধার।

-শিবশংকর সূত্রধর

সদাই পাশে

প্রদীপ সাহা।

দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রদীপ সাহা দমকলে কাজ করেন। জেলার মানুষের একান্ত আপন 'ব্লাডম্যান'। গৌড়বঙ্গে যাঁরা প্রতিনিয়ত রক্তদান করে অন্যদের জীবনদান করে চলেছেন প্রদীপ তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে। রক্তদানের সংখ্যা সেঞ্চুরির দোরগোড়ায়। ২০ বছর বয়সে প্রথম রক্তদান। সালটা ছিল ১৯৮৯। সেই শুরু। কর্মজীবনে অবসরের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার পরও প্রথম দিনের মতোই আজও রক্তদানে উত্তেজনায় সমান টানটান। শুধু নিজের জেলাই নয়, মানুষের প্রয়োজনে রক্ত দিতে উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন, আজও বেড়ান। নিজেকে মোটেও 'উদাহরণ' হিসেবে তুলে ধরতে রাজি নন। শুধু চান, 'মানুষ মানুষের জন্য। আর তাই এভাবে যদি একে অন্যের কাজে লাগতে পারি, সেটাই অনেক।' উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন প্রদীপের মেয়ে সাবালিকা হলেন। মানবিকতা প্রদর্শনের নিদর্শনে বাবার অবদানকে কুর্নিশ জানাতে প্রথমবার রক্ত দিয়ে প্রদীপের দেখানো পথেই সওয়ার হলেন। প্রদীপের মুখে তৃপ্তির হাসি।

-গজেন মণ্ডল

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দুর্গামূর্তির প্রথম সৃজন অজানা ভাস্করের

সেই দুর্গার সন্ধান এখন মিলবে অসমের রাজ্য মিউজিয়ামে। গুয়াহাটির ওদালবাকরার কাহিলীপাড়া থেকে পাওয়া।

কল্যাণময় দাস

একাদশ শতাব্দীতে অসম গুয়াহাটির ওদালবাকরার কাহিলীপাড়া থেকে ব্রোঞ্জনির্মিত দেবীর মস্তক ও তার নীচে একটি মোষের মাথার বৃত্তাকার ফলক পাওয়া যায়, যা এখন অসমের রাজ্য মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। তাহলে এটা পরিষ্কার যে, ভারতের পূর্ব স্থানে একাদশ শতাব্দীতে দেবী দুর্গার কল্পনা এবং পুজো করা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

বৃত্তাকার ফলকটিতে যে মুখমণ্ডল খোদিত তা বর্গাকারে পেলব দুই গাল এবং তীক্ষ্ণ চিবুকের ঠিক নীচেই মহিষের দুটো শিং সমেত মহিষের মাথা দৃশ্য। পাতলা ঠোঁট এবং চওড়া নাক, সরু ভ্রূ, মাছের আকৃতির চোখ এবং পুঁতির কানের দুল খোদাই করা কানযুগলে শোভা পাচ্ছে। দেবীর চওড়া কপালে একটা টিপ। আগুনের শিখা বের হয়ে আসছে তাঁর বর্তুলের মতো মাথার ত্রিভুজাকার মুকুটের দু'পাশ থেকে। এই অগ্নিশিখা অথবা তাঁর চুল ছয়টি বেণির মতো ঢেউ খেলে বেরিয়ে এসেছে মুকুট থেকে। কণ্ঠে যেন অলংকার শোভিত যে ক্রমশ দেবীর চওড়া ঘাড় সমেত শিংওয়ালা মহিষের মাথার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আমার দেখা, এইটিই একমাত্র ভারতীয় ভাস্করের প্রিয় বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দেবীসৃজন। এই ভাস্কর্যের নাম 'দেবীর মহিষ রাক্ষস বধ'।

ভারতে দ্রাবিড় জাতিদের মধ্যে পশুপতি শিবের পুজোর প্রচলন ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায় ইতিহাসে। তাহলে সিন্ধু সভ্যতায়, যা কিনা এদেশে দ্রাবিড়রাই তৈরি করেছিল, দেবী দুর্গাও শিবের অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে পূজিত হতেন তা অনুমান করা কষ্টের নয়। এর বহু বছর পর, কোচবিহার রাজ্যের তৎকালীন

বালক রাজা বিশ্বসিংহ স্বপ্ন প্রাপ্ত হয়ে বড়দেবীর উপাসনা শুরু করেন। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার রাজবাড়ির মদনমোহন মন্দিরের উঠোনে ময়না গাছের ডাল পুঁতে দেবীপুজোর সূচনা।

পাঁচশো চোদ্দ বছরের দেবীপুজোর ইতিহাস কোচবিহারের। তাহলে কলকাতার বা নদিয়া জেলায় দুর্গাপুজো প্রচলনের বেশ কয়েক বছর আগেই কোচবিহারে শুরু হয়েছিল দেবী মায়ের আরাধনা। তাহলে কেন ইতিহাসে বলা হচ্ছে যে, অবিভক্ত বাংলার নদিয়া জেলার মহারাজা ভবানী মজুমদারের আমলে প্রথম দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল ১৬০৬ সালে?

ভারতের পূর্ব সীমান্ত বরাবরই উপজাতি জনজাতি অধ্যুষিত। ফলে এটা ভাবলে বা কল্পনা করলে আমার মনে হয় আশ্চর্যের হবে না যে, আদিবাসী উপজাতীয় সৃষ্টিসৃজনগুলো থেকে অধ্যয়ন করে সে যুগের শিল্পীরা ধ্রুপদি শিল্প সৃজনে মেতে উঠেছিলেন। আর তারই ফলস্বরূপ আমরা কোচবিহারে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে বড়দেবীকে পাই। একাদশ শতাব্দীতে অসমে দেবীর ভাস্কর্যের যে মিনিয়েচার রূপ আমরা পাই তারই বৃহদাকার রূপ কোচবিহারের বড়দেবীর সঙ্গে খুবই সংগতিপূর্ণ মনে হয় আমার। বিশেষত, 'দেবীর মহিষ রাক্ষস বধ'-এ যে মুখমণ্ডল আমরা অসম রাজ্য মিউজিয়ামে সংরক্ষিত অবস্থায় দেখি তা কোচবিহারের বড়দেবীর মুখমণ্ডলে যেন বিচ্ছুরিত। কোচবিহারের যে ভাস্কর এই বড়দেবীকে পনেরশো শতাব্দীতে সৃজন করেছিলেন তাঁর কৌমকল্পনা সেইসময়কার উপজাতিদের সৃজনের আভাসে উদ্ভাসিত তো হবারই কথা, কেননা প্রাচীন যুগ থেকেই উপজাতি জনজাতিদের শিল্পচেতনার ছাপ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে। ফলে, আমরা কোচবিহারের বড়দেবীর মূর্তি এবং পুজো পদ্ধতির সঙ্গে কখনও কুমোরটুলির প্রতিমা এবং প্রচলিত পুজোপদ্ধতির মিল খুঁজে পাব না। কেননা, এ রীতি সম্পূর্ণতই কৌমশিল্প ও সাধনার পদ্ধতি এবং প্রতীক।

(লেখক নাট্যকর্মী। কোচবিহারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৫০

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। বিচারবুদ্ধি, বিবেচনা, আক্কেল ৩। সদয়, করুণাময়, খোদা, ঈশ্বর ৫। দাসদাসী বা অধস্তন ব্যক্তিদের মনিব বা কর্তাকে সম্বোধন ৭। শিবের ধনুক, ধনুকের আকৃতিবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র, শিবের শূল ৯। সোনা পরীক্ষার পাথর, কষ্টিপাথর ১১। বালক শ্রীকৃষ্ণ ১৪। লজ্জা ১৫। জয়সূচক গীত, প্রশস্তি গীত।

উপর-নীচ : ১। চালাকি, কৌশল, চাতুরি ২। না হলে, নচেৎ, অন্যথায় ৩। কর্ম বা কর্মফল, অনুগ্রহ ৪। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, দখিনা বাতাস ৬। বাণ, শর,তির, খড়্গ ৮। জব্দ, নিগ্রহ, বিব্রত, শ্রান্ত, হয়রান ১০। ছয়টি মুখ যার, কার্তিক ১১। কাক ১২। চাকর, ভৃত্য, ক্রীতদাস ১৩। কথা, শব্দ,বাক্য, কথা বলার বিশেষ ভঙ্গি, মুদ্রাদোষ।

সমাধান ■ ৩৯৪৯

পাশাপাশি : ১। জুলাই ৩। দাবি ৫। তিমি ৬। আমল ৮। সুরতি ১০। মিশুক ১২। খাগড়া ১৪। খরা ১৫। রশি ১৬। মন্দার।

উপর-নীচ : ১। জুজুৎসু ২। ইতিউতি ৪। বিক্রম ৭। লপ্ত ৯। বখা ১০। মিজোরাম ১১। কর্ণিকার ১৩। গদর।

বিন্দুবিসর্গ

হেনস্তায় পুলিশ হেপাজত

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : পুলিশ ও আইবি পরিচয় দিয়ে বিহার থেকে আসা পরীক্ষার্থীদের হেনস্তার অভিযোগে ধৃত বাংলাপক্ষের সদস্য রজত ভট্টাচার্য ও গিরিধারী রায়কে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশের তরফে ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে চাওয়া হলে বিচারক দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে মারধর, হুমকি, ভুয়ো পরিচয় দিয়ে হেনস্তা সহ একাধিক মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিকে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন বিহারি কল্যাণ মঞ্চের তরফে শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। মঞ্চের সভাপতি অত্রি শর্মা বলেন, 'আমরা ওই ঘটনা শোনার পরেই ওই দুই পরীক্ষার্থীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম। তবে তাঁরা ততক্ষণে ফিরে গিয়েছিলেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে যারাই এধরনের অপরাধমূলক কাজ করবে, আমরা তার বিরুদ্ধেই সরব হব।' অন্যদিকে, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দেয় বিহারি সেবা সমিতি। সমিতির সদস্য মণীশ বারি বলেন, 'শহরের শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গে কেউ যদি কোনও কিছু করে তাতে প্রশাসন যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় সেই অনুরোধ করেছি।'

বর্ষণে ভোগান্তি

বাগডোগরা, ২৭ সেপ্টেম্বর : একটানা বৃষ্টির জেরে বাগডোগরার বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক না থাকায় বাগডোগরা বিহার মোড়ে সড়কের ওপর দিয়ে জল বইছে। এছাড়া বাগডোগরা কয়েকটি নীচু এলাকায় জল জমে গিয়েছে। টানা বৃষ্টিতে আপার বাগডোগরার আদর্শনগরের-১, ২ এবং ৩ নম্বর গলির রাস্তা জলের তলায়। আদর্শনগরের বাসিন্দা বীরেন বর্মন বলেন, 'এই ৩টি গলির রাস্তা ছাড়াও বেশ কয়েকটি বাড়িতেও জল ঢুকে গিয়েছে। আরও বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি এর থেকেও খারাপ হবে।'

শুক্রবার সকালে বিহার মোড়ে গিয়ে দেখা গিয়েছে, সড়কের ওপরে হাঁটুজল বইছে। অমিত ঘোষ নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'সড়কের পাশের নিকাশিনালা দিয়ে এমনিতেই সঠিকভাবে নিকাশি হয় না। তাছাড়া নিকাশিনালায় আবর্জনা ফেলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জল যাবে কীভাবে?'

বসে আঁকো

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : প্রতি বছরের মতো এবছরও মহালয়ার দিন সুশীলচন্দ্র রাহা স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনী। এই প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগ থাকবে। ৩ থেকে ১৭ বছর বয়সি প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে। ২ অক্টোবর বেলা ১১টা থেকে মিত্র সম্মিলনী হল এবং কার্যালয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

জন্মদিবস

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দিনভর নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল স্টুডেন্ট হেলথ হোম। শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রে এই উপলক্ষ্যে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান শিক্ষক ও ছাত্ররা। সন্ধ্যাতেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

পুরনিগমে কন্ট্রোল রুম

জলমগ্ন এলাকায় নজর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : তিনদিনের টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ল শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিভিন্ন এলাকা। কোথাও বাড়িতে তো কোথাও আবার রাস্তায় জল জমেছে। শুক্রবার অশোকনগর, পাঁচ ও চার নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগর, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের পেছনের রাস্তা, হায়দরপাড়া, হাকিমপাড়ার বিভিন্ন এলাকা, টাউন স্টেশন, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক এলাকায় জল জমেছিল। তবে বিকেলের দিকে বৃষ্টি কমায় জল নেমে গিয়েছে। যদিও রাতে ফের ভালোরকম বৃষ্টি হয়েছে।

পুর তৎপরতা

- ২৪ ঘণ্টায় শিলিগুড়ি শহরে ৭০.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে
- পুরনিগমের মহানন্দা নদী সংলগ্ন ৫, ৩১, ৪৪, ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে
- ২৪ ঘণ্টার জন্য পুরনিগমে কন্ট্রোল রুমও খোলা হয়েছে এবং কাউন্সিলারদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে

এদিকে, পাহাড়ে প্রবল বর্ষণের জেরে মহানন্দার জলস্তরও অনেকটাই বেড়েছে। তাই যে সমস্ত ওয়ার্ডের গা ঘেঁষে নদী বয়ে গিয়েছে, সেখানকার বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে খবর। ২৪ ঘণ্টায় শিলিগুড়ি শহরে ৭০.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি পুরনিগমের তরফে সমস্ত আধিকারিককে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'আধিকারিকদের সতর্ক করা রয়েছে। শুকনো খাবার রাখা হয়েছে। নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার জন্য কন্ট্রোল রুমও খোলা হয়েছে পুরনিগমে।'

বুধবার থেকে শহরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বৃহস্পতিবারও দিনভর বৃষ্টি চলে। এরপর শুক্রবারও সকাল থেকে দিনভর বৃষ্টি হয়েছে শহরে। এর জেরে সকাল থেকেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিভিন্ন এলাকা। বিশেষ করে হাসপাতাল মোড়, সন্তোষীনগরে সব থেকে বেশি জল জমে। সন্তোষীনগর এলাকায় তো নিকাশিনালার জল রাস্তায় উঠে আসে। সাধারণ মানুষকে ওই জল ঠেলে যাতায়াত করতে হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন এলাকার নিকাশিনালাগুলি কাঁচা। সেগুলি বুজে গিয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই নালার জল রাস্তায় উপচে পড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দা পৃথ্বীশ ঝা'র বক্তব্য, 'বৃষ্টির পর জল জমলে আমাদের পানীয় জল পেতে সমস্যা হয়। কারণ সমস্ত পাইপলাইন তো নিকাশিনালার নীচে। এই সময় আমাদের জল কিনে খেতে হয়।' রজনী কুমারীর বক্তব্য, 'বৃষ্টি হলে নালার জল ঘরে ঢুকে যায়। তখন আমাদের রান্না, খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।' পুরনিগমের ৫, ৩১, ৪৪, ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে মহানন্দা নদী সংলগ্ন এলাকায় অনেক বসতি রয়েছে। আগেভাগেই সেখান থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলারদেরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

(১) হাসপাতালের পেছনে বিএসএনএলের অফিসের সামনের রাস্তা জল থইথই। (২) কলেজপাড়ায় গার্লস স্কুলের সামনের রাস্তায় বৃষ্টিতে বিপাকে পড়ুয়ারা। (৩) হাসমি চকে পলিথিনে শরীর ঢেকে বৃষ্টি থেকে বাঁচার চেষ্টা চালকের। শুক্রবার ছবিগুলি তুলেছেন তপন দাস ও শান্তনু ভট্টাচার্য।

বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় পুজোর বাজার

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : আজ নয় কাল করতে করতে তিনদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু নাছোড় বৃষ্টির থামার কোনও লক্ষণ নেই। এমন পরিস্থিতিতে যে আর অপেক্ষা করা যায় না, করলে যে বৌয়ের মুখের ঝামটা খেতে হবে, অতীত অভিজ্ঞতায় তা বিলক্ষণ জানেন সূর্যনগরের বিপ্লব ভট্টাচার্য। তাই সন্ধ্যাকালীন আড্ডা মুলতুবি রেখে ঘরে ঢুকেই বললেন, 'ভিজলে ভিজতে হবে, কিছু করার নেই। আর কবে পুজোর বাজার করব?' কথাগুলি অনেকটা 'ভূতের মুখে রামনামের' মতো শোনালেও বাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা না করে স্ত্রীর উত্তর ছিল, 'পুজোর আগে ভিজতে রাজি নই। তেমন হলে ষষ্ঠীর দিন কেনাকাটা করা যাবে।' খুশিমনে ক্লাবের পথে পা বাড়িয়েছেন বিপ্লব।

অফিসকে 'ছুটি' দিয়ে সাতসকালে বাংলাদেশি ইলিশের খোঁজে এক বাজার থেকে আরও এক বাজারে ঢুঁ মেরেছেন দেশবন্ধুপাড়ার জয়ন্ত সরকার। কোনও বাজারে পদ্মার ইলিশ না পেয়ে শেষপর্যন্ত ফুলেশ্বরী বাজার থেকে খোকা ইলিশ কিনে বাড়ি ফিরেছেন। তাঁর কথায়, 'এমন বৃষ্টির দিনে খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ ভাজা খাব যখন ঠিক করেছি, তখন অন্যথা করতে চাইনি। তাই খোকা নিয়েই বাড়ি ফিরেছি।'

নাছোড় বৃষ্টিতে পুজোর বাজার নিয়ে কারও কারও মধ্যে যেমন দুশ্চিন্তা ক্রমশই বাড়ছে, তেমনই কেউ কেউ আবার বাজার মন্দা হওয়ায় কার্যত দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন ঘরে বসেই। পুজোর সময় শরীরটাকে একটু ভালো রাখতে যাঁরা একদিন বৃষ্টির জলে ভিজতে কার্পণ্য করতেন না, তাঁরাও এখন সাবধানি। ফলে দিনের অধিকাংশ সময়ই শহরের রাজপথগুলি থাকছে শুনসান। বাজারও থাকছে কার্যত ফাঁকা। বৃষ্টি থামলেই যে বাজারে উপচে পড়বে ভিড়, তা নিয়ে অবশ্য কোনও সংশয় বা দ্বিধা নেই ব্যবসায়ীদের মধ্যে। সাধারণ নাগরিকদের মতো তাঁরাও অপেক্ষা করে রয়েছেন আকাশ পরিষ্কার হওয়ার জন্য। এমনই একজন সুভাষপল্লির তনুকা ঘোষ বললেন, 'পুজোর আগে বৃষ্টি হয়। কিন্তু আগে এমন একনাগাড়ে বৃষ্টি দেখিনি। হয়েই যাচ্ছে। কবে শেষ হবে, তার জন্য শুধু অপেক্ষা করা।' আবহাওয়া একটু অনুকূল হলেই যে তিনি বাজারমুখো হবেন, সে কথা জানিয়ে দিলেন। হকার্স কর্নারের পোশাক বিক্রেতা সুরজিৎ বিশ্বাসের কথায়, 'পুজোর কেনাকাটা হচ্ছে না, তা নয়। তবে বৃষ্টির জন্য অনেকেই বাজারে আসতে পারছেন না। শনিবার থেকে বৃষ্টি কমার কথা শুনছি। ফলে শনি এবং রবিবার প্রচণ্ড ভিড় হতে চলেছে।'

চা শ্রমিকদের হাতে বোনাসের টাকা ঢুকলেই বাজার জমজমাট হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন বিধান মার্কেটের পোশাক বিক্রেতা অভিজিৎ দাস। পেশায় ব্যবসায়ী উত্তর ভারতনগরের সব্যসাচী দত্ত আবার মনে করেন, 'এখন বৃষ্টি হয়ে যাওয়াটা ভালো। তাহলে পুজোর দিনগুলি আর পণ্ড হবে না।' দোকানের ঝাঁপ বন্ধ রেখে এদিন তিনিও বাড়িতে দিনভর কাটিয়ে দিয়েছেন। তবে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস যদি বাস্তবের মুখ দেখে, তবে শনিবার সকালের পর থেকেই উত্তরের আকাশ হবে ঝলমলে। অনেকদিন পর ঝলমলে নীলাকাশ দেখা যাবে। শুরু হবে প্রতীক্ষা, উৎসবের।

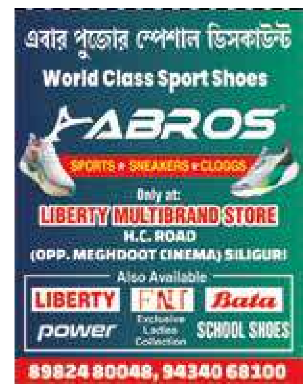

মেঘা রে মেঘা রে

- পুজোর কেনাকাটা করতে বৃষ্টির জন্য অনেকেই বাজারে যেতে পারছেন না
- পুজোয় সুস্থ থাকতে অনেকেই বাজারে গিয়ে বৃষ্টিতে ভেজার ঝুঁকি নিচ্ছেন না
- ফলে দিনের অধিকাংশ সময়ই শহরের রাজপথগুলি থাকছে শুনসান
- ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা অপেক্ষা করে রয়েছেন আকাশ পরিষ্কার হওয়ার জন্য
- শনিবার থেকে বৃষ্টি কমার কথা শোনা যাচ্ছে বলে আশায় ব্যবসায়ীরা

আজ শহরে

- একফালি জানালা'র উদ্যোগে শনিবার সন্ধ্যায় মেডিকেল মোড়ে সাহিত্য আড্ডা। বিষয়- শরৎচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বিভূতিভূষণ। সঙ্গে থাকবে কবিতা, গান।

নির্মাণকে কেন্দ্র করে বিবাদ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : 'টক টু মেয়র'-এ অভিযোগ জানিয়েও কাজ হল না। দেওয়াল ঘেঁষে নির্মাণ নিয়ে বিরোধ অব্যাহত থাকল রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাব ও ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের মধ্যে। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে রথখোলা মাঠে ক্লাবের পাশে রথখোলা ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন রয়েছে। এলাকার প্রবীণরা মিলে সংস্থাটি চালু করেছিলেন। অর্গানাইজেশনের সদস্যদের অভিযোগ, ক্লাব কর্তৃপক্ষকে নির্মাণ করতে বারণ করা সত্ত্বেও কথা শোনেনি।

সামাজিক কাজের পাশাপাশি স্বল্প খরচে ফিজিওথেরাপি, রক্ত পরীক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে অর্গানাইজেশনে। এছাড়াও দুঃস্থদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার বসেন। অর্গানাইজেশনের সম্পাদক প্রভাসকুমার পাল বলছেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে ঝামেলা করা হচ্ছে। নির্মাণের জন্য জানলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

সমস্যার সমাধানের জন্য শুক্রবার অর্গানাইজেশনের তরফে শহরের অন্য অর্গানাইজেশনের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। শিলিগুড়ি সোসাইটি ফর নেচার, এডুকেশন অ্যান্ড হেলথ অ্যাওয়ারনেস-এর সম্পাদক আশিস ঘোষের কথায়, 'প্রতিবাদ না করলে এখন কোনও কাজই হচ্ছে না। একটি অর্গানাইজেশনের জানলা বন্ধ করে নির্মাণ কী করে সম্ভব?'

নর্থবেঙ্গল কাউন্সিল ফর দ্য ডিজেবলড-এর প্রতিনিধি বিমান রায়ের কথায়, 'এধরনের কাজ একেবারেই কাম্য নয়। প্রয়োজনে আমরা সবাই মিলে মেয়রের কাছে যাব।'

যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক গৌতম ভদ্র বলছেন, 'ক্লাবের জায়গাতেই ওয়েলফেয়ার রয়েছে। ওয়েলফেয়ারের সুবিধার জন্য আমরা অনেক কাজ করেছি। ওয়েলফেয়ারের ওই ঘরের জানলা বন্ধই রাখা থাকত। ক্লাবের জায়গাতেই নির্মাণকাজ চলছে।'

ওয়েলফেয়ারের সদস্যদের একাংশের অভিযোগ, টক টু মেয়র-এ অভিযোগ করার পর থেকেই ক্লাব কর্তৃপক্ষ আরও চাপ দিতে শুরু করেছে।

টোটোয় বসল রঙিন স্টিকার

টোটোর সামনে কিউআর কোড সমতে পুলিশের স্টিকার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : শহরবাসীর নিরাপত্তার স্বার্থে এবং রুট অনুযায়ী চালাতে শিলিগুড়িতে টোটোয় কিউআর কোড সমেত স্টিকার বসাল পুলিশ। দার্জিলিং জেলায় রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত পাঁচ হাজার টোটোর জন্য তালিকা ধরে নম্বর সমেত স্টিকার বসানো হয়েছে। তাতে রয়েছে কিউআর কোড। সেটা স্ক্যান করলেই জানা যাবে টোটো মালিকের নাম, ঠিকানা সহ যাবতীয় তথ্য। রং অনুযায়ী বিভিন্ন রুটে চলবে এই টোটোগুলো।

শুক্রবার শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর হাসমি চকে টোটোয় স্টিকার লাগানোর প্রক্রিয়ার সূচনা করেন। সেখানে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের ওসি মহেশ সিং। পুলিশ কমিশনার বলেছেন, 'টোটো চলাচলে জোনিং করা হল। পাশাপাশি বারকোড লাগানো হয়েছে। এতদিন টোটো নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছিল। এখন উঠে আগে স্ক্যান করুন, সব তথ্য পেয়ে যাবেন। বাড়ির লোককে সেই তথ্য পাঠিয়ে রাখতে পারবেন।'

শিলিগুড়িতে টোটো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা গুজব ছড়াচ্ছিল। এরইসঙ্গে যানজট সমস্যার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে টোটো। সমস্যা সমাধানে পুলিশ, পরিবহণ দপ্তর এবং পুরনিগম বৈঠক করে একটি সিদ্ধান্তে আসে। দার্জিলিং জেলার সমস্ত রেজিস্ট্রেশনযুক্ত টোটোর জন্য কিউআর কোড সহ স্টিকার তৈরি করা হয়। এই স্টিকারগুলি হলুদ, সবুজ, নীল এবং বেগুনি রঙের। শহরের চারটি প্রধান রাস্তা- বর্ধমান রোড, হিলকার্ট রোড, সেবক রোড এবং বিধান রোডে রঙের ভিত্তিতে টোটো চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে। ঠিক হয়েছে, বাকি নম্বরবিহীন টোটো চলবে পকেট রুটে।

বিগ বাজেটের মণ্ডপসজ্জা নিয়ে চিন্তা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : দু'দিন আগের অসহ্য গরম থেকে রেহাই পেতে একটু বৃষ্টির আশা করছিলেন শহরবাসী। তবে সেই স্বস্তির বৃষ্টিই বর্তমানে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুজো উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে মৃৎশিল্পীদের। যখন হাতে বাকি মাত্র কয়েকদিন। তার মধ্যে কাজ গুটিয়ে ফেলতে হবে। তখন সেই কাজে বাদ সাধছে বৃষ্টি। কোনওভাবে মণ্ডপের ভেতরে কাজ চললেও বাইরের কাজ একেবারে থমকে গিয়েছে। এতেই চিন্তায় সুব্রত সংঘ, দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব, সেন্ট্রাল কলোনির মতো বিগ বাজেটের পুজোগুলি। এভাবে চলতে থাকলে মণ্ডপ তৈরির কাজ কতটা এগোবে তা নিয়েও সংশয় রয়েছে।

প্রচণ্ড গরমে কাজ করতে কষ্ট হচ্ছিল ঠিকই তবে দ্রুতগতিতে কাজ হওয়াতে মনে স্বস্তি ছিল বলছেন শিলিগুড়ি মৃৎশিল্পী উন্নয়ন সমিতির সভাপতি অশোক পাল। তাঁর কথায়, 'টানা বৃষ্টি যেন সবটাই ভেস্তে দিচ্ছে। এখন তো কাজ এগোনোই মুশকিল। এভাবে চলতে থাকলে সময়ের মধ্যে প্রতিমা তৈরির কাজ শেষ হবে না।' একই কথা বলেন আরেক মৃৎশিল্পী নিলু পাল। তিনি বলেন, 'এখন শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে। এই সময় বৃষ্টিটা অনেক ক্ষতি করছে। দু'দিন আগেই মনে হয়েছিল এবছর ব্যবসা ভালো হবে। তবে বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে কী হবে সেটা বলা মুশকিল।'

প্রতিবছর অভিনব থিমের মাধ্যমে শহরবাসীকে বিশেষ পুজো উপহার দেওয়ার চেষ্টা করে সুব্রত সংঘ। এবার মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের দিয়ে মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে। তবে অবিরাম বৃষ্টিতে বেশ কয়েকদিন থেকে শিল্পীরা কাজ বন্ধ করেই রেখেছে বলে জানিয়েছেন ক্লাবের সভাপতি ভাস্কর বিশ্বাস।

একই পরিস্থিতি সেন্ট্রাল কলোনিরও। তাঁদের এবারের থিম যক্ষপুরী। মণ্ডপের ভেতরের কাজ প্রায় শেষ। তবে বাইরের সজ্জা ও কারুকার্য করার ক্ষেত্রে যে একটু সমস্যা হচ্ছে তা বলছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ক্লাবের সম্পাদক সৌরভ নাথ বলেন, 'বৃষ্টির জন্য মণ্ডপের বাইরের কাজ করতে পারছেন না শিল্পীরা। বৃষ্টি টানা চলে তাহলে সময়মতো মণ্ডপের সম্পূর্ণ কাজ শেষ হবে কি না তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছি।'

বৃষ্টির কোপ থেকে বাদ যায়নি দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবও। সেখানে এবার মণ্ডপের ভেতরে থাকছে বিভিন্ন মডেল। বাইরেও নানা কারুকার্য থাকছে। তবে কাজের গতি অনেকটাই কমে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই ক্লাবের সদস্য বাবুল পালচৌধুরী। তিনি বলেন, 'দোরগোড়ায় এই পরিস্থিতি মন খারাপ করে দিচ্ছে। তবে আশা রাখছি সব ঠিক হবে।'

বৃষ্টিতে গতি ব্যাহত হলেও রবীন্দ্রসংঘের পুজোর মণ্ডপের কাজ চলছে। ছবি : তপন দাস

Great Eastern™
We serve you best
GREAT
FESTIVAL
SALE
CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI*
1 EMI OFF*
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT GUARANTEE*
Upto 21000 CASH BACK* For Finance Customer
BAJAJ FINSERV
HDB FINANCIAL SERVICES
kotak Kotak Mahindra Bank
IDFC FIRST Bank
LUCKY DRAW CONTEST
পুজোর শুভারম্ভ
Scratch and Win!
1 CAR
5 TWO WHEELER
101 LED
101 MICROWAVE
& many more ......
ASSURED GIFT WITH EVERY PURCHASE*
100 LED
100 MICROWAVE
2000 TROLLEY BAG
1000 MIXER GRINDER
2000 KETTLE
& Many More Surprise GIFTS
SAMSUNG
F15 5G (6/128) EMI / DAY 40
S24 5G (8/128) EMI / DAY 87
Galaxy S24 Ultra
Apple16 (128) EMI / DAY 111
Apple 16 Plus(128) EMI / DAY 125
vivo
Y58 (8/128) EMI / DAY 51
V40 (8/128 GB) EMI / DAY 46
₹10 10% Cashback + 10 Months
Redmi 13 5G
mi
MI 13C 5G (4/128) EMI / DAY 29
MI 13 5G (8/128) EMI / DAY 43
realme 13 Pro+
realme
12X (8/128) EMI / DAY 42
13 Pro+ 5G(8/256) EMI / DAY 61
oppo
A3 5G (6/128) EMI / DAY 44
Reno12 5G(8/256) EMI / DAY 92
FREE Ear Pods With every mobile purchase
Ci3 12th Gen| 8 GB | 512 SSD Bk Lit. KB|15.6| Win 11 & Office ₹ 30990 EMI / DAY ₹ 86
Ci5 -12450H | 8GB | 512SSD | 4GB RTX2050 | 15.6 | Win 11 | Bk Lit. KB ₹ 53490 EMI / DAY ₹ 149
Ci5 12th Gen | 8 GB | 512 SSD Bk Lit. KB|15.6 | Win 11 & Office ₹ 39990 EMI / DAY ₹ 111
Ci5 13th | 16 GB | 512 SSD Bk Lit. KB|15.6|Win 11 & Office ₹ 55990 EMI / DAY ₹ 156
hp
DELL
Lenovo
FREE Gift
LAPTOP BAG
KEYBOARD
MOUSE
PEN DRIVE
Worth ₹4000/-
GEYSER Starting From ₹2190/-
MICROWAVE Starting From ₹5990/-
USHA 3 Jar Mixi with Dry Iron ₹2790/-
PHILIPS Mixi with Push Chopper ₹2790/-
HAVELLS Induction + Hair Dryer ₹2990/-
HAVELLS Mixi with Sandwich Maker ₹3490/-
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 97497 85485
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic
75 4K GOOGLE TV ₹76990 EMI / DAY ₹158
65 4K GOOGLE TV ₹43990 EMI / DAY ₹122
55 4K QLED ₹34990 EMI / DAY ₹97
55 4K GOOGLE TV ₹30490 EMI / DAY ₹85
43 4K QLED ₹30490 EMI / DAY ₹58
43 4K GOOGLE TV ₹22990 EMI / DAY ₹77
Happy Durga Puja
43 GOOGLE TV ₹18350 EMI / DAY ₹51
43 SMART TV ₹17990 EMI / DAY ₹50
43 CLOUD OS TV ₹16990 EMI / DAY ₹47
32 GOOGLE TV ₹10490 EMI / DAY ₹30
32 SMART TV ₹9990 EMI / DAY ₹33
32 CLOUD OS TV ₹9490 EMI / DAY ₹18
Whirlpool Godrej LG IFB LLOYD BOSCH Godrej Whirlpool LG
2X STORAGE SPACE
180 L ₹11990 EMI / DAY ₹32
184 L ₹12490 EMI / DAY ₹34
190 L ₹12790 EMI / DAY ₹35
185 L ₹14490 EMI / DAY ₹40
187 L ₹13990 EMI / DAY ₹38
200 L ₹13490 EMI / DAY ₹37
187 L ₹16990 EMI / DAY ₹47
238 L ₹19490 EMI / DAY ₹54
235 L ₹19990 EMI / DAY ₹55
240 L ₹20990 EMI / DAY ₹58
260 L ₹21990 EMI / DAY ₹61
IFB LLOYD Panasonic BOSCH Panasonic Godrej LG
243 L ₹24490 EMI / DAY ₹67
240 L ₹21490 EMI / DAY ₹59
280 L ₹27490 EMI / DAY ₹77
368 L ₹46490 EMI / DAY ₹128
445 L ₹48490 EMI / DAY ₹133
401 L ₹56490 EMI / DAY ₹155
472 L ₹47990 EMI / DAY ₹132
564 L ₹54990 EMI / DAY ₹151
602 L ₹60990 EMI / DAY ₹168
650 L ₹73990 EMI / DAY ₹203
Whirlpool LLOYD Whirlpool Godrej Panasonic LG BOSCH IFB Panasonic
ZERO PRESSURE FILL TECHNOLOGY
Semi Automatic - 7KG ₹8490 EMI / DAY ₹24
6.5 KG - TL ₹12490 EMI / DAY ₹35
6.5 KG - TL ₹12690 EMI / DAY ₹35
7 KG - TL ₹13490 EMI / DAY ₹38
6.5 KG - TL ₹14490 EMI / DAY ₹40
7 KG - TL ₹17990 EMI / DAY ₹50
7 KG - TL ₹18490 EMI / DAY ₹51
7 KG - TL ₹18490 EMI / DAY ₹51
6.5 KG - TL ₹21490 EMI / DAY ₹59
11 KG - FL ₹25990 EMI / DAY ₹71
Godrej IFB LG Panasonic Whirlpool BOSCH Godrej BOSCH LG
6 KG - FL ₹23490 EMI / DAY ₹65
7 KG - FL ₹23990 EMI / DAY ₹66
6 KG - FL ₹24490 EMI / DAY ₹67
6.5 KG - FL ₹24490 EMI / DAY ₹67
6 KG - FL ₹26990 EMI / DAY ₹74
7 KG - FL ₹29490 EMI / DAY ₹81
6.5 KG - FL ₹31490 EMI / DAY ₹87
9 KG - FL ₹34990 EMI / DAY ₹96
9 KG - FL ₹39990 EMI / DAY ₹110
10 KG - FL ₹47490 EMI / DAY ₹130
ONIDA LLOYD VOLTAS Godrej Carrier BLUE STAR HITACHI
1.5 Ton - Inverter ₹28990 EMI / DAY ₹80
1.5 Ton - Inverter ₹31990 EMI / DAY ₹88
1.5 Ton - Inverter ₹32990 EMI / DAY ₹91
1.5 Ton - Inverter ₹29990 EMI / DAY ₹83
1.5 Ton - Inverter ₹34990 EMI / DAY ₹96
1.5 Ton - Inverter ₹34990 EMI / DAY ₹96
1.5 Ton - Inverter ₹35990 EMI / DAY ₹99
ONIDA LLOYD VOLTAS Godrej Carrier BLUE STAR HITACHI
1.5 T - 5 S - Inverter ₹32990 EMI / DAY ₹91
1.5 T - 5 S - Inverter ₹37990 EMI / DAY ₹104
1.5 T - 5 S - Inverter ₹37990 EMI / DAY ₹104
1.5 T - 5 S - Inverter ₹34990 EMI / DAY ₹96
1.5 T - 5 S - Inverter ₹42990 EMI / DAY ₹118
1.5 T - 5 S - Inverter ₹41990 EMI / DAY ₹115
1.5 T - 5 S - Inverter ₹41990 EMI / DAY ₹115
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 97497 85485
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

সেপ্টেম্বর মাসের বিষয় : ঘোরাঘুরির গল্প

পেলিং, সিকিম

প্রথম : দীপাঞ্জয় ঘোষ
(গোফানগর, দক্ষিণ দিনাজপুর) ক্যানন ইওএস ২০০ডি

বালি, ইন্দোনেশিয়া

দ্বিতীয় : অভিজিৎ শীল
(সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৭০ডি

লাদাখ

তৃতীয় : রৌনক শূর রায়
(কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭১০০

নামচি, সিকিম

চতুর্থ : মনীষা দাস
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) আইফোন ১৫

টিউলিপ গার্ডেন, শ্রীনগর

পঞ্চম : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫

ভুটান

ষষ্ঠ : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ১২০০ডি

ডাল লেক, শ্রীনগর

সপ্তম : শোভন রায়
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) নিকন জেড৬

সেবক স্টেশনে

অষ্টম : দীপায়ন ভৌমিক
(আলিপুরদুয়ার) মোটোরোলা জি৫২

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

তন্ময় দেব, মালবিকা রায়, সত্যজিৎ অধিকারী, সুকান্ত সরকার, অমিতাভ সাহা, দীপিকা রায়, অরিজিৎ সরকার, সুপ্রিয় সাধুখাঁ, প্রত্যয় রায়, ধনঞ্জয় সরকার, পিউমিতা অধিকারী, সুহান চক্রবর্তী, জয়াশিস বণিক, দেবজিৎ কর, সৌরভ রক্ষিত, পম্পা চাকি, শৌভিক রায়, বরুণ ভৌমিক, অভিরূপ ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর মালাকার, সৃজিত সাহা, কৃষ্ণা দাস, সৌমিক সাহা, মন্মথ মজুমদার, দীপক অধিকারী, রজনী রায়, অরিন্দম বিশ্বাস, কোয়েল চৌধুরী, প্রসূন হালদার, রাহুল বৈরাগী, জগৎ জীবন রায় বসুনিয়া, প্রিয়ম ঘোষ, চন্দন দাস, রজত দাস, পার্থপ্রতিম দাস, রীনা কর্মকার, অম্লান দত্ত, জীবন ব্যাপারী, অনন্যা সিংহ, প্রশান্ত চক্রবর্তী, সুমন দাস ও দীপ দাস।

আন্দোলন নিয়ে মন্তব্যে ‘সংযত’ শুভেন্দু

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সতর্কবার্তার পর এবার ‘সংযত’ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার তিনি বলেন, ‘জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন নিয়ে আমি বেশি কথা বলতে চাই না।’ তবে তাঁর পরামর্শ এড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে যে আখেরে কোনও লাভ হয়নি সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য ও মঙ্গল পান্ডের উপস্থিতিতে জানিয়ে দেওয়া হয়, জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন নিয়ে এমন কিছু বলা যাবে না যাতে ভুল বার্তা যায়। এদিন শুভেন্দু বলেন, ‘আমি আমার এই ডাক্তার ভাই-বোনদের ব্যাপারে বেশি কথা বলতে চাই না।... ওরা কোথায় থামবেন, কোথায় যাবেন সেটা পুরোপুরি ওদের নিজস্ব ব্যাপার। ওদের সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা বা পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।’ পর্যবেক্ষকদের মতে, শুভেন্দুর এই ‘বোধোদয়ের’ নেপথ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সতর্কবার্তা। কারণ বুধবারও হাজরার সভা থেকে শুভেন্দু জানিয়েছিলেন, ‘জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনে আরজি কর ইস্যুর কোনও মীমাংসা হয়নি।... স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বদল চেয়ে আপনারা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যে বৈঠক করেছেন, ওটা আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার।’ সম্প্রতি সরকারি প্রেক্ষাগৃহ ধনধান্যতে কনফারেন্স করতে চেয়ে কলকাতা পুরসভার কাছে আবেদন করেছিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। অভিযোগ, প্রথমে অনুমতি দিয়েও, পরে তা প্রত্যাহার করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই তা করা হয়েছে বলে এদিন দাবি করেছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, ‘বৈঠকের জন্য জুনিয়ার ডাক্তারদের আমি মুখ্যমন্ত্রীর বদলে মুখ্যসচিব বা রাজ্যপালের মধ্যস্থতায় বৈঠক করতে পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু ওঁরা তা শোনেননি। তাই আমি আর ভাই-বোনদের পরামর্শ দিতে চাই না।’ এরপরেই জুনিয়ার ডাক্তারদের উদ্দেশে শুভেন্দুর তীর্যক মন্তব্য, ‘শুধু একটা খবর পেয়ে কষ্ট লাগল, ধনধান্যতে কনফারেন্সের অনুমতি দিয়েও পরে তা বাতিল করা হয়েছে। তৃণমূল ও মুখ্যমন্ত্রী ওঁদের কী চোখে দেখে এটা তার প্রমাণ।’

কোচবিহার-ধুবড়ি রুট

শীঘ্রই ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনে ট্রেন

কোচবিহার, ২৭ সেপ্টেম্বর : নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে নিম্ন অসমের ধুবড়ি পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটার রেলপথে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনে ট্রেন চলাচল করবে। আগামী মাস থেকে সেই পরিষেবা চালুর লক্ষ্য নিয়েছে রেল। তার আগে শুক্রবার নিউ কোচবিহার থেকে ধুবড়ি পর্যন্ত একটি ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনের ট্রায়াল রান করানো হল। সবমিলিয়ে এই কাজে প্রায় ৯০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে ধুবড়ি পর্যন্ত রেলপথে বৈদ্যুতিকরণের কাজ শুরু হয় ২০২২ সালের গোড়ায়। ইরকন সংস্থার তরফে কাজটি হয়েছিল। সম্প্রতি সেই কাজ শেষ হওয়ার পর এদিন প্রথম ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন দিয়ে ট্রায়াল রান করানো হল। নিউ কোচবিহার স্টেশনে এদিন সেই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে ইরকনের জেনারেল ম্যানেজার কুন্তল ঘোষ, সিনিয়ার ট্রাফিক ম্যানেজার উজ্জ্বলকুমার নাগ, রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এলপি সিং সহ অন্যরা ছিলেন।

এদিনের ট্রায়াল রানের পর রেলের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) পরিদর্শন করে শংসাপত্র দিলেই ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনে ট্রেন চলাচল শুরু হবে। রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ মাল জংশন থেকে লাটাগুড়ি হয়ে ময়নাগুড়ি রোড পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার রেলপথে বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া, নিউ কোচবিহার থেকে বামনহাট পর্যন্ত ৮৮ কিলোমিটার পর্যন্ত রেলপথে কাজ চলছে। এই ডিভিশনে অসমের গোলকগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে ফকিরাগ্রাম স্টেশন পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটার রেলপথেও বৈদ্যুতিকরণ হচ্ছে।

কাজ বন্ধ সিমেন্ট কারখানায়

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর কোন্দল প্রকাশ্যে

জলপাইগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : বনধ, অবরোধ বা অন্য কোনও ইস্যুতে কারখানা বন্ধ করে আন্দোলন করা যাবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রীর সেই ঘোষিত নীতির বাইরে গিয়ে শাসকদল তৃণমূলের মদতে জলপাইগুড়ির মোহিতনগরের চৌরঙ্গি মোড়ে জোর করে একটি সিমেন্ট কারখানার যাবতীয় কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল কিছু শ্রমিকের বিরুদ্ধে। শুক্রবার বেলা দেড়টা নাগাদ কারখানার গেট আটকে দিয়ে আন্দোলন শুরু করেন ওই শ্রমিকরা। ঘটনার জেরে পদক্ষেপ দাবি করে নয়জন চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকের নাম উল্লেখ করে কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সিমেন্ট কোম্পানির সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত কর্তা সীতেশ জোহরি। কারখানা বন্ধের ঘটনায় প্রকাশ্যে এসেছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের গোষ্ঠীকোন্দলের রাজনীতি।

এদিন যাঁরা আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের দাবি তাঁরা তৃণমূল সমর্থক। তবে আইএনটিটিইউসি’র জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি তপন দে’র বক্তব্য, ‘কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। যাঁরা আন্দোলন করছেন তাঁরা তাঁদের সমস্যার কথা আমাদের জানাননি। আমাদের অনুমোদিত কোনও সংগঠন আন্দোলনে ছিল না। তৃণমূলের নাম করে মুখ্যমন্ত্রীর নীতির বাইরে গিয়ে কোনও অবরোধ আমরা সমর্থন করব না। পুলিশকে বলেছি আইন মেনে পদক্ষেপ করতে হবে।’

কারখানা বন্ধ করে আন্দোলনে মদত দেওয়ায় দলের নেতা কৃষ্ণ দাসের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তপন। তাঁর কথা, ‘তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন পুনর্গঠিত হয়েছে। আগে কৃষ্ণ দাস সেই সংগঠনের উপদেষ্টা ছিলেন। তিনিই সিমেন্ট কারখানা বা রানিগঞ্জ শিল্পতালুক দেখভাল করতেন। নতুন কমিটিতে তিনি বাদ পড়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে পুরোনো কমিটির লোকজনের উসকানিতেই কারখানার কাজ বন্ধ করা হয়েছে।’

তপনের দাবি মানতে নারাজ কৃষ্ণ। তাঁর কথা, ‘বোনাস নিয়ে কারখানায় সমস্যা হয়েছে। ৩২০০ টাকা বোনাস দিতে চাইছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। সেটা শ্রমিকরা মানতে নারাজ। যে কোনও শ্রমিকই তাঁদের নায্য দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে পারেন। সেটা দোষের নয়। কারখানা বন্ধের পক্ষে আমি নই। তবে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হলে তাঁদের পাশে থাকব। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। শ্রমিক, মালিক সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। কারখানা খুলেও গিয়েছে। সোমবার আলোচনার মধ্যে সব সমস্যা মিটে যাবে বলেই আশা করছি।’

তাঁকে বাদ দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিটি পুনর্গঠনের কথাও মানেননি কৃষ্ণ। তাঁর দাবি, তিনি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিটির উপদেষ্টা সেই কমিটি এবং বৃহস্পতিবার যে কমিটি গঠন করা হয়েছে দুটি আলাদা।

> কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। যাঁরা আন্দোলন করছেন তাঁরা তাঁদের সমস্যার কথা আমাদের জানাননি। আমাদের অনুমোদিত কোনও সংগঠন আন্দোলনে ছিল না। তৃণমূলের নাম করে মুখ্যমন্ত্রীর নীতির বাইরে গিয়ে কোনও অবরোধ আমরা সমর্থন করব না।
>
> **তপন দে,** *আইএনটিটিইউসি, জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি*

সাহায্যের আর্জি সুকান্তর

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের এককালীন ১ লাখ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের পালটা তোপ, বিজেপির আবেদনের ভরসায় বসে নেই মুখ্যমন্ত্রী। দুয়ারে ত্রাণশিবিরের মাধ্যমে সব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারকেই সহায়তা দেবে রাজ্য।

শুক্রবার হাওড়ার আমতা বিধানসভার বন্যাকবলিত এলাকায় দলের ত্রাণ কাজ দেখতে গিয়েছিলেন সুকান্ত। সেখানেই তিনি বলেন, ‘হুগলির পুরশুড়া,খানাকুল থেকে হাওড়ার আমতা, উদয়নারায়ণপুরের মতো বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও বন্যাকবলিত। অধিকাংশ কৃষি জমি জলের নীচে। ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কৃষিজীবী পরিবারগুলি দারুণ উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি, বন্যায় যাঁদের জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেইসব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারকে অন্তত ১ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দিক রাজ্য সরকার।’

কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘রাজ্যের শস্যবিমার আওতায় থাকা সব পরিবার এমনিতেই ক্ষতিপূরণ পাবেন। যারা বিমার আওতায় নেই সেইসব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকেও অন্তর্ভুক্ত করতে খুব শীঘ্রই দুয়ারে ত্রাণশিবির চালু হবে বন্যাকবলিত এলাকায়।

মরশুমের প্রথম তুষারপাত থাংগুতে। শুক্রবার।

উত্তর সিকিমে তুষারপাত

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার মরশুমের প্রথম তুষারপাতের সাক্ষী থাকল উত্তর সিকিমের থাংগু। এদিন বিকেলে হালকা হলেও তুষারকণা আছড়ে পড়েছে নাথু লা-য়। উৎসব শুরুর আগে যেটাকে ‘শুভ’ হিসেবে মানছে পাহাড়ি রাজ্যের পর্যটন মহল। কাকতালীয় হলেও এদিন ছিল বিশ্ব পর্যটন দিবস। তাই তুষারপাতে উচ্ছ্বসিত পর্যটকরা। সাধারণত পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে পাহাড়ে পারদ পতন এবং তুষারপাত হয়। টানা বৃষ্টির কারণে যেভাবে গত তিনদিন ধরে তাপমাত্রা কমছিল, তাতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার অনুপস্থিতিতেও মংগন জেলায় তুষারপাতের সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর।

পূর্বাভাস মিলিয়ে দিয়ে এদিন দুপুরে প্রথমে থাংগুতে তুষারপাত শুরু হয়। রাস্তা তো বটেই, বাড়িঘর- গাছের পাতা কিছুক্ষণের মধ্যে ধবধবে সাদা হয়ে ওঠে। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি। বিকেলে হালকা হলেও পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় নাথু লা-তে ভারী তুষারপাত ঘটতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা।

রেভেনিউ অফিসার বদলি

নাগরাকাটা, ২৭ সেপ্টেম্বর : একসঙ্গে রাজ্যের ১২৬ জন রেভেনিউ অফিসারকে বদলি করল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ২৫ জন রেভেনিউ অফিসার রয়েছেন। সরকারি তালিকায় ভূমি দপ্তরের এক ব্লক থেকে আরেক ব্লকে বদলির সংখ্যাই বেশি। অন্যদিকে, ব্লক ভূমি দপ্তর থেকে মহকুমা ভূমি দপ্তরে বদলি করা হয়েছে, এমনও কয়েকজন রেভেনিউ অফিসার রয়েছেন। সরকারি সূত্রে জানানো হচ্ছে, এটা রুটিন প্রক্রিয়া। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, ‘এক জায়গায় অনেকদিন ধরে কাজ করছিলেন, এমন রেভেনিউ অফিসারদেরই সম্ভবত এই বদলি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এরকম বার্তা আগেই দিয়েছিলেন, ভালো পদক্ষেপ।’

অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের বলি ৪

প্রথম পাতার পর

তবে সেই সঙ্গে আমার আরও একবার বিনীত অনুরোধ, দয়া করে হুকিং করে বিদ্যুৎ নেবেন না। এতে আপনারা নিজেদের বিপদ ডেকে আনছেন।’

ঘটনার সূত্রপাত এদিন সন্ধ্যায়। মাঠ থেকে গোরু নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ওই বাড়ির কর্তা পরেশ দাস এবং ছেলে মিঠুন দাস। অভিযোগ, বাড়ি ফেরার পর পরেশ বিদ্যুতের খুঁটি থেকে বেআইনিভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার জন্য হুকিং করছিলেন। সেই হুকিং করা বিদ্যুতের তার কোনওভাবে গোরুটির শরীরে লাগে। গোরুটিকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে দেখে পরেশ তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই সময় বৃষ্টি থাকার কারণে কোনওভাবে পরেশ নিজেও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যান। বাবাকে ওই অবস্থায় দেখে মিঠুন সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে বাঁচাতে যান। মুহূর্তের মধ্যে তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়েন। স্বামী এবং ছেলেকে বাড়ির উঠোনে ছটফট করতে দেখে স্ত্রী দীপালি নিজেও তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন। সেই সময় দীপালির সঙ্গে ছিল তাঁর দুই বছরের নাতি সুব্রত। দিদিমার সঙ্গে সেও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়ে। পরেশের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। এর পরেও কেন হুকিং করে বিদ্যুৎ নেওয়া হচ্ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় ফসলখেতে প্রায়ই হাতি হানা দেয়। সেই কারণে হাতির উপদ্রব থেকে ফসল বাঁচাতে কৃষিজমিতে অনেকেই বিদ্যুতের তার দিয়ে ঘিরে রাখেন। সেই বিদ্যুৎ সংযোগ হুকিং করে নিয়ে থাকেন গ্রামবাসীর একাংশ। পরেশ তেমনটাই করছিলেন কি না তা তদন্ত করে দেখছে বিদ্যুৎ দপ্তর।

বিদ্যুৎ দপ্তরের দাবি, কৃষিজমিতে বিদ্যুৎবাহিত তার দিয়ে ঘেরা দেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি। দপ্তর থেকে নিয়মিত এই বিষয়ের ওপর সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়ে থাকে। পরেশের প্রতিবেশী কালাচাঁদ দাস বলেন, ‘এমন মর্মান্তিক ঘটনা কল্পনাও করা যায় না। সন্ধ্যায় এমন ঘটনা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই।’

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি লিমিটেডের ডিরেক্টর সুমিত মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘গজলডোবার কাছে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত একটি দুর্ঘটনা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে, ওই বাড়ির লোকজন ওভারহেড লাইন থেকে হুকিং করে বিদ্যুৎ নিয়ে বাড়ির পাশের জমির যে বেড়া আছে তাতে সংযোগ করে। প্রথমে একটি গোরু ওই বেড়ার সংস্পর্শে এসে মারা যায়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রথমে একজন মানুষ মারা যান। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে এক শিশু সহ আরও তিনজন মারা গিয়েছেন। এই ঘটনার সঙ্গে বিদ্যুৎ দপ্তরের কোনও সম্পর্ক নেই।’

টাকিমারি এলাকার বাসিন্দা বিজেপি নেতা দুলাল অধিকারী বলেন, ‘ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাই এলাকায়। প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল তার মাঝেই দেখতে পাই, পরিবারের চারজন সদস্য অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এমন মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা শোকাহত।’ এদিনের ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের জলপাইগুড়ি রিজিওনাল ম্যানেজার সঞ্জয় মণ্ডলের কথায়, ‘প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, ওই বাড়িতে হুকিং করে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া হয়েছিল। যার থেকেই এই দুর্ঘটনা। ওই বাড়িতে বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ থাকার পরেও কেন হুকিং করা হয়েছিল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

বন্ধের ভয়ে

প্রথম পাতার পর

গতবার আমরা বেশি বোনাস পেয়েছিলাম, এবার মাত্র ১৬ শতাংশ। কিন্তু কী করব, বেশি আন্দোলন করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন সংসার চালাতে বাগানে ছেড়ে বাইরের রাজ্যে যেতে হবে। তাই আমরা আন্দোলনের পথে হাঁটিনি।’

একই কথা বলছেন খড়িবাড়ি ব্লকের ফুলবাড়ি চা বাগানের বাসিন্দা সুনীল করুয়া। তাঁর কথায়, ‘গতবার ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়া হয়েছিল, এবার ১৬ শতাংশ। মনে ক্ষোভ থাকলেও আমরা আন্দোলনের পথে যেতে চাইছি না। কারণ মাঝখানে খারাপ আবহাওয়ার জন্য বাগানে পাতা একেবারে ছিল না। আমরা সারাদিনে ২৫ কেজি পাতা তুলতে হিমসিম খেয়ে বসতাম। তাই আন্দোলন করে বাগান বন্ধ করতে চাইছি না।’

বোনাস-বিক্ষোভের নামে বাগান বন্ধের অপচেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তুলেছিল মালিকপক্ষের সংগঠন টাই। কিন্তু সেখানে ব্যতিক্রমী ভূমিকা নিচ্ছে তরাইয়ের একাধিক বাগানের শ্রমিকরা।

থানঝোরা চা বাগানের গিরীশ করুয়া বলছেন, ‘আমাদের এলাকায় বিকল্প কোনও শিল্প নেই। এই চা বাগানের উপর নির্ভর করে আছে শত শত পরিবার। আন্দোলন করে বাগানে অকেজো করে দেওয়ার পক্ষপাতী নই আমরা। কিন্তু এবার আমাদের বাগান থেকে ৯ শতাংশ বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা আমরা একেবারে মানব না। সেক্ষেত্রে আন্দোলন করবই। কারণ সারাবছর একটা বোনাসের দিকে থাকি সকল শ্রমিক। সেটাও দাবিমতো না পেলে ক্ষোভ বাড়বে।’

বাগান মালিকদের দাবি, এবার আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় মার খেয়েছে উৎপাদন। তা বেশ ঠাওর করতে পারছেন মাটিগাড়া বাগানের শ্রমিক আশা বড়াইক সহ আরও কয়েকজন। তাই আশা বলছেন, ‘বাগান বাঁচবে, তারপরই আমরা আগামীদিনে বেশি বোনাসের দাবি জানাব। এবার খারাপ আবহাওয়া, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে কীটনাশক ওষুধের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় উৎপাদন প্রচুর কমেছে। তাই মুখ বন্ধ করে ৬ শতাংশ বোনাস মেনে নিয়েছি। আগামী বছর ফলন ভালো হলে এর প্রতিশোধ আমরা তুলব।’

ব্ল্যাকমেলিং

কিশনগঞ্জ, ২৭ সেপ্টেম্বর : যৌনতার টোপ দেখিয়ে টাকা আদায় করার একটি চক্র সক্রিয় হয়েছে কিশনগঞ্জে। সম্প্রতি হোটেলে ডেকে এক ব্যক্তির কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটে। শুক্রবার পুলিশ সুপার সাগর কুমার সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, মহকুমা পুলিশ আধিকারিককে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের ভিডিও ফুটেজ ভাইরাল করা বা ভাইরালের ভয় দেখানো আইনত অপরাধ।

‘উত্তর সুবিধা’

প্রথম পাতার পর

সব থেকে বিস্ময়কর বিষয় হল, কোন ট্রাক উত্তর সুবিধায় রেজিস্ট্রেশন আছে তার কোনও তালিকাই থাকছে না স্থানীয় থানাগুলির কাছে। অসম-বাংলা সীমানায় পুলিশের একাধিক নাকা আছে। সেখানে সন্দেহ হলে ট্রাক আটকে তল্লাশি করা হয়। ৭ অগাস্ট অসম থেকে বাংলায় প্রবেশের সময় সংকোশ নাকা পয়েন্টে সন্দেহজনক দুটি কয়লাবোঝাই ট্রাক আটকে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেই ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বক্সিরহাট থানার ওসি মহম্মদ শাহবাজকে সাসপেন্ড করা হয়। তারপর থেকে অযাচিত শাস্তির ভয়ে দুই রাজ্যের সীমান্তে কার্যত সমস্ত নাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের নীচু মহলেও উত্তর সুবিধা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে বাংলায় ঢোকার সময় বহুবার দুই রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত নাকায় তল্লাশিতে ট্রাক থেকে উদ্ধার হয়েছে কয়লা, সিগারেট, সুপারি, গাঁজা, ইয়াবা, ব্রাউন সুগারের মতো নানা মাদক বা অস্ত্র। রহস্যময় উত্তর সুবিধা’র চক্করে কার্যত বন্ধ নাকা তল্লাশি। কোন ট্রাকে কী ঢুকছে বাংলায় তারপর সেগুলি কীভাবে, কোথায় পৌঁছোচ্ছে তা জানে না পুলিশও। (চলবে)

রোহিণীতে প্যারাগ্লাইডিং

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব পর্যটন দিবস থেকে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এবং রোহিণী প্যারাগ্লাইডিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার থেকে রোহিণীতে প্যারাগ্লাইডিং এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম চালু হল। পাশাপাশি এখানে মাউন্টেন বাইকিং, সাইক্লিং সহ অন্যান্য পরিষেবাও চালু হয়েছে। তবে, বৃষ্টির জন্য এদিন প্যারাগ্লাইডিং করানো সম্ভব হয়নি।

জিটিএর অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের আহ্বায়ক দাওয়া শেরপা বলেন, ‘পুজোর মরশুমে প্রচুর পর্যটক পাহাড়ে আসেন। সেই কথা মাথায় রেখে রোহিণীতে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়েও প্যারাগ্লাইডিং পরিষেবা নতুন করে শুরু হচ্ছে। বৃষ্টি কমলেই পর্যটকরা এই পরিষেবাগুলি উপভোগ করতে পারবেন।’

পর্যটনে বড় ‘ধস’

প্রথম পাতার পর

পাহাড়ের ওপর থেকে বোল্ডার পড়তে থাকে রেংগেলি-রেনক, সিংতাম-রংপোর মাঝে। যার জন্য প্রায় সারাদিনই ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকে।

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকা এখন নতুন কোনও ঘটনা নয়, কিন্তু প্রবল বর্ষণের জেরে দুধিয়া-পানিঘাটা রাস্তা, মিরিক রোড এমনকি ঘুম-সুখিয়াপোখরি রাস্তাতেও ধস নামে। সুখিয়াপোখরির রংভংবস্তির বাসিন্দা দীপক ছেত্রী বলছেন, ‘টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। আরও বৃষ্টি হলে বাড়িঘরের ক্ষতি হবে।’

লোয়ার সিটংয়ের ডায়েরিগাঁওতে ধস পড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকটি বাড়ি। আতঙ্কিত সেখানকার গ্রামবাসীরা। এখানকার বাসিন্দা লীলা গুরুংয়ের কথায়, ‘যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি আমরা।’

ঝড় এবং ধসের জেরে বেশ কয়েকটি বিদ্যুতের পোল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কালিম্পং শহরের একাংশ এবং কয়েকটি গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত। শনিবারও যদি প্রবল বর্ষণ হয়, তবে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা পাহাড়ের। আবহাওয়া দপ্তরের বৃহস্পতিবার বিকেলের হিসেব বলছে, গত ৭২ ঘণ্টায় দার্জিলিংয়ে ৩৯৭ মিলিমিটার ও কালিম্পংয়ে ২৮৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

পাহাড়ের এমন পরিস্থিতিতে পুজো পর্যটন নিয়ে ‘সিঁদুরে মেঘ’ দেখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এমনটা চলতে থাকলে এবারের পুজো-পর্যটন চরম ধাক্কা খাবে বলে আশঙ্কা তাঁদের। পর্যটন ব্যবসায়ী পার্থ গুহ বলছেন, ‘১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল দশায় একেই বুকিং নেই সিকিম ও কালিম্পংয়ে। দার্জিলিংয়ে যাও কিছুটা ব্যবসা রয়েছে, তাও থাকবে কি না বুঝতে পারছি না।’

হোটেল ব্যবসায়ী কল্লক দে মনে করছেন, ‘সমাজমাধ্যমে নেতিবাচক খবর ছড়াতে বেশি সময় লাগে না। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা তো থাকেই।’

বর্তমান বর্ষণের বিরতি ঘটার পর মহালয়ার দিন থেকে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ফলে সবমিলিয়ে পুজো-পর্যটন চরম ধাক্কা খেতে চলেছে বলে আশঙ্কা পর্যটন মহলে। সম্রাট সান্যালের মন্তব্য, ‘পুজো-পর্যটনে অশনিসংকেত দেখতে পেলাম বিশ্ব পর্যটন দিবসে।’

জেলার খেলা

শুরু ক্রিকেট দলবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের জন্য দলবদল শুক্রবার শুরু হয়েছে। পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা বলেছেন, ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে এদিন ৩১২ জন সই করেছেন। বৃষ্টির জন্য এদিন দলবদল প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। শনিবার দ্বিতীয়দিনে দুপুর ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সময় দেওয়া আছে। তবে প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হতে পারে। আগামীকাল আবহাওয়া খারাপ থাকলে একদিন সময় বাড়ানোর জন্য সচিব কুন্তল গোস্বামীর সঙ্গে কথা বলেছি।’

উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে এদিন তন্ময় সরকার জিটিএসসি, নবীন সংঘে শুভ্রজ্যোতি মিত্র, অঙ্কিত সিং এনআরআই-তে, অমর্ত্য মজুমদার, চিরঞ্জিত দাস, আকাশ মিস্ত্রি ও রজত প্রধান নবোদয় সংঘে এবং শিলিগুড়ি কিশোর সংঘে মানস মহন্ত সই করেছেন।

সেমিফাইনালে সঞ্জয়-মানিক

বাগডোগরা, ২৭ সেপ্টেম্বর : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের রবীন্দ্রনাথ দে ও মোহিতলাল হালদার ট্রফি অকশন ব্রিজে সেমিফাইনালে উঠেছেন সঞ্জয় দাস-মানিক সরকার ও প্রণব দাস-অধীর শাসমল। কোয়ার্টার ফাইনালে সঞ্জয়-মানিক ১৫৭ পয়েন্টে অভিজিৎ দত্ত-বিপ্লব মজুমদারের বিরুদ্ধে জিতেছেন। প্রণব-অধীর ২০০ পয়েন্টে হারিয়েছেন রতন সাহা-অভিজিৎ হালদারকে।

লুট দিয়ে যায় চেনা

প্রথম পাতার পর

ঘুষ ফেরানোর সেই লাইন পাহারা দিয়েছে পুলিশ। বাড়ি থেকে অফিস, অফিস থেকে বাড়ি, সর্বক্ষণ পুলিশ পাহারা দিয়েছে প্রধানকে। যে প্রধানের জেলে থাকা উচিত ঘুষ নেওয়ার দায়ে, তাঁকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল পুলিশ। মাথায় শাসকের হাত বা নির্দেশ না থাকলে কি এমন হয়!

অথচ কাটমানি ফেরানোর কর্মসূচি জানা ছিল না বলে প্রশাসন এখন সাফাই গাইছে। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা নিশ্চয়ই একদিনে ১০০ কোটি টাকা হাতাননি। সরকারি বরাদ্দ নয়ছয় করেছেন। জেলা পরিষদের জমি লিজে দিয়ে কর আদায় করেছেন। প্রশাসন জানতে পারেনি বললে এখন কেউ বিশ্বাস করবে? তৃণমূল তাঁকে সাসপেন্ড করেছে মাত্র, চেয়ারম্যানের পদ ছাড়তে বাধ্য করেছে। এত এত টাকা লুটের প্রমাণ পেলেও প্রশাসন এখনও তাঁর নামে এফআইআর করেনি।

এটা শাক দিয়ে মাছ ঢাকা ছাড়া আর কী বলতে পারেন! কত যে লুটের গল্প ছড়িয়ে চারদিকে। নিয়োগে দুর্নীতি, র‍্যাশনে অনিয়ম ইত্যাদির তালিকায় সম্প্রতি যোগ হয়েছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে হরির লুট। যে লুটে রেহাই পায়নি মৃতদেহ, মেডিকেল বর্জ্য। কঙ্কাল নিয়ে ব্যবসা, মেডিকেল বর্জ্য পাচারের মতো ভয়ংকর অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। ভর্তি, পাশ করিয়ে দেওয়ার নামে তোলাবাজি গত কয়েকদিনে বেআব্রু হয়েছে মেডিকেল কলেজগুলিতে।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা লুটপাটের মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রোজ কত ঘুঘুর বাসার গল্প শুনি। থিকথিক করে দালাল। মেডিকেল থেকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া, তাড়াতাড়ি অপারেশনের তারিখ পাইয়ে দেওয়া, রক্তের বেআইনি কারবার ইত্যাদি সবেতেই তোলাবাজির রাজত্ব। মানুষ সব জানে দেখে। শুধু প্রশাসন নাকি এখন জানছে। জেনে সরকার হুংকার দিচ্ছে, অন্যায় করলে কেউ পার পাবে না। অথচ মানুষের টাকা তছনছ করে এতদিন দিব্যি পার পেয়ে যাচ্ছিল লুঠেরারা।

গত চারদিন ধরে উত্তরবঙ্গ সংবাদে মোটর ভেহিকল দপ্তরের অন্দরে সিন্ডিকেটের তোলাবাজির খবর প্রকাশিত হওয়ার পর টনক নড়েছে প্রশাসনের। একসঙ্গে ২৭৪ জনকে বদলি করে দেওয়া হয়েছে এক ধাক্কায়।

যাঁদের সিংহভাগ উত্তরবঙ্গের। জাতীয় সড়কে ট্রাকচালকদের কাছে তোলাবাজির ওই সিন্ডিকেট মাসে কামায় দু’কোটি টাকা। যে উত্তরবঙ্গে অর্থাভাবে উন্নয়ন থমকে থাকে, সেখানে দু’হাতে বেআইনি রোজগার চলে।

আমার অত্যন্ত পরিচিত কয়েকজন নানাভাবে জড়িয়ে এই সরকারি সিন্ডিকেটে। তার প্রমাণ যথেষ্ট। সেই পরিচিতরা সবাই রাজ্য সরকারের কট্টর সমর্থক, শাসকদলের ঘনিষ্ঠ। দলটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে বলেই না আরজি কর মেডিকেলের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ মোকাবিলায় নীচুতলায় নামানো গেল না তৃণমূল নেতা-কর্মীদের। কেমন যেন সিঁটিয়ে গেলেন তৃণমূলের রাজ্য নেতাদের অনেকেও।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পালটা প্রচার করতে খোদ তৃণমূল নেত্রীর নির্দেশের পরেও সেই আড়ষ্টভাব কাটল না। সিবিআইয়ের দিকে আন্দোলনের বর্শামুখ ঘুরিয়ে দিতে মমতা-অভিষেকের চেষ্টা সত্ত্বেও দলের লোকেদের সেভাবে সক্রিয় করা গেল না। বরং জুনিয়ার ডাক্তাররা সিবিআইয়ের কাছে বিচার চাইতে গেলেন সিজিও কমপ্লেক্সে। তৃণমূলের একাংশের এই আড়ষ্টভাব, সিঁটিয়ে থাকার পিছনে আছে সেই দেশি প্রবাদটি, ‘কানা, মনে মনে জানা’।

দুর্নীতির অতল গহ্বরে তলিয়ে থাকা নেতা-কর্মীরা প্রতিবাদের, আন্দোলনের সাহস হারিয়েছেন। একসময় শুধু বিরোধী রাজনীতি করে অভ্যস্ত দলটি ক্ষমতায় আসার পর ভোটে জেতার কৌশল আয়ত্ত করেছে মাত্র। যাতে মতাদর্শের লেশমাত্র ছিল না। অর্থ রোজগারের ধান্দায় ক্ষমতার কাছাকাছি থাকাই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠায় তাঁদের ঘরে সিঁধ কেটে দুর্নীতির ঢোকা স্বাভাবিক তো বটেই। চারদিকে ‘এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই’য়ের দল।

মানুষের রোষ সামলানো পরের কথা, মনের ভাষা পর্যন্ত পড়তে শেখেননি যাঁরা, তাঁদের পক্ষে আরজি কর পরবর্তী জনপ্লাবন মোকাবিলা অসাধ্যই। একা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাজার চেষ্টা করলেও না। আমপাবলিকের ওই আন্দোলনে সরকার, তৃণমূল কোণঠাসা। দুর্নীতি সমূলে উৎপাটনে দলীয় সংকীর্ণতার বাইরে এমন তীব্র আন্দোলন আর কি কখনও হবে! ‘আশায় বাঁচে চাষা।’

খেলায় আজ

২০১৮ : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক মহিলার আনা ধর্ষণের অভিযোগ খারিজ করে দিল নেভাদা আদালত। রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে তিনি ২০০৯ সালে লাস ভেগাসের হোটেলে তাঁকে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন।

সেরা অফবিট খবর

হকি তারকাদের ভুলে চাওয়ালার সঙ্গে সেলফি

২০২৪ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতে দেশে ফেরার জন্য প্যারিস বিমানবন্দরে পৌঁছেছিল ভারতীয় হকি দল। সেখানকার একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন ব্রোঞ্জজয়ী দলের সদস্য হার্দিক সিং। বলেছেন, 'প্যারিস বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলাম আমি, হরমনপ্রীত সিং। সঙ্গে আরও ৫-৬ জন ছিল। বিমানবন্দরেই ছিলেন ডলি চাওয়ালা। ভারতীয় সমর্থকরা তো আমাদের চিনতেই পারছিলেন না। তাঁরা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ডলি চাওয়ালার সঙ্গে সেলফি তুলতেই ব্যস্ত ছিল। ওঁদের কাণ্ড দেখে সত্যি বলতে লজ্জাই লাগছিল।'

ভাইরাল

বুমরাহ হওয়ার চেষ্টায় বিরাট

জসপ্রীত বুমরাহর সামনেই তাঁর বোলিং অ্যাকশন নকল করার চেষ্টা করছিলেন বিরাট কোহলি ও রবীন্দ্র জাদেজা। যা দেখে পাশে দাঁড়ানো যশস্বী জয়সওয়াল ও রায়ান টেন ডোসেট হাসি চাপতে পারেননি। কানপুর টেস্টের ধারাভাষ্যকাররা অবশ্য বুঝতে পারেননি তাঁরা কার বোলিং অ্যাকশন নকলের চেষ্টা করছেন।

ইনস্টা সেরা

শাদমান ইসলামের বিরুদ্ধে আকাশ দীপের এলবিডব্লিউয়ের আবেদন নাকচ করে দিয়েছিলেন ফিল্ড আম্পায়ার। ডিআরএস নিতে আগ্রহী ছিলেন না রোহিত শর্মা। কিন্তু আকাশের মতো ঋষভ পন্থের উৎসাহ দেখে তিনি মত বদলান। রিভিউয়ে উইকেট মিলতেই হতবাক রোহিতের মুখ নেটিজেনদের আলোচনায় চলে আসে।

সংখ্যায় চমক

৪২০

নাজমুল হোসেন শান্তকে আউট করে রবিচন্দ্রন অশ্বীন এশিয়ার মাটিতে তাঁর উইকেট সংখ্যা পৌঁছে দিলেন ৪২০-তে। অনিল কুম্বলেকে টপকে দুই নম্বরে উঠে এলেন তিনি। শীর্ষে থাকা মুথাইয়া মুরলীধরন পেয়েছেন ৬১২ উইকেট।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ভারত প্রথম কাদের সঙ্গে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. সাকিব আল হাসান,
২. মোহিন্দার অমরনাথ।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, অসীম হালদার, সুজন মহন্ত, সমরেশ বিশ্বাস, অমৃত হালদার, সুখেন স্বর্ণকার, অরিজিৎ মণ্ডল, নিলয়জিৎ মণ্ডল।

বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনে আকাশের দাপট

বাংলাদেশ : ১০৭/৩

প্রথমদিনেই জোড়া উইকেট নিয়ে ফুটছেন আকাশ দীপ।

কানপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর : টসের সময়। রোহিত শর্মা, নাজমুল হাসান শান্তরা যখন মাঠে নামছেন, মাথার ওপর গুরুগম্ভীর আকাশ। মাঠে চলছে সুপার সপার। গত রাত, সকালের বৃষ্টিতে ভেজা আউটফিল্ড শুকোনোর নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস জারি।

সবমিলিয়ে ম্যাচ শুরু হতে হতে প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরি। দিনভরই বৃষ্টি, বিরূপ আবহাওয়ার ভ্রূকুটি। যদিও যাকে নিয়ে ভারতীয় শিবিরের উদ্বেগ, সেই বিরাট কোহলি বিন্দাস মেজাজে। কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে নিভৃতে যেমন আলোচনা করতে যেমন দেখা গেল, তেমনই চলল সতীর্থদের সঙ্গে খুনশুটিও।

মাঠেও নামলেন মুখে চকোলেট প্যাকেট ঝুলিয়ে! ম্যাচের আগে দলীয় হার্ডলে অধিনায়ক রোহিতের পেপটকের মাঝে বিরাটের স্পেশাল প্রতিক্রিয়ায় শুভমান গিল, ঋষভ পন্থদের মুখে হাসির ঝিলিক। গ্যালারিতেও বিরাট-ম্যানিয়া।

এক ১৫ বছরের স্কুল ছাত্র ৫৮ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে উন্নাও থেকে কানপুরে এসেছে প্রিয় নায়ককে দেখার জন্য। হাতের সামনে বিরাটকে পেয়ে মাঠকর্মীদের একজন তো পেন্নামও ঠুকলেন। হাতে হাত টেনে নিয়ে পালটা সম্মান বিরাটের। সুর কিছুটা কাটল বাংলাদেশি সুপার-ফ্যানকে মারধরের অভিযোগ ঘিরে।

বৃষ্টির জন্য খেলা কম, পারিপার্শ্বিক ঘটনার ঘনঘটা গ্রিনপার্কে। নামেই গ্রিনপার্ক। পিচে সবুজের ছিটেফোঁটা নেই। কিন্তু মাথার ওপর মেঘলা আকাশ, পিচের আর্দ্রতা কাজে লাগাতে টসে জিতে ফিল্ডিং নেন রোহিত।

যদিও প্রাক্তনদের অনেকে হিটম্যানের যুক্তিতে অবাক। পরিসংখ্যানও বলছে ১৯৬৪-র পর প্রথমবার টসে জিতে গ্রিনপার্কে কোনও অধিনায়ক বোলিং নিল। স্রোতে গা না ভাসিয়ে নতুন ভাবনা? নাকি রোহিতের মাথায় ঘুরছে চেন্নাই টেস্টের প্রথম ঘণ্টায় পেস সহায়ক পরিস্থিতি বাংলাদেশি পেসারদের সামনে টপ অর্ডারের ভরাডুবির দৃশ্যপট।

বাস্তব হল, পরিস্থিতির যতটা সুবিধা তোলা উচিত ছিল, তা হয়নি। সৌজন্যে এদিন কিছুটা বেমানান জসপ্রীত বুমরাহ। আগ্রাসী বোলিংয়ের পরও উইকেটহীন মহম্মদ সিরাজের। ফলে শুরুতেই জাঁকিয়ে বসার বদলে সমানে সমানে লড়াইয়ের ছবি। প্রথম সেশনে ২৬ ওভার খেলা হয়। লাঞ্চের পর আরও ৯ ওভার। মাথার ওপর বিরূপ আকাশের চোখরাঙানির মাঝে বাইশ গজে আকাশের দাপটে কিছুটা স্বস্তি।

সঠিক লাইন-লেংথ, সুইং পরিস্থিতির সদ্ব্যবহারের পুরস্কার, আকাশ দীপের পকেটে ওপেনারদ্বয়। তৃতীয় পেসার হিসেবে নবম ওভারে আকাশকে আক্রমণে আনেন রোহিত। তৃতীয় বলেই অধিনায়কের ভরসার মর্যাদা। খোলসের মধ্যে ঢুকে থাকা জাকির হাসান প্যাভিলিয়নে।

কৃতিত্বে ভাগীদার যশস্বী জয়সওয়ালও। চেন্নাইয়ের পর কানপুরেও দুরন্ত ক্যাচ। ডানদিকে ঝাঁপিয়ে প্রায় মাটির ওপর থেকে বল ছোঁ মেরে তুলে নেন। রিপ্লে দেখার পর যে ক্যাচে বৈধতা-২৪ বলের ঠকঠকানি শেষে শূন্যতেই বিদায় জাকিরের।

শাদমান ইসলামের (২৪) ইতিবাচক ইনিংসও থামান আকাশ। লেগবিফোরের জোরালো আবেদন বাতিল করেন আম্পায়ার। কার্যত আকাশের দাবিতেই শেষপর্যন্ত ডিআরএস নেন রোহিত। দেখা যায় আকাশই ঠিক। যদিও কমেন্ট্রি বক্সে থাকা প্রাক্তন বাংলাদেশ অধিনায়ক তামিম ইকবাল প্রশ্ন তুললেন। খোঁচা-আমার মনে হচ্ছিল বলটা লেগস্টাম্পের বাইরে যেত। কিন্তু ডিআরএস অন্যরকম ভেবেছে।

শুধু শুক্রবার নয়, আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, কানপুরের আকাশ টেস্টের প্রথম চারদিনই মেঘে ঢাকা থাকতে পারে।

৫৮ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে বিরাট কোহলির ব্যাটিং দেখতে কানপুরে হাজির ১৫ বছরের কার্তিকেয়।

মাঠ কর্মীরা পিচ বাঁচাতে আচ্ছাদন নিয়ে যাওয়ার ফাঁকেই একজনকে দেখা যায় বিরাট কোহলির পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে। কানপুরে শুক্রবার।

নাজমুল ও মোমিনুল হক অবশ্য লাঞ্চের (৭৪/২) আগে বাকি সময় নির্বিঘ্নেই কাটিয়ে দেন। শুরু থেকেই পজিটিভি অ্যাপ্রোচ নাজমুলের। প্রথম চার বলের দুটিই বাউন্ডারি। পেসারদের বিরুদ্ধে ড্রাইভ যেমন মারলেন, তেমনই সুইপ-রিভার্স সুইপে অশ্বীনকে ভালোমতোই সামলাচ্ছিলেন।

মাঝের সেশনের শুরুতেই পালটা জবাব অশ্বীনের। বাউন্স এবং হালকা টার্ন-পরাস্ত নাজমুল (৩১)। বল প্যাডে লেগে শুভমানের হাতে। আম্পায়ারের আঙুল আকাশে। ডিআরএস নেন নাজমুল। দেখা যায় ব্যাটে বল না লাগলেও বল সোজা স্টাম্পে লাগত। অতএব লেগবিফোর!

শান্তর উইকেটের সুবাদে আরও এক মাইলফলক অশ্বীনের। অনিল কুম্বলেকে (৪১৯ উইকেট) পিছনে ফেলে এশিয়ার মাটিতে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব অশ্বীনের (৪২০)। সামনে শুধু মুথাইয়া মুরলীধরন (৮০০ উইকেটের মধ্যে ৬১২টি এশিয়াতে)।

মন্দ আলোতে খেলা বন্ধের সময় স্কোর ১০৭/৩। কিছুক্ষণ পর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। আর ম্যাচ শুরু করা যায়নি। দুপুর তিনটে নাগাদ দিনের খেলায় ইতি টানার সিদ্ধান্ত। প্রত্যাশা জাগানো ব্যাটিংয়ে ৪০ রানে অপরাজিত মোমিনুল। সঙ্গী মুশফিকুর রহিম খেলছেন ৬ রানে।

এদিন ৬৫ ওভার খেলা নষ্ট হয়। আগামীকাল দ্বিতীয় দিনেও ১০০ শতাংশ বৃষ্টির পূর্বাভাস। শুধু ম্যাচে নয়, ভারতের হোয়াইটওয়াশের লক্ষ্যেও জল পড়ার উপক্রম।

বাঁদর তাড়াতে আসরে লেঙুড়!

কানপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর : নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে গ্রিনপার্কের নিরাপত্তায় লেঙুড়!

এমনই অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড শুক্রবার শুরু ভারত-বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্ট ঘিরে। কানপুরে বাঁদরের উপদ্রব দৈনন্দিন ঘটনা। গ্রিনপার্কও তার ব্যতিক্রম নয়। স্টেডিয়ামের আশপাশের গাছে থাকা বাঁদরের দল খিদে এবং তৃষ্ণা মেটাতে মাঝেমধ্যেই হানা দেয় স্টেডিয়ামে।

বাঁদর দলের নজর থাকে মূলত 'সি' ব্লকের দর্শকদের খাবার, জল। সবচেয়ে সমস্যায় পড়েন টেলিভিশন কর্মী এবং ক্যামেরাম্যানরা। সমস্যার জট বাঁদরের পাল তাড়াতে অভিনব পন্থা নিয়েছে আয়োজক উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা। প্রশিক্ষিত লেঙুড় (লম্বা লেজের বাঁদর জাতীয় প্রাণী) ভাড়া করে আনা হয়েছে পাহারার জন্য।

> বাঁদর দলের উপদ্রব, আতঙ্ক এড়াতে লেঙুড়কে এনে রেখেছি আমরা।
>
> **সঞ্জয় কাপুর** (ভেনু ডিরেক্টর)

গ্রিনপার্কে অবশ্য এটা নতুন ঘটনা নয়। অতীতে লেঙুড়কে কাজে লাগানো হয়েছে। এখানে অনুষ্ঠিত শেষ দুই আন্তর্জাতিক ম্যাচেও একই পদক্ষেপ করা হয়। লাভও হয়। ভেনু ডিরেক্টর সঞ্জয় কাপুর বলেন, 'বাঁদর দলের উপদ্রব, আতঙ্ক এড়াতে লেঙুড়কে এনে রেখেছি আমরা।'

বানরের উৎপাত আটকাতে তৈরি প্রশিক্ষিত লেঙুড়।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতরানের পর কামিন্দু মেন্ডিস।

ভারতীয় ব্যাটারদের প্র্যাকটিস করাতে নাগাড়ে থ্রো ডাউন দিয়ে যান রাঘুবেন্দ্র দ্বিবেদী। ক্রিকেটারদের প্রিয় রঘু ভাইয়ার সঙ্গে ছবি দিয়ে শুক্রবার রবি শাস্ত্রী ক্যাপশন করেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট দলের হৃদস্পন্দন'।

ব্র্যাডম্যানের পাশে কামিন্দু

গল, ২৭ সেপ্টেম্বর : গলে দ্বিতীয় টেস্টেও নিউজিল্যান্ডের সামনে দাপট দেখাচ্ছে শ্রীলঙ্কা। শুরুতে ব্যাট করে প্রথম ইনিংসে বড় রান করে লঙ্কা ব্রিগেড। শতরান করেন দীনেশ চান্ডিমল (১১৬)। অপরাজিত ১৮২ ও ১০৬ রানের ইনিংস খেলেন যথাক্রমে কামিন্দু মেন্ডিস ও কুশল মেন্ডিস। ৬০২ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দ্বীপরাষ্ট্রের দলটি। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের স্কোর ২ উইকেটে ২২ রান।

এদিকে টেস্টের দ্বিতীয় দিনেই স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের রেকর্ডে ভাগ বসালেন শ্রীলঙ্কার কামিন্দু মেন্ডিস। লাল বলের আন্তর্জাতিকে অভিষেকের পর টানা ৮ ম্যাচে অর্ধশতরান করে বৃহস্পতিবারই অনন্য নজির গড়েছিলেন তিনি। এবার লাল বলের আন্তর্জাতিকে তৃতীয় দ্রুততম ক্রিকেটার হিসাবে এক হাজার রানের গণ্ডি পেরোলেন

দাপট দেখাচ্ছে শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কার বছর ২৫-এর এই ক্রিকেটার। এই তালিকায় যুগ্মভাবে শীর্ষে রয়েছেন হার্বার্ট সাটক্লিফ ও এভার্টন উইকস। দুইজনই ১২টি ইনিংসে এই মাইলফলকে পৌঁছোন। ব্র্যাডম্যান নিয়েছিলেন ১৩টি ইনিংস। আজ কামিন্দুও সমসংখ্যক ইনিংসে হাজার রান করলেন।

মারধরের অভিযোগ ঘিরে বিতর্ক

বাংলাদেশের সুপার ফ্যান হাসপাতালে

কানপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর : বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো?

গ্রিনপার্কের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিয়ে তেমনই প্রশ্ন উঠল টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিনেই। বাংলাদেশের সুপার ফ্যান 'টাইগার রবি'-কে গ্যালারিতেই মারধরের অভিযোগ উঠল। পিঠে, তলপেটে আঘাতের জেরে হাসপাতালে পর্যন্ত দৌড়োতে হয়।

বৃষ্টি এবং ভিজে আউটফিল্ডের জন্য এদিন দেরিতে খেলা শুরু হয়। প্রথম সেশনে দুই ভারতীয় সুপার-ফ্যানের মাঝে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের পতাকাও ওড়াচ্ছিলেন ঢাকার বাসিন্দা 'টাইগার রবি'। গোটা শরীরে বাঘের চিহ্ন আঁকা। লাঞ্চের পরই বিপত্তি। অভিযোগ, কতিপয় ভারতীয় সমর্থক চড়াও হন।

আঘাতের জেরে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল টাইগার রবির। দ্রুত স্থানীয় রিজেন্সি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। অভিযোগ, পিছন থেকে তাঁর ওপর আক্রমণ চালায় স্থানীয় কয়েকজন দর্শক। পিঠ এবং তলপেটে চোট লেগেছে। শ্বাস নিতে পারছিলেন না ঠিকভাবে।

গ্রিনপার্কের নিরাপত্তাকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে পুলিশের দাবি, 'আমাদের একজন সহকর্মী টাইগার রবিকে 'সি' ব্লকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পান। ওঁর নিশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছিল তখন। কথা বলতে পারছিলেন না। গরমে ডিহাইড্রেশনের জন্যই এরকম হয়েছে সম্ভবত। চেকআপের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর বেশি কিছু নয়। এখন ভালো আছেন।'

পুলিশের যে দাবিকে সমর্থন করেছেন টাইগার রবিও। মারধরের খবরকে গুজব আখ্যা দিয়ে ছোট্ট ভিডিও ক্লিপে বলেছেন, 'অসুস্থ বোধ করছিলাম। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যায় আমাকে।

> আমাদের একজন সহকর্মী টাইগার রবিকে সি ব্লকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পায়। ওঁর নিশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছিল তখন। কথা বলতে পারছিল না। মনে হচ্ছে ডিহাইড্রেশনের জন্যই এই রকম হয়েছে। চেকআপের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর বেশি কিছু নয়। এখন ভালো আছে।
>
> **নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক পুলিশকর্মী**

এখন অনেক ভালো আছি। আমার নাম রবি, বাংলাদেশ থেকে এসেছি।'

অপর এক সূত্রের দাবি, লাঞ্চের আগে কয়েকজন দর্শকের সঙ্গে নাকি কথা কাটাকাটিতে জড়ান টাইগার রবি। উপস্থিত নিরাপত্তারক্ষীরা তখন তা মিটিয়েও দেন। কিন্তু মধ্যাহ্ন বিরতিতে ফের ঝামেলা বাধে। স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকের তরফে বলা হয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে এব্যাপারে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করা হবে।

এর আগে কানপুরে বাংলাদেশকে খেলতে না দেওয়ার হুমকি দেয় স্থানীয় হিন্দু সংগঠন। পদ্মাপাড়ের হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চলছে। তাই কানপুরে বাংলাদেশ দলকে খেলতে দেওয়া হবে না। ম্যাচ সরানোর সম্ভাবনা তৈরি হলেও শেষপর্যন্ত তা হয়নি। গ্রিনপার্ককে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলে মুড়ে ফেলে ম্যাচ হচ্ছে। তার মধ্যেই আজকের ঘটনা নতুন করে বিতর্ক উসকে দিল।

বাংলাদেশের সুপার ফ্যান 'টাইগার রবি'-কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

গোলের পর উল্লাস টটেনহ্যাম হটস্পারের ডমিনিক সোলাঙ্কের।

১০ জনে খেলে জয় টটেনহ্যামের

লন্ডন, ২৭ সেপ্টেম্বর : ৩ গোলে জয় দিয়ে ইউরোপা লিগ অভিযান শুরু করল টটেনহ্যাম হটস্পার। ৮ মিনিট থেকে ১০ জনে খেলেও কারাবাগ এফকে-কে হারাল স্পার্সরা। বৃহস্পতিবার রাতে টটেনহ্যামের ঘরের মাঠে ম্যাচ শুরু হয় ৩৫ মিনিট দেরিতে। লন্ডনের রাস্তায় জ্যামে আটকে গিয়ে আজারবাইজানের দল কারাবাগ মাঠে পৌঁছায় দেরিতে। তার জেরেই বিপত্তি। এদিকে ম্যাচের শুরুতেই লাল কার্ড দেখেন টটেনহ্যামের ফুটবলার রাডু দ্রাগুসেন। ১০ জন হয়ে গেলেও লড়াই থামায়নি স্পারসরা। গোলও চলে আসে ১১ মিনিটে। লক্ষ্যভেদ ব্রেনান জনসনের। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে টটেনহ্যামের হয়ে বাকি দুইটি গোল করেন পেপ সার ও ডমিনিক সোলাঙ্কে। উলটোদিকে একাধিক সুযোগ পেয়েও বল জালে জড়াতে পারেনি আজারবাইজানের ক্লাবটি। পেনাল্টিও নষ্ট করে তারা।

লিগের অন্য ম্যাচে আটকে গিয়েছে এএস রোমা। অ্যাটলেটিক বিলবাওয়ের সঙ্গে ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করে সিরি এ-এর ক্লাবটি।

অশ্বীন-জাড্ডুকে নিয়ে সতর্কবার্তা ম্যাক্সের

লন্ডন, ২৭ সেপ্টেম্বর : দ্রুত পার হচ্ছে সময়। এগিয়ে আসছে বছর শেষের বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। ঘরের মাঠে রোহিত শর্মার ভারত যখন বাংলাদেশ সিরিজে ডুবে, তখন স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে চলছে আলোচনা।

আজ সেই আলোচনায় শামিল হয়েছেন অজি অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তাঁর মনে হচ্ছে, ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ জিততে হলে ভারতীয় স্পিন জুটি রবিচন্দ্রন অশ্বীন ও রবীন্দ্র জাদেজার বিরুদ্ধে সফল হতেই হবে। অ-জা জুটি অতীতে অজিদের সমস্যায় ফেলেছে বারবার। সেকথাই আজ মনে করিয়ে দিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। সঙ্গে বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা জোরে বোলার জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে ঢালাও প্রশংসা তো রয়েইছে।

২২ নভেম্বর পারথে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া সিরিজ। পাঁচ টেস্টের সিরিজ নিয়ে ইতিমধ্যেই সাড়া পড়ে গিয়েছে ক্রিকেট সমাজে। ম্যাক্সওয়েল নিজেও আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি নিয়ে উত্তেজিত। তার মধ্যেই সতীর্থদের সতর্ক করে গ্লেন আজ বলেছেন, 'ভারতীয় বোলিং শক্তির অন্যতম মুখ হল অশ্বীন-জাদেজা জুটি। ওদের বিরুদ্ধে বহু ম্যাচ খেলেছি আমরা। লড়াইও হয়েছে প্রচুর। অনেক সময় অ-জা জুটি খেলার রং বদলে দিয়ে গিয়েছে। বছর শেষের সিরিজের সময়ও ওদের নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সামলে খেলতে হবে অ-জা জুটিকে। আমার কেরিয়ারে বহুবার ওদের বিরুদ্ধে যেমন সফল হয়েছি, তেমন ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাও কম নেই। তাই অ-জা জুটিকে নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতেই হবে।'

> ভারতীয় বোলিং শক্তির অন্যতম মুখ হল অশ্বীন-জাদেজা জুটি। ওদের বিরুদ্ধে বহু ম্যাচ খেলেছি আমরা। লড়াইও হয়েছে প্রচুর। অনেক সময় অ-জা জুটি খেলার রং বদলে দিয়ে গিয়েছে। বছর শেষের সিরিজের সময়ও ওদের নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।
>
> **গ্লেন ম্যাক্সওয়েল**

কানপুর টেস্টে প্রথমদিন উইকেট তুলতে না পারলেও চাপে রাখলেন বুমরাহ।

মজার বিষয় হল, স্যর ডনের দেশে শেষ দুটো সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দেওয়া টিম ইন্ডিয়া স্পিনের চেয়ে বেশি করে পেস শক্তির উপর ভরসা করে সফল হয়েছে। আর সেই পেস আক্রমণের সেরা হাতিয়ার বুমরাহ। বর্তমান ক্রিকেট সমাজের এক নম্বর বোলারের বিরুদ্ধেও ম্যাক্সওয়েল বহু ম্যাচ খেলেছেন। ২০১৩ সালে

বুমরাহর প্রশংসা

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের নেটে প্রথমবার বুমরাহকে দেখেছিলেন গ্লেন। মাঝে দীর্ঘসময় পার। বুমরাহ ক্রমশ দুনিয়ার সেরা হয়ে উঠেছেন। ভারতীয় পেস আক্রমণের সেরা অস্ত্রকে প্রথম দেখার অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, '২০১৩ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নেটে ওকে প্রথমবার দেখেছিলাম। সেই সময়ের তুলনায় বুমরাহ আজ অনেক পরিণত। ওকে নিয়েও আমাদের সতর্ক থাকতেই হবে।'

কেকেআরের নয়া মেন্টর ডিজে ব্রাভো

'ম্যাচ জিতব, পার্টি করব'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : রিকি পন্টিং থেকে জাক কালিস!

গৌতম গম্ভীরের উত্তরসূরি নিয়ে কম জল্পনা হয়নি সম্প্রতি। কিন্তু শেষপর্যন্ত গম্ভীরের উত্তরসূরির দায়িত্ব পেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডোয়েন ব্রাভো। কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে আজ সকালে সরকারিভাবে নাইটদের মেন্টর হিসেবে ব্রাভোর নাম ঘোষণা হয়েছে। শুধু কেকেআর নয়, জানা গিয়েছে, শাহরুখ খানের দুনিয়াজুড়ে যতগুলি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের দল রয়েছে, সব দলেরই মেন্টর হিসেবে আগামীদিনে দেখা যাবে ব্রাভোকে। নতুন দায়িত্ব পেয়েই ব্রাভো বলেছেন, 'আমাদের বস শাহরুখ খান সবসময় বলে, আমরা যেন ক্রিকেট উপভোগ করি। মজা করি। তাই আমরা ম্যাচ জিতব আর পার্টি করব।'

> নাইট রাইডার্স পরিবারের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ আমার উপর ভরসা রাখার জন্য। দুর্দান্ত একটি দলের সদস্য হতে পেরে আমি গর্বিত। আশা করব, নাইটদের সংসারে দুর্দান্ত সময় কাটাতে পারব আমি।
>
> **ডোয়েন ব্রাভো**

সব ধরনের ক্রিকেট থেকে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন ডিজে ব্রাভো। আর অবসরের পরই পাকাপাকিভাবে কোচিংয়ে ঢুকে পড়লেন তিনি। অতীতে চেন্নাই সুপার কিংস দলের বোলিং কোচ হিসেবে তাঁকে দেখা গিয়েছে। আফগানিস্তান জাতীয় দলের পরামর্শদাতা হিসেবেও ব্রাভো কাজ করেছেন। তবে এবার তাঁর জন্য সম্পূর্ণ নতুন চ্যালেঞ্জ। এমন সময় তিনি কেকেআরের মেন্টর হলেন, যখন ২০২৫ সালের আইপিএলে নাইটরা খেলতে নামবেন শেষবারের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে। ফলে সাফল্যের প্রত্যাশা থাকবে আরও বেশি। পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোরকম ওয়াকিবহাল ব্রাভো আজ নাইটদের মেন্টর হওয়ার পর বলেছেন, 'নাইট রাইডার্স পরিবারের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ আমার উপর ভরসা রাখার জন্য। দুর্দান্ত একটি দলের সদস্য হতে পেরে আমি গর্বিত। আশা করব, নাইটদের সংসারে দুর্দান্ত সময় কাটাতে পারব আমি।' কেকেআরের হয়ে কখনও আইপিএলে খেলেননি ব্রাভো। কিন্তু মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে দীর্ঘসময় আইপিএলে খেলেছেন তিনি। তিনবার ট্রফি জয়ের অভিজ্ঞতাও রয়েছে। এহেন ব্রাভো এবার কেকেআর সংসারে সাফল্যের ছন্দ ধরে রাখতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

ডোয়েন ব্রাভোকে স্বাগত জানিয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে সামাজিক মাধ্যমে এই ছবি পোস্ট করা হয়েছে।

সিরিজ ধরে এগোনোয় জোর মরনির

কানপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর : নতুন দায়িত্ব। নতুন লক্ষ্য।

দায়িত্বটা উপভোগও করছেন। দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে এদিন অনুভূতির কথাই প্রকাশ করলেন ভারতীয় দলের নতুন বোলিং কোচ মরনি মরকেল। পাকিস্তান দলের হয়ে বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন। সামলেছেন শাহিন শা আফ্রিদিদের। যদিও তা সুখকর হয়নি।

> গত সপ্তাহ দুর্দান্ত কেটেছে। ভারতের বিরুদ্ধে অতীতে অনেক ম্যাচ খেলেছি। অবসরের পরও ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে বরাবর আগ্রহ ছিল। এখন ভারতীয় দলের অঙ্গ। দুর্দান্ত পরিবেশ এবং ওদের কাজ করার ধরন।
>
> **মরনি মরকেল**

কিন্তু জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের নিয়ে উলটো অনুভূতি। মরকেলের কথায়, 'গত সপ্তাহ দুর্দান্ত কেটেছে। ভারতের বিরুদ্ধে অতীতে অনেক ম্যাচ খেলেছি। অবসরের পরও ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে বরাবর আগ্রহ ছিল। এখন ভারতীয় দলের অঙ্গ। দুর্দান্ত পরিবেশ এবং ওদের কাজ করার ধরন।'

ভারতীয় দল নিয়ে পরবর্তী লক্ষ্যও স্থির প্রাক্তন কিউয়ি পেসারের। চান অভিজ্ঞ বুমরাহদের নিয়ে নয়া বেঞ্চমার্ক তৈরি করতে। মরকেলের কথায়, সামনে একাধিক সিরিজ। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজও রয়েছে। চ্যালেঞ্জগুলি অতিক্রম করতে তারুণ্যের জোশের পাশাপাশি ভারতীয় সাজঘরের অভিজ্ঞতাও তুরুপের তাস বলছেন। গুরুত্ব দিচ্ছেন ম্যারাথন সিরিজের জন্য সবাইকে ফিট রাখার ওপর।

মরকেল আরও বলেছেন, 'নতুন লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ায় আমি বিশ্বাসী। সিরিজ ধরে এগোতে চাই। শর্ট কাট নয়, ক্রমশ উন্নতিতে জোর দিতে হবে। বিশেষত, তরুণ বোলাররা (যশ দয়াল, আকাশ দীপ) যাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ভুল করা এবং ভুল থেকে শেখা গুরুত্বপূর্ণ। চাপমুক্ত ভাবে সেই জায়গা দিতে হবে নতুনদের।'

কানপুরে টেস্টে টসে জেতার পর রোহিত শর্মার বোলিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত অবাক করেছে সবাইকে।

রোহিত বোলিং নেওয়ায় অবাক জাদেজা

এদিকে, টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার রোহিত শর্মার সিদ্ধান্তে অবাক অজয় জাদেজা। প্রাক্তন তারকার মতে, কানপুরে আগে ব্যাটিং বরাবরের 'হিট ফর্মুলা'। যদিও সুযোগ পেয়েও সেপথে হাঁটেননি ভারত অধিনায়ক। রোহিতের আগে বোলিংয়ের যুক্তি উড়িয়ে জাদেজার দাবি, 'পরিস্থিতি ব্যাটিংয়ের জন্য একদম ঠিকঠাক ছিল। টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়া উচিত ছিল। আমার ধারণা, ভারত সেই সুযোগ হাতছাড়া করেছে। কিন্তু সমস্যা হল, ভুল করলেও ওরা (রোহিত, গম্ভীর) তা মানবে না। বিশেষত, ফিল্ডিং সাজানোর মধ্যেই পরিষ্কার, রোহিত নিজেও বুঝতে পারছে পিচ, পরিস্থিতি বুঝতে ভুল করেছে ও।'

হার অস্ট্রেলিয়ার

লন্ডন, ২৭ সেপ্টেম্বর : বৃষ্টিবিঘ্নিত লর্ডসে ১৮৬ রানে জিতে সিরিজে সমতা ফেরাল ইংল্যান্ড। চতুর্থ ওডিআইয়ে শুরুতেই ওপেনার বেন ডাকেট (৬২ বলে ৬৩) তাদের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেন। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে তাঁকেও ছাপিয়ে যান অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক (৫৮ বলে ৮৭)। শেষবেলায় সাত ছক্কায় লিয়াম লিভিংস্টোন ২৭ বলে ৬২ রানে অপরাজিত থাকেন। ত্রয়ীর কাঁধে চড়ে ইংল্যান্ড ৩৯ ওভারে ৫ উইকেটে ৩১২ রান তুলেছে। অস্ট্রেলিয়া রানতাড়ায় নামার পর ম্যাথু পটস (৩৮/৪), ব্রাইডন কার্স (৩৬/৩) ও জোফ্রা আর্চাররদের (৩৩/২) সামনে কখনোই স্বস্তিতে ছিল না। অজিরা ২৪.৪ ওভারে ১২৬ রানে অল আউট হয়।

শিল্ডে ছয় বিদেশির ভাবনা আইএফএ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : চলতি বছরের নভেম্বর মাসে শতাব্দী প্রাচীন আইএফএ শিল্ডের আয়োজন করতে চলেছে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। নভেম্বরের ফিফা উইন্ডোর ফাঁকে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। কলকাতার তিন প্রধানের পাশাপাশি ভিন রাজ্যের দল এবং বিদেশি দল আনার চেষ্টা করছেন আইএফএ কর্তারা। প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য সুপার কাপের ধাঁচে ছয় বিদেশিকেই খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। প্রতিযোগিতার ভেন্যু হিসেবে কিশোর ভারতী ও যুবভারতীর নাম ভাবনায় রয়েছে আইএফএ-র।

এদিকে চলতি বছরেই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা বেঙ্গল ফুটবল প্রিমিয়ার লিগ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই প্রতিযোগিতায় বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দল খেলবে। এই প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দলকে আগামী বছর আইএফএ শিল্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে।

ইরানের কাছে হার

ভিয়েন্তিয়ানে, ২৭ সেপ্টেম্বর : শেষমুহূর্তের গোলে হার। অনূর্ধ্ব-২০ এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে ইরানের কাছে ১-০ গোল হার মানলেন রঞ্জন চৌধুরীর ছেলেরা। বলের দখল নিয়ে খেললেও এদিন প্রথমার্ধে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি ইরান। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে বেশ কয়েকবার আক্রমণেও ঝাঁপিয়েছিল ভারতের যুব দল। গোটা ম্যাচ লড়াই করেও শেষপর্যন্ত ৮৮ মিনিটে গোল হজম করায় ম্যাচ হাতছাড়া হয় ভারতের। হারলেও গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসাবে পরের রাউন্ডে খেলার আশা জিইয়ে রাখল টিম ইন্ডিয়া।

বোরহার হ্যাটট্রিকে ইস্টবেঙ্গলের হারের হ্যাটট্রিক

গ্যালারিতে কোয়াদ্রাতকে গো ব্যাক ধ্বনি

ইস্টবেঙ্গল-২
(তালাল-পেনাল্টি ও ডেভিড)
এফসি গোয়া-৩ (বোরহা-৩)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : কালো টি-শার্ট ছেড়ে এদিন সাদা শার্ট ও ক্রিম রঙের ফরমাল প্যান্টে সাইডলাইনে অন্য অবতারে কার্লোস কোয়াদ্রাত। মনে হয়েছিল, দলও বোধহয় ঘরের মাঠে অন্যরকম হয়ে উঠবে!

দিন যায়, ম্যাচ যায়, বছর যায়, বদলায় না ইস্টবেঙ্গল। এদিন এফসি গোয়ার তৃতীয় গোলের জন্য কোচ এবং হিজাজি মাহের দুইজনই সমান দায়ী। বিরতির আগে ১ গোল শোধ হতেই তিনি গোলের নেশায় হঠাৎই যে দুইজন দুই উইংয়ে ভালো খেলছিলেন সেই নাওরেম মহেশ সিং-নন্দকুমার শেখরকে তুলে নিলেনও। সেইসঙ্গে জিকসন সিংকেও তুলে নেওয়ায় মাঝমাঠে ব্লকিং চলে যায়। ফলে উদান্তা সিংয়ের বাড়ানো বল ধরে হুড়মুড় করে উঠে যাওয়ার সুযোগ পেলেন বোরহা হেরেরা। তাঁর হ্যাটট্রিকের শটের সময়ে হিজাজি এদিক-এদিক ঘুরে বেড়ালেন। এবারের আইএসএলে বোরহাই প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন। তাও আবার তাঁর পূর্বতন দলের বিরুদ্ধে। এরপরেও ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে ফেরার সুযোগ পায় কার্ল ম্যাকহিউয়ের দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ডের ফলে গোয়া ১০ জন হয়ে যাওয়ায়। ইস্টবেঙ্গল এই সুযোগে ৮৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেও ফেলে। আনোয়ার আলির দূরপাল্লার শট লক্ষ্মীকান্ত কাট্টিমনির হাত থেকে বেরিয়ে গেলে গোলে ঠেলে দেন পরিবর্ত ডেভিড লালহালানসাঙ্গা।

প্রথম হোম ম্যাচ বলেই সম্ভবত এদিন দর্শকাসনে ভালোই ভিড় জমান সমর্থকরা। কিন্তু প্রথম ২০-২১ মিনিটের মধ্যে দুটো গোল খেয়ে যাওয়ায় নিশ্চিতভাবেই আরও একটা হারের দুশ্চিন্তা তাঁদের শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে দলে মাদি তালালের মতো ফুটবলার থাকাটা আশীর্বাদের মতো। তিনিই গোল শোধের রাস্তাটা তৈরি করে দিলেন। ২৭ মিনিটে তাঁকে হুড়মুড় করে বক্সে ঢুকতে দেখেই আর ঝুঁকি না নিয়ে পায়ে পা রেখে দেন নিম দোরজি। পেনাল্টি দিতে দ্বিধা করেননি রেফারি অশ্বীন। ২৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল তালালেরই। এই গোলের পর বিরতির বাঁশি বাজা পর্যন্ত রীতিমতো চাপ রেখে খেলে ইস্টবেঙ্গল। এই সময়ে গোল হয়ে যেত যদি বক্সের মধ্যে গিয়ে খেই না হারাতেন নন্দকুমার-মহেশরা। ৪১ মিনিটে মহেশের মাইনাস থেকে ক্লেইটন সিলভা ৬ গজ বক্সের মধ্যে থেকে যে সুযোগ তিনি নষ্ট করলেন তা আগের ক্লেইটন হলে তখনই ২-২ হয়ে যায়। তবে তালালের পেনাল্টি থেকে গোলের আগের পর্বে অবশ্য সমর্থকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরির জন্য যথেষ্ট ছিল।

১৩ মিনিটে এফসি গোয়ার প্রথম গোল। নন্দকুমারের আক্রমণ থেকে পালটা বল পেয়ে যান দেজান দ্রাজিক। তিনি বোরহার সঙ্গে একবার ওয়াল খেলে বক্সে বল রাখলে দেবজিৎ মজুমদার বার করার চেষ্টা করলে উঠে আসা বোরহা বল গোলে ঠেলে দেন। ২১ মিনিটের গোলটার জন্য দায়ী হিজাজি। নিজেদের বক্সের মধ্যে তাঁর গা-ছাড়াভাবে বল নাড়াচাড়া করতে দেখেই বরিস সিং বল কেড়ে নেন। তাঁর মাইনাস থেকে বোরহার বাঁ পায়ের শটে ২-০। ম্যানেজমেন্টেরই হোক কী সমর্থকদের চাপে, এদিন প্রথমবার শুরু করলেন দেবজিৎ ও ক্লেইটন। সাইডব্যাক সমস্যা মেটাতে শৌভিক চক্রবর্তীকে প্রথমার্ধে রাইটব্যাকে খেলালেও তিনি নিজের জায়গা ছেড়ে সরে মাঝমাঠে চলে গিয়ে সুবিধা করে দিচ্ছিলেন গোয়ানদের। বিরতির পর তাই মহেশকে তুলে পিভি বিষ্ণুকে নামিয়ে শৌভিককে মাঝমাঠে নিয়ে আসেন কোয়াদ্রাত।

> এখনও আমি আশাবাদী। আমাদের হাতে ম্যাচ রয়েছে। এই সবে আইএসএল শুরু হল। আমরা ভবিষ্যতের দল তৈরির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।
>
> **কার্লোস কোয়াদ্রাত**

এদিন নিজেদের গোলের মুহূর্তগুলো ছাড়া বাকি সময়টা গো ব্যাক ধ্বনি শুনেই কাটাতে হল লাল-হলুদ জনতার গত মরশুমের প্রিয় 'প্রফেসর'কে। ম্যাচ শেষেও দল যখন ফিরে যাচ্ছে তখনও টিম বাস ঘিরে একই দাবিতে সোচ্চার হন বেশ কিছু লাল-হলুদ সমর্থক। তিন ম্যাচে শূন্য পয়েন্টের জন্য কোয়াদ্রাতের একের পর এক ভুল ম্যাচ রিডিং যে দায়ী, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ইস্টবেঙ্গল : দেবজিৎ, শৌভিক (জেসিন), আনোয়ার, হিজাজি, মার্ক (আমন), মহেশ (বিষ্ণু), ইউস্তে, জিকসন (ডেভিড), নন্দ (সায়ন), তালাল ও ক্লেইটন।

হারে হতাশ দেবজিৎ মজুমদার (বাঁয়ে)। জঘন্য দুইটি গোল হজম করে মুখ লুকোচ্ছেন হিজাজি মাহের। হ্যাটট্রিকের উল্লাস বোরহা হেরেরার। -ডি মণ্ডল

মোলিনার চিন্তা আজও সেই রক্ষণভাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : প্রথম দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট। শুরু খুব একটা খারাপ না হলেও দলের রক্ষণ চিন্তায় ফেলেছে সবুজ-মেরুন শিবিরকে। প্রথম দুই ম্যাচে অপরাজিত থাকলেও চার গোল হজম করে ফেলেছে বাগানের ডিফেন্ডাররা। শনিবার বেঙ্গালুরু এফসি-র বিপক্ষে আইএসএলের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে নামছে হোসে মোলিনার দল। চোটের জন্য এই ম্যাচেও দলে নেই বিদেশি ডিফেন্ডার আলবার্তো রডরিগেজ। ফলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচের ডিফেন্স লাইনআপকেই খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে মোলিনার। তিনি বলেছেন, 'আমাদের হাতে খুব বেশি পরিবর্ত ডিফেন্ডার নেই। গত ম্যাচে যে চারজন ডিফেন্ডার খেলেছিল, তারা সবাই সুস্থ রয়েছে। এই ম্যাচেও ওদেরকে খেলাতে পারি।' যদিও দলের সঙ্গে নবাগত ডিফেন্ডার নুনো রিজ বেঙ্গালুরু গিয়েছেন। তিনি অবশ্য আইএসএলের পরিকল্পনাতেই নেই। বাগান কোচ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, 'নুনোকে নেওয়া হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য। আইএসএলের জন্য ছয় বিদেশিকে ইতিমধ্যে রেজিস্টার করিয়েছি আমরা। একমাত্র কেউ চোট পেলে তবেই নুনোকে আইএসএলে রেজিস্টার করানো হবে।'

রক্ষণ নিয়ে চিন্তা থাকলেও দলের ফরোয়ার্ড লাইন কিন্তু স্বস্তি জোগাবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে। শেষ ম্যাচে পরিবর্তরূপে বেশ কিছুক্ষণ খেলেছেন অজি বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন। এই ম্যাচেও পরিবর্ত হিসেবে তিনি নামতে পারেন। কোচ মোলিনা বলেছেন, 'ম্যাকলারেন প্রতিদিন উন্নতি করছে। তবে সম্পূর্ণ ফিট নয়। এমনিতেই আমার হাতে চারজন আক্রমণভাগের ফুটবলার রয়েছে। তবে সবাইকে তো একসঙ্গে খেলাতে পারব না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলাতে হবে।' প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরুর প্রথম দুই ম্যাচেই জয় পেয়েছে। তার ওপর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে নিজেদের ঘরের মাঠে প্রবল জনসমর্থন নিয়ে বাগানের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে তারা। যদিও সে সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না মোলিনা। তিনি বলেছেন, 'ম্যাচটা হোম কিংবা অ্যাওয়ে সে সব নিয়ে ভাবতে চাইছি না। খেলাটা এগারোজনের বিরুদ্ধে এগারোজনের। বেঙ্গালুরু ভালো দল। তবে আমাদের একটাই লক্ষ্য, জয় নিয়ে মাঠ ছাড়া।'

অন্যদিকে বেঙ্গালুরু প্রথম দুই ম্যাচ জিতে দারুণ ছন্দে। কেরিয়ারের শেষবেলায় জ্বলে উঠেছেন সুনীল ছেত্রী। উঠতি স্ট্রাইকার ভিনিথ ভেঙ্কটেশও নজর কেড়েছেন। দলে আলবার্তো নগুয়েরা, জোরগে পেরেরা দিয়াজের মতো বিদেশি রয়েছেন। তাই বেঙ্গালুরুর ফরোয়ার্ড লাইনকে থামানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ মোহনবাগানের সামনে।

রক্ষণ সমস্যার সমাধানে শুভাশিস বসুর দিকেই তাকিয়ে মোহনবাগান।

আজ আইএসএলে

ওড়িশা এফসি বনাম জামশেদপুর এফসি	বেঙ্গালুরু এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট
সময় : বিকাল ৫টা	**সময় :** সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কলিঙ্গ স্টেডিয়াম, ভুবনেশ্বর	**স্থান :** শ্রীকান্তিরাভা স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু

সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

চেন্নাই থেকে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফিরল মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ঐতিহাসিক জয়। এই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্টের পাশাপাশি অনেকটা আত্মবিশ্বাসও প্রাপ্তি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের।

আইএসএলে নিজেদের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট নিয়ে শুক্রবার বিকালেই শহরে ফিরেছে মহমেডান। পরের ম্যাচই ডার্বি। ৫ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মুখোমুখি হবে সাদা-কালো ব্রিগেড। দীর্ঘদিন পর সিনিয়ার পর্যায়ে ডার্বি খেলবে মহমেডান। স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি উন্মাদনা থাকবে। শনি ও রবিবার বিশ্রাম নিয়ে সোমবার থেকে সেই ম্যাচের মহড়া শুরু করে দেবে মহমেডান। তবে কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ ইতিমধ্যেই বাগান ম্যাচ নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছেন।

চেন্নাইয়ান এফসি-কে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়ে নিজেদের শক্তির জানান দিয়েছেন চেরনিশভের ছেলেরা। আইএসএলের ইতিহাসে পঞ্চম দল হিসাবে প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকেই পুরো পয়েন্ট ঘরে তুলেছে মহমেডান। কলকাতার দলগুলোর মধ্যে এতদিন এই রেকর্ড ছিল এটিকে ও মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। ম্যাচের পর সাদা-কালো কোচও আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলেন, 'আমাদের ছেলেরা জানে কীভাবে বড় ম্যাচে জিততে হয়। এটা প্রমাণ করতে পেরেছি আমরা আইএসএলে খেলার যোগ্য।'

যদিও ওয়েন কোয়েলের দলের বিরুদ্ধে প্রথম দুটো ম্যাচের মতো দাপট দেখাতে পারেনি মহমেডান। চেরনিশভ মনে করছেন ক্লান্তিই এর অন্যতম কারণ। বলেছেন, 'চেন্নাইয়ান আগ্রাসী মেজাজে শুরু করবে আমাদের ধারণাই ছিল। ওরা এই ম্যাচের আগে অনেকদিন বিশ্রাম পেয়েছে। অনেক তরতাজা হয়ে নেমেছিল। তুলনায় আমরা ক্লান্ত ছিলাম।' সেদিক থেকে দেখতে গেলে মোহনবাগানের মুখোমুখি হওয়ার আগে ৮ দিন বিশ্রাম পাবে মহমেডান। দলে কোনও চোট-আঘাতেরও খবর নেই। ফলে দলটাকে আরও গুছিয়ে নেওয়ার জন্য বেশ খানিকটা সময় পাবেন চেরনিশভ।

এদিকে সাদা-কালোর নতুন বিদেশি ডিফেন্ডার ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের এখনও ভিসা পাননি। ৫ তারিখের আগে চলে এলেও ডার্বিতে তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

আইএসএলে প্রথম জয় পেয়ে খোশমেজাজে দুপুরের আহার সারছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। চেন্নাই থেকে কলকাতা ফেরার পথে দলের মিডফিল্ডার মিরজালোল কাশিমভ (বাঁয়ে)।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ - কে 20.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 42A 69668 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার এই পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ দিয়ে আমার জীবনের সব স্বপ্ন পূরণ হবে। ঈশ্বরের কৃপায় আমি এত বেশি পুরস্কার জিতবো কখনো আশা করিনি। এর জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।